

লীয়ার ।

মহাকবি সেক্সপীয়ার প্রণীত

কিং লীয়ার নাটকের বঙ্গানুবাদ ।

চোরবাগান ষ্টুডিয়ন হাউসেরী ও লিডন আশ্রমের হাউসের সম্মিলিত

কৰ্ত্তৃক অন্তৰ্ভাষ্যে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কৰ্ত্তৃক

অনুবাদিত ।

কলিকাতা ।

৩৫ ৩ নং রাধামাধব সাধারণ লেন,

চোরবাগান হাউসে প্রকাশিত ।

ও

২৯ নং বিডন্ দ্বীট, এল্‌ন্ প্রেসে

ঈশ্বরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত ।

শন ১৩০৯ সাল ।

মূল্য এক টাকা মাত্র ।

উৎসর্গ ।

ইহ জগতে সাক্ষাৎ দেবতা

পরমারাধা পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

মহোদয়ের

শ্রীচরণ কামলে

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্চন

এই কৃত্ত পঞ্চ পানি

অর্পিত হইল ।

DRAMATIS PERSONÆ.

লীয়ার (Lear, King of Britain).

ফ্রান্স (King of France).

বর্গন্ডী (Duke of Burgundy).

কর্ণওয়াল (Duke of Cornwall).

এলবেণী (Duke of Albany).

কেণ্ট (Earl of Kent).

গ্লোচেস্টার (Earl of Gloucester).

এডগার (Edgar, Son to Gloucester).

এড্‌মণ্ড (Edmund, bastard son to Gloucester).

কিউরান (Curan, a Courtier).

বয়স্য (Fool).

অসওয়াল্ড (Oswald).

গনোরিল (Goneril, daughter to Lear).

রীগান (Regan, Do).

কর্ডিলীয়া (Cordelia, Do).

ডাক্তার (Doctor). ভদ্রলোক (Gentleman).

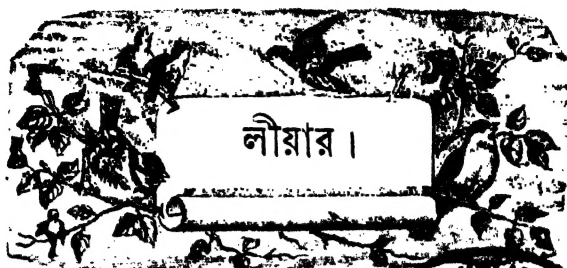
চারণ (Herald). বৃদ্ধ (Oldman).

ভূত্যগণ (Servants). লীয়ারের সৈন্যদল (Lear's train).

সৈন্যপ্রধান (Captain). দূতগণ (Messengers).

সৈন্যগণ (Soldiers).

ব্রিটেন (Scene, Britain).



প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজকন্যা—লীয়ারের বাটা।

(কেণ্ট, মষ্টার ও এডমণ্ড)



কেণ্ট। আমার বিশ্বাস ছিল, মহারাজ কর্ণওয়াল অপেক্ষা এলবেনীকে
অধিক ভালবাসেন।

মষ্টার। আমারও বরাবর তাই মনে হ'ত ; কিন্তু এক্ষণে রাজস্ববিভাগ
দেখে, কাহাকে বেশী ভালবাসেন বুঝতে পারা যায় না ;
এমনি যথাযথ বিচার হয়েছে, যে পুত্ৰাশুপুত্ৰ করে দেখলেও
কোন অংশ ভাল, তাহা অসম্ভব হয় না।

কেণ্ট। মশাই, এইটী আপনার পুত্র নয় ?

মষ্টার। হাঁ মশাই, আমিই ওর লাগনপালনের ভার বহন করেছি, ওকে
পুত্র বলে স্বীকার করতে এতবার লজ্জা পেতে হয়েছে, 'যে
লজ্জা এক রকম গা সওয়া হয়ে গেছে। এডমণ্ড ! তুমি এ
মহাদম্পত্যকে চেন ?

এড। না, প্রভু।

মষ্টার। কেটের অধিপতি ; এখন ত'তে ইহাকে আমার একজন
মাননীয় বন্ধু বলে যেন তোমার অরণ থাকে।

এড। আমি মহাশয়ের দাস।

কেট। তুমি আমার স্নেহের পাত্র, তোমার সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বার
চেষ্টা করব।

এড। মহাশয়, আমিও উপযুক্ত হ'বার চেষ্টা করব।

মষ্টার। উনি নর বংশের কাণ বিদেশে ছিলেন, আবার বিদেশে
যাবেন ; মহারাজ আসছেন। (ভেরা বাদন)
(লীয়ার, কণ্ডুরাল, এলবেনো, গনোরিল, রীগান ও
কর্ডিলিয়া এবং ভৃত্যগণের প্রবেশ)

লীয়ার। মষ্টার ! ফ্রান্স এবং বর্গাণ্ডর অধিপতিদিগের অভ্যর্থনার্থ
অপেক্ষা কর।

মষ্টার। যথা আজ্ঞা প্রভু। [মষ্টার ও এডমন্ডের প্রস্থান।

লীয়ার। ততক্ষণ এস সবে গৃহ কার্যে হই অগ্রসর ;

মানচিত্র খানি দাও ; শুনহ সকলে, করেছি বিভাগ

তিন অংশে রাজ্য মম, সংকল্প আমার

ঐ বৃদ্ধ বয়সে ত্যজি রাজ্য গুরুতার উৎকলিকাগুল,

তরুণ সক্ষম করে সমপি সে সব, আমি সবে

তারহীন সূত্ৰাযুখে ধীরে ধীরে হব অগ্রসর।

এস পুত্র কর্ণওয়াল, আর তুমি সমগ্রির এলবেনো আমার,

হির কল্প মম, কন্যাদের যৌতুক করি নিরূপণ

ভবিষ্যৎ বিবাদ আমি করিব ভঞ্জন।

ক্রাল আর বর্গাণ্ডর রাজপুত্রের,

ক'নিষ্ঠা কনার প্রেমবন্দী দৌছে
বহুকাল হতে প্রেমপবাস রাজ্যমধ্যে করেছে উভয়ে,
অস্ত্র দৌছে উত্তর দানিব ।

প্রাণসমা কুনারী সকলে, এবে মনস্ত আমার,
শাসন প্রদেশ আর গুরু রাজ্যভার করি পরিহার,
বল দেখি মোর দরে ভালবাসা অধিক কাহার ?
প্রচুর দানের পাত্রী হইবে সে জন,
যোগ্য যেই প্রকৃতি বিধানে ।

গনৈরিল ! প্রাণমা তনয়া কহ দেখি মাতা ।

ননে । পিতা ! তব তরে ভালবাসা ভাষে তাহা প্রকাশি কেমনে ?
নয়নযুগল, স্থান, স্বাধীনতা হ'তে প্রিয় তুমি মোর কাছে ;
অমূল্য চলিতে নাহি গণি তুলনায় ;
সৌজন্যতা, স্বাভা আর সৌন্দর্য্যমর্যাদা,
সদগুণনিচয়ে যেই জীবন ভূষিত তার চেয়ে সমধিক ।
সদ্বানের ভালবাসা হ'তে পারে যত,
পিতা যাহা লভেছেন কহু, স্বাসে কিম্বা ভাষে অপ্রকাশ,
পরিমাণহীন ভালবাসা, তব প্রতি ।

কর্তি । (স্বগত) কি কহিবে কডিলিয়া, নীরবে বাসিবে ভাল শুধু ।

লীয়ার । এই সীমা হতে সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশ সকল,
নীবিড় অরণ্য আর শ্রামল প্রান্তর,
বহুপ্রস্থ স্রোতঃস্রবী জলাভূমি আদি,
অস্ত্র ভোমা রাণী আমি করিহু, কুমারি,
তব আর এলবেনীর বংশধরগণে
স্থখে রাজ্য চিরস্থরে করি'ব নিয়ত ।

কও কথা মধ্যমা তনয়া, প্রাণসনা রীগান আমার ।

রীগান্ । সম উপাদানে গঠিতা হুজনে, মূল্যে দৌহে সমা ।

অন্তরের ভালবাসা যত, বণিরাছে ভাগিনী আমার ;

জীবনের যত ভোগ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্তম্ভ যে ভোগ আধার,

সব শত্রু মম কাছে—ভগ্নী মম নূন হেথা

একমাত্র স্তম্ভ মম ভালবাসা তব ।

কর্ডি । (অগত) অভাগিনী কর্জিলিয়া তবে ।

তাইবা কেমনে ! জানি হুঁ নিশ্চিত,

অন্তরে আমার, রসনার অধিক সম্পদ ।

লীয়ার । তুমি আর তোমার বংশধরগণে,

দ্বিতীয়াংশ রাজ্য মম করিহু অর্পণ ;

মূল্যে সম এই অংশ গনেরিল সহ ।

হৃদয় আনন্দ মোর কনিষ্ঠা তনয়া,

ভালবাসার নূন কিছু নও—

নবপ্রেম লভিবারে যার প্রতিদ্বন্দ্বী

ফ্রাঙ্ক আর বর্গণ্ডির পতি ।

কিবা বাণী তব—লভিবারে

সাত্রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ আমার ? কহ মাতঃ ।

কর্ডি । নীরব প্রভু ।

লীয়ার । নীরব ।

কর্ডি । নীরব ।

লীয়ার । নীরবে রবে না কিছু ; কহ, পুনঃ ।

কর্ডি । হতভাগিনী যে আমি, মুখে নাহি সরে

তাই মোর অন্তরের ভাষা ; ভাগ্য যদি বদলায়

সম্বন্ধ বিচারে—নহে স্বল্প নহে বা অধিক ।

লীয়ার । একি ! একি ! কড়িালয়া ! বাক্য তব কর পরিহার,
সৌভাগ্যের হানি হবে তাহে ।

কডি । তুন প্রভু !

জনন, পালন, ভালবাসা আদি লভিয়াছি তোমা হ'তে ;
সমভাবে কর্তব্য পালিব, মাত্ৰ, ভক্তি, ভালবাসা দানে ;
স্বামী প্রতি ভগ্নীদের ভালবাসা কোথা
সব যদি তবোপরি করেছে অর্পণ ?
যে জনে বরিব আমি—মম পাণী সহ,
ভক্তি, ভালবাসা, ধর্ম, অর্ঘ্য লবে সেই জন ;
সব ভালবাসা তোমা করিয়ে প্রদান
বরিব না কারে প্রভু ভগ্নীগণ সম ।

লীয়ার । তব দ্বন্দে এই কথা ?

কডি । বখাজ্জা, রাজন্ !

লীয়ার । মারাহীন এ নব বয়সে ?

কডি । ক্ষুদ্র আমি, সত্যবাদী প্রভু ।

লীয়ার । সেইমত হবে—সতাই যৌতুক তোমার—

তরুণ তপন তাপ,
ডাকিনীর বৃত্তি আর তামসী ত্রিয়ামা,
গ্রহচক্রফল, জন্ম মৃত্যু সংঘটন বাহে
সবে সাক্ষ্য করি—পিতৃব্রহ্মে দিগু জলাঞ্জলি ;
শোণিত সম্বন্ধ সব করি পরিহার,
অস্তর আমিত্ব হতে বিদেশী হইয়ে,
জনমের তরে তৌরে দিগু বিসর্জন ।

অসভ্য বর্ষের শক—অগবা যাত্রার স্বীয় বংশধরগণে
 পুরিয়া উদরে ক্ষুধানল করে নির্যাপন,
 জন্মে মোর পাবে স্থান অতি সমাদরে তোমা সম ।

কেণ্ট । প্রভু ;—

লীয়ার । থাম, কেণ্ট ।

হৃদ্যন্ত দানব আর কোপানলৈ তার বাবধান নাহি রহ ।
 বড় শিক ছিল যে আমার, বড় সাধ ছিল—
 বার্কিকোর ধাত্রী মম করিব উহারে ;
 যাও, দূর হও দৃষ্টিপথ হতে ;
 কবর হউক মম শাস্ত্র নিষ্কেনন ;
 বেমতি নিশ্চিত তোমা দিহু বিসর্জন অন্তর হইতে মোর ।
 কেও হোথা,—ডাকহ ত্রাণেরে, ডাক বর্গণি তনয়ে ।
 কর্ণওয়াল, এলবেনৌ, মম কস্তাপণ সহ
 ভোগ কর রাজ্যের তৃতীয়াংশ দৌহে,
 হোক পরিণয় ওর গর্ভের সংহতি
 সরলতা বলি বাখানিছে বাহে ।
 সমর্পিহু রাজ্য মম উভয়ের করে সম্মানভূষণ সহ ।
 শত সভাসদ লয়ে প্রতিপক্ষের পর্যায়ে ক্রমে
 উভয়ের আগয়ে যাপিব ।
 নামে মাত্র রব রাজ উপাধি ভূষিত ।
 প্রিয়পুত্রগণ, তোমরা হুজনে
 রাজ্য গ্রহণ আর কার্যনির্বাহনে
 শাসন করহ স্বধারীতি ; বাক্য অহুবারী
 এই লও সমর্পিহু মুকুট দৌহার । (মুকুট প্রদান)

কেণ্ট। মহারাজ!

নূরুণ বলিয়া সদা করেছি সম্মান,
পিতৃজ্ঞানে করিয়াছি ভক্তি প্রদর্শন,
প্রভু বোধে অকুসরি আজ্ঞা পালিয়াছি,
প্রধান সহায় জানি চিত্তিয়াছি প্রার্থনার কালে—

লীয়ার। ছুটিয়াছে শল্য নমিত কার্ম্মুক শুণ তালি
অপসর লক্ষ্যপথ হ'তে।

কেণ্ট। বজ্রসম পড়ুক উপরে, বিদ্ধ হোক ফলকে অন্তর মম।
উন্নত লীয়ার যদি, কেণ্টও হইবে ক্রুত।
এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিবে তুমি? মনে কি বিশ্বাস তব
সত্য রবে ভরে লুকাইয়ে
তোষামোদে ভোলে যবে প্রতাপের মম?
স্তার মার্গে সততা থাইবে, রাজা যবে কুকর্মেতে দিবে মতি।
অভিশাপ কর প্রত্যাহার বিবেচক তুমি
ভেবে দেখে কার্য্য রাজা করহ নিশ্চিত।
বিচারেতে ভ্রম যদি হয় জীবন করিছ পণ।
কনিষ্ঠা তনয়া তব ভালবাসায় নূন কহু মর।
বাক্যে যেই কুটে না কখন সততার পূর্ণ যদি তার
শূন্য প্রাণ সেখানেতে নাই।

লীয়ার। কেণ্ট! থাকে যদি মমতা জীবনে নীরব হইবে।

কেণ্ট। আমার জীবন রাখা তব শক্রনাশ তরে;
নাহি ডরি হারাতে তাহার, তোমার কুশল হেতু।

লীয়ার। দূর হও দৃষ্টিপথ হ'তে।

কেণ্ট। চক্ষু মেলি দেখহু রাজন!

থাকি আমি তব নয়নের লক্ষ্য হ'য়ে ।

লীয়ার । দোহাই মরীচিমালী !—

কেণ্ট । মিথ্যা তুমি আহ্বান দেবেরে ।

লীয়ার । পাপিষ্ঠ ! দুর্জুন ! (তরবারি ধারণ করিয়া)

এ, ও, ক । কাস্ত হোন প্রভু ।

কেণ্ট । কোষমুক্ত কর অসি ; বৈজ্ঞানে করিয়ে হত

দর্শনি অর্পণ কর তুষ্ট ব্যাধির উপর ।

প্রত্যাহার কর আজ্ঞা তব ; যদি নাহি শুন বাণী

যদবধি নাহি হয় কণ্ঠরোধ, উচ্চৈঃস্বরে জানাব তোমার

“পরম অধম্ভাচারি” তুমি ।

লীয়ার । শুনহ দুর্জুন ! রাজভক্তির দোহাই তোমার ;

যেহেতু প্রয়াস তব রোধিবারে প্রতিজ্ঞা আমার,

যাহার লজ্বনে মোর নাহিক সাহস ;

উচ্চ দর্পে মাতি, পশিয়াছ মোর দত্ত আজ্ঞা, আর প্রভুত্বের মাঝে,

প্রতিকূল যাহা মম প্রকৃতি অথবা মম রাজকীয় পদ হ'তে

ক্ষমতার অমুখারী তার, লহ যোগ্য পুরস্কার ;

পঞ্চদিন দিহু অবসর, উপযুক্ত সঙ্গতির তরে

যাহে সংসারের ক্লেশ হবে উপশম ;

বহু দিনে হেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি

মোর রাজ্য পরিত্যাগ করিবে নিশ্চিত ;

যদ্যপি দশম দিনে পাই হেরিবারে

নির্দোষিত হেহ তব রাজত্ব মাঝারে,

সেই মুহূর্ত্তেই হারায়ে জীবন ।

বাও — দোহাই দৈব ! দণ্ড কড় না হইবে রোধ ।

কেণ্ট । বিদায় এক্ষণে, মহারাজ ! যথা ইচ্ছা তব ।

স্বাধীনতার স্থান নাই হেথা, নিকাসন করিয়াছে পূর্ণ অধিকার ।

(কর্ডিলিয়ার প্রীতি)

দেবতা আশ্রয় দিন, কুমারী তোমার,

যুক্তিমত বিবেচনা তব, বাক্য তব অমুখারী তার ।

(গনোরিল্ ও রৌগানের প্রীতি)

বচনের পারিপাট্য কার্যে যেন হয় পরিণত,

সুফল ফলে গো যেন এহেন বচন হইতে ।

বিদায় মাগিছে কেণ্ট সবাকার কাছে,

নবরাজ্যে পূর্বভাবে বাপিবে সমর । [কেণ্টের আহ্বান ।

(গ্লেটার, ফ্রান্স ও বর্গণ্ডির প্রবেশ)

গ্লেটার । ফ্রান্স আর বর্গণ্ডি, রাজন !

লীয়ার । বর্গণ্ডির অধিপতি ! অগ্রে আমি সম্ভাবি তোমার,

মম তনয়া লভিতে প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি এত রাজস্বের সহ ;

যৌতুক স্বরূপ শুনি শেষ আকাজ্জক তোমার ।

বর্গ । মহারাজ ! নিদ্র মুখে হ'য়েছে প্রকাশ,

নূন তাহে কহু না হইবে ।

লীয়ার । সবাশর বর্গণ্ডির স্বামী !

প্রিয় যবে ছিল সে আমার মূল্য তার অমুখারী ছিল ;

এবে তাহা নূন হইয়াছে ;

শুন মহাশয় ! ঐ আছে তনয়া আমার,

বদি থাকে কিছু ঐ দেহের ভিতর,

আমাদের শাপগ্রন্থ হরে, তাহে বদি উপযুক্ত অমুখব তুমি,

লও তুমি ওরে, অস্ত্র হতে তোমার হইল ।

বর্গ । বাক্য নাহি সরে ।

লীয়ার । এই সব নিশ্চয় সের সহ, বাক্য বিহীন—ঘৃণাহঁ আমার,
অভিশাপ যৌতুক লইয়ে, শপথ করিয়া দূর করিয়াছি যারে
বর তারে কিথা কর দূর ।

বর্গ । কুমা দিন প্রভু ! কে চায় বরিতে যথা এহেন ব্যাপার ?

লীয়ার । পরিত্যজ, তুমি মহাশয়,
শপথ করিয়া যথাযথ বর্ণিচ্ছ আমি ।
(ফ্রান্সের প্রতি) শুনহ স্বজন ! তব ভালবাসা প্রতিদানে
ইচ্ছা নয় দিতে পরিণয় স্থিতি স্বজন সহ ।
প্রার্থনা আমার উপযুক্ত জনে তুমি করহ গ্রহণ,
কাজ নাই বরি অভাগীরে শব্দ লজ্জিত যারে স্বীকার করিতে ।

ফ্রান্স । আশ্চর্য্য মানিহু
বড় প্রিয় ছিল ঐ তনয়া তোমার ক্ষণকাল আগে,
প্রশংসা ভাজন, বার্ককোর আনন্দদায়িনী,
অতুলনীয় যেই—প্রিয় তাহা হতে
এমন কুকর্ষে রতা হ'ল সে কেমনে ?
যার তরে সব সে হারাল এখনি ।
কিথা—অহুমানি আমি পূর্ব ভালবাসা হারিয়েছ তুমি ।
কুকর্ষে রতাবালা—মনে না বুঝায়
এহেন বিশ্বাস ভৌতিক ক্রীড়ার বলে জন্মায় হৃদয়ে ।

কর্ডি । প্রার্থনা আমার—শুন মহারাজ
তোষামুদি, চাটুকারী পটু নহি আমি,
অন্ততঃ হৃদয়ে গোপন করি বচনে প্রকাশি ভিন্ন ভাব ;
অন্তরেতে অশুভবি বাহ্য বচনের পূর্বে তাহা করি যে সমাধা ;

জানাও সকলে পাপ চিহ্ন নাহি যে আমাতে,
হত্যাদোষ, কুংসিত আচার কিংবা সতীত্বের হানি
নাহি চাপে মম শিরোপরি ;

যার জন্ত হারিয়েছি ভালবাসা তব,

অভাবে বাহার অমুমানি ভাগ্যবতী আপনারে ।

নয়নের হাব ভাবে—রসনার শুধু

প্রকাশিব ভালবাসা, অন্তরে আধার বিনা

হেন ভাব নাহি চাহি প্রভু,

অভাবে যাদের হারিয়েছি তব স্নেহ ।

লীয়ার । হ'ত ভাল না লভিলে এ হেন জনম,

জনম লভিয়া অমুখী করিলি মোরে ।

ফ্রান্স । বুঝেছি সকলি প্রকৃতির নয়নগতি এই,

লাজলীলা নোনী বালা মুখে বার বাক্য নাহি সরে

প্রাণকথা জ্ঞাপন করিতে ।

বর্গণ্ডির পতি ! বালা প্রতি কি উত্তর তব ?

প্রণয়ের স্থান নাই সেথা সম্পত্তির অমুগামী যেখানে প্রণয় ।

চাহ কি বালারে ? বোতুক আধার বালা ।

বর্গ । মহারাজ ! তব বাক্য বত দৌতুক করহ অর্পণ

এখনি উহার পাণি করিব গ্রহণ ।

লীয়ার । শপথ করেছি আমি, বাক্য নাহি হবে পরিহার ।

বর্গ । হারিয়েছ পিতা ভূমি, হারায়ে স্বামীরে ।

কডি । ক্রমা দিন বর্গণ্ডির পতি ।

ভালবাসা মম প্রতি, সম্পত্তি বিধানে,

চাই নাই হেন স্বামী করু ।

ফ্রান্স। অরুপমা বালা! সম্পত্তিবিহীনা, তুমি সম্পত্তিশালিনী,
 পরিত্যক্তা বালা, সাগ্ৰহের ধন,
 ঘণিতা হইয়া তুমি স্নেহেতে ভূষিতা।
 সদৃশ্যের সহ তোমা লইবু আদরে ;
 শাস্ত্রমত অধিকার মম লইতে তাহার
 অস্ত্রে বাধা করেছে বর্জন।
 দেব! দেব! সবে, অশ্চর্য্য মানিল দাস,
 ভালবাসা মম উদিল হৃদয়ে পরিত্যাগ যারে করেছে সকলে।
 তনু রাজা! যোতুকবিহীন এই তনয়া তোমার,
 অন্য হ'তে রাণী মম, অগ্নি ফ্রান্স দেশ রাণী,
 জলবাসী বর্গণ্ডির অধিপতি মিলি,
 এ হেন অমূল্যরতন লভিবে না কভু।
 বিদায় মাগহ বালা সবাকার কাছে,
 যদিচ ভালবাসা নাহি উহাদের ;
 হারারেছ বাহা তুমি অতঃপর পাবে উচ্চতর।

লীয়ার। লয়ে যাও ফ্রান্স, তোমারি হউক ঐ তনয়া আমার ;
 এ হেন কস্তার মম নাহি প্রয়োজন,
 ও বদন হেরিব না কভু ;
 যাও হেথা হ'তে যাও, নাহি তব প্রতি,
 ভালবাসা, আশীর্বাদ, স্নেহ আমাদের ;
 এস, বর্গণ্ডির অধিপতি।

[লীয়ার, বর্গণ্ডি, কণওয়াল, এলবেনী, গ্লেইর ও

ভৃত্যগণের প্রস্থান।

ফ্রান্স। বিদায় মাগহ বালা ভয়গণ পাশ!

কর্ডি । নরনের মণি সবে পিতার আমার
 অশ্রুজলে তিতি বিদায় মাগি গো আমি সবাকার কাছে ।
 জানি আমি ভালমতে তোমাদের রীতি,
 ভয়ী বলি লজ্জা হয় মুখে দিতে স্থান তোমাদের মনোভাব ।
 কিন্তু বাসনা আমার পিতার শুক্লবা কর সম সমাদরে ,
 ভাষে প্রকাশিত স্নেহ দেখালে যেক্রপ,
 সমর্পণ করিছু পিতার তাহার উপর ;
 কিন্তু পূর্বমত দয়া যদি করেন জনক,
 ইচ্ছা মম অবস্থান তাঁর অন্ত স্থানে ।
 বিদায় এক্ষণে মাগি তোমাদের কাছে ।

রীগান্ । না চাহি কর্তব্য শিক্ষা তোমার নিকট ।
 গনে । হও যত্নবতী প্রেম প্রতিদানে তুষিতে নাথেরে ;
 গ্রহণ করেছে তোমা সৌভাগ্যের দানে ।
 পিতৃবশ্ততার অভাব তোমার,
 ভালবাসার পাত্রী নহ তুমি ।

কর্ডি । সূচত্বর মনোভাব সময়ে প্রকাশ হবে ।
 নিজদোষ আবরণ করে বেই জন,
 অবশেষে হয় সেই ব্রণার ভাজন । স্মৃধী হও নবে ।

ফ্রান্স । এস এস, সুন্দরী আমার ।

[ফ্রান্স ও কর্ডিলীয়ার প্রস্থান ।

গনে । ভগিনী ! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আমা-
 দের সবকে বিশেষ আবশ্যকীয় কথা ; পিতা আজ এখান হতে
 যাবেন ?

রীগান । এবার তোমার সহিত যাবেন, পর মাসে আমার ওখানে যাবেন ।

গনে । বুঝলে বোন ! ঔর বড় বয়েসে মতলবের ঠিক নাই, আমরা দুজনে বিশেষ করে তা দেখেছি। আমাদের ছোট ভগ্নীকে উনি খুব ভালবাসতেন, কি সামান্য কারণে তাকে পরিত্যাগ করেন, দেখলে ত ?

রীগান । বড় হ'লে ভীমরতি হয়, ক্লিঞ্জেরই ঠিক নাই ।

গনে । ঔর যা ভাল সময়, সেই সময়ই উনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করেছেন । কেবল বহুকালের বদ্ অভ্যাস নয়, তার সঙ্গে আবার অসংযমী ঝগড়াচার । বয়স হ'লে মানুষের যা ঘটে ।

রীগান । ঐ রকম বেয়াড়া কাজ করবেন, যেমন কেটকে ভাড়ালেন ।

গনে । ফ্রান্সের অধিপতির বিদায়কালেও বড় ভাল ব্যবহার করেন নি । আমার কথা শোন, দুজনে এক মতে কাজ করি এস । যদি ঔর ক্ষমতা এ রকমে চালান, তবে আমাদের রাজ্য পেয়ে কি লাভ হ'ল ?

রীগান । পরে এবিষয় বিবেচনা করা যাবে ।

গনে । আমাদেরও বুঝে শীঘ্র শীঘ্র কাজ করতে হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মষ্টেরের দুর্গ—দরদালান ।

(এড্‌মণ্ড)

এড্‌। হে প্রকৃতি ! তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তোমার নিয়মের আমি অধীন, কেন তবে সামাজিক কুৎসিৎ নিয়মে বদ্ধ হব, কেন জাতীয় নিয়মের বশবর্তী হয়ে দাঁতা অপেক্ষা কিছুদিনের ছোট বলে সমস্ত হারাব ? কেন জারজ,—কিসের জন্ত নীচ, যখন সতীর গর্ভজাতের দ্বার আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ঠিক আছে,—আমার মনে উদারতা আছে, আমার গঠনে সৌন্দর্য আছে, কেন তারা জারজ বলে ঘৃণা করে ; কিসে জারজ ? জারজ, জারজ এস তবে সূজাত এড্‌গার আমি তোমার প্রদেশ অধিকার করব ; পিতা সূজাত এড্‌গারকেও যেমন ভালবাসেন, জারজ এড্‌মণ্ডকেও তেমনি ভালবাসেন ; সুন্দর কথা সূজাত, আচ্ছা সূজাত এই চিন্তিতে যদি কাজ হয়—আর আমার মতলব হাসিল হয়—জারজ এড্‌মণ্ড সূজাতকে হারাবে, আমি বৃদ্ধি পাব, উন্নতি ক'রব দেবসকল এখন জারজকে সাহায্য করুন ।

(মষ্টেরের প্রবেশ)

মষ্টের। কেণ্টকে এইরূপে দেশত্যাগী করা হ'ল, ফ্রান্সের অধিপতি রাগ করে গেলেন, অস্ত্র রায়ে মহারাজও গেছেন, তাঁহার আধিপত্য সবই দান করেছেন—এখন দানে জীবনধারণ করবেন, সমস্তই খেরালের কর্ণ । এড্‌মণ্ড কেমন আছি—খবর কি ?

- এড। মহাশয়, বিশেষ খবর কিছুই নাই।
- মষ্টর। তাড়াতাড়ি ঐ চিঠিখানি কেবে রাখলে কেন?
- এড। কৈ আমি ত কিছু জানি না।
- মষ্টর। কি, কাগজখানি পড়ছিলে?
- এড। কৈ—না।
- মষ্টর। না! তবে তাড়াতাড়ি চিঠিখানি কেবে রাখলে, কিছু না হ'লে লুক'বার দরকার নাই।
- এড। মহাশয়! ঘোড়হস্তে বলছি, আমার মাপ করবেন। আমার ভ্রাতারই এই পত্রখানি, সমস্ত এখনও পাঠ করি নাই, যতটা পড়েছি, আপনার দেখবাস্ত উপযুক্ত নয়।
- মষ্টর। মশাই! চিঠিখানি দিন।
- এড। রাখলেও আমার অপরাধ—দিলেও আমার অপরাধ, চিঠির লেখা যতটা বুঝতে পেরেছি অতি দোষজনক।
- মষ্টর। দেখি? দেখি?
- এড। আমার ভ্রাতার পক্ষ হ'য়ে বলছি, তিনি এইখানি আমার পরীক্ষা করবার অস্ত্র লিখেছেন। (পত্র দান)
- মষ্টর। (পত্র পাঠ)
 “বৃহলোকদিগকে মান্ত করে, আমাদের জীবনের উত্তম সময় বৃথা কেটে যায়, আমাদের প্রাণা বিষয় অধিকার কর্তে দেবী হয়, যখন পাওয়া যায়, বার্কিয়া ঘোবে তাহার ভোগ হয় না, বার্কিকোর অভ্যাচার সহ করা আমার মতে বৃথা ও ভ্রমমূলক, বৃদ্ধেরা ক্ষমতাবলে আধিপত্য করে না, তবে অস্ত্রের অনু-মতিক্রমে করে; আমার কাছে এস এ বিধে আরও আন্দোলন করব। আমাদের পিতা চিরনিদ্রিত হ'লে তুমি

চিরকাল অর্ধেক বিষয় ভোগ করিবে এবং প্রিয় ভ্রাতা
ব'লে পরিগণিত হইবে।” এড্‌গার । ধাম—বিত্রোহ !
“চিরনিদ্রিত হ'লে তুমি চিরকাল অর্ধেক বিষয় ভোগ
করবে,”—আমার পুত্র এড্‌গার তার হাত হতে এই
লেখা বেকল ? তার অন্তঃকরণে, তার মস্তিষ্কে, এই
ভাবের উদয় হ'ল ? কখন পেলো ? কে তোমার কাছে
নিহে এলো ?

এড । প্রভু ! কেও আমার কাছে আনে নি—ঐ টুকুনি গৃহস্থ ;
আমার কক্ষের খোলা জানালার ভিতর দিগে ফেলে দিগেছে ।

মষ্টার । তোমার ভ্রাতার হস্তের লেখা, দেখে চিন্তে পেরেছ ?

এড । প্রভু ! যদি লেখার বিষয় ভাল হ'ত—আমি শপথ করতুম
তার লেখা, কিন্তু যে বিষয়ে লেখা আমার ইচ্ছা যে তার
লেখা নয় বলি ।

মষ্টার । এ তারই লেখা ।

এড । তারই হাতের লেখা বটে—কিন্তু আশা করি, তার মনোগত
ভাব লেখার ব্যস্ত হয় নাই ।

মষ্টার । পূর্বে তোমার এ বিষয়ে কিছু বলে নাই ?

এড । কখনও বলে মাই, কিন্তু তিনি বলতেন যে পুত্র উপস্থিত
হ'লে এবং পিতা বৃদ্ধ হ'লে পিতাকেই পুত্রের অধীন থাক।
উচিত এবং পুত্রই সমস্ত বিষয়ের উপর আধিপত্য করবে ।

মষ্টার । হুরায়া ! হুরায়া ! তার প্রত্যেক মত পক্ষে প্রকাশ,
নীচাশর অস্বাভাবিক স্থপিত পণ্ড, পাশব প্রকৃতি অপেক্ষাও
নীচ । যাও মশাই তার অমুসন্ধান কর, আমি তাকে ধৃত
করব ; স্থপিত দণ্ড্য ! সে এখন কোথায় ?

এড। আমি ঠিক জানি না ; যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমার লাতার উপর, আপনার স্ত্রী কিছু রদ করিতে পারেন, যতকণ না তার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, আপনাকে একটি কাজ কর্তে হবে। কিন্তু যদি আপনি তার অভিপ্রায় উত্তমরূপে অবগত না হয়ে তাহার বিকক্ষে গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আপনারও মানের হানি হবে, আর তার বস্ত্রতারও হানি হবে। আমি আমার জীবন পণ করিতে পারি, যে সে আপনার প্রতি আমার ভক্তি-পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এত লিখিয়াছে ; তাহাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।

মষ্টার। তুমি কি তাই বিবেচনা কর ?

এড। আপনি যদি বিবেচনা করেন, আমি আপনাকে এমন স্থানে রাখব, যেখান হ'তে আপনি আমাদের কথাবার্তা সব শুন্তে পাবেন এবং স্বকর্ণে শুনে সব যথাযথ বুঝতে পারবেন ; বেশী দেরীর আবশ্যক কি, অল্প সন্ধ্যার সময়ই আপনি সব জানতে পারবেন।

মষ্টার। এতদূর পৈশাচিকবৃত্তি তার অনুষ্ঠান নয়।

এড। বিশেষ কিছু স্থিরতা নাই।

মষ্টার। তাহার অস্বাভাব্য প্রতি,—যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে—স্বর্গ আর মর্ত্য ! এড্‌মণ্ড তার অনুসন্ধান কর ; তাকে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে কথাবার্তা তার নিকট হ'তে বের ক'রে নাও—নিজে বুঝি ক'রে কাজ কর। ন্যায় কার্য্য কর্তে আমি সহকর্মী বিচার করব না।

এড। আমি এখনি তার অনুসন্ধান করছি, সুবিধা মত কার্য শেষ করব এবং মহাশয়কে সব জানাব।

মিষ্টার। গত সূর্য্য আর চন্দ্রগ্রহণ আমাদের হানিজনক। বিজ্ঞানে ইহার অন্যরূপ অর্থ থাকিলেও, মানব জীবনাকাশে ইহা বড়ই কষ্টদায়ক, ভালবাসা শিথিল, বন্ধুহীন, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, নগরে বিদ্রোহ, দেশে বিবাদ, রাজবাটীতে রাজবিদ্রোহ এবং পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ছিন্ন করে। আমার এই দুটো পুত্র গ্রহ-বৈশুণ্যে পতিত হয়েছে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে; রাজ্য অধাবৃত্ত হইতেছেন, সম্ভানের বিরুদ্ধে পিতা; জীবনের সুখময় দিন কেটে গেছে, এখন ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, জীবনের শেষ সময় অশান্তিতে পূর্ণ করে কবর মুখে গঠে যাবে। এই চরিত্রের অনুসন্ধান কর, ইহাতে তোমার কিছু-না কিছু ক্ষতি না, পুত্র সাবধানে করবে;—উদারচরিত্র সদাশয় কেউ দেশ হ'তে বহির্গত, তার অপরাধ “সত্যবাদী!” অদ্বুত! অদ্বুত! [মিষ্টারের প্রস্থান।]

এড। জনতে এ একটা সুন্দর বৃক্ষকণী, আমাদের অদৃষ্ট-মন্দ হ'লে (আমাদের কার্য্য দোষে নাহা ঘটে) আমাদের ভাংখের জন্য সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণকে দোষী করি, যেন আমরা অদৃষ্টগুণে দুর্জ্জন, দেবতাদের বলে নিন্দোদ, গ্রহফলে জোচ্ছোর, চোর এবং বিশ্বাসঘাতক, গ্রহবৈশুণ্য বশতঃ, আমরা মাতাল, মিথ্যাবাদী এবং পরদার রত; ভগবানের লেখার কলে আমরা দোষে পতিত হই। এড্‌গার—সেকেন্দ্রে নাটকের (এড্‌গারের প্রবেশ।)

নটের নায় ঠিক সন্ধিক্ষণেই হাজির। ওর প্রবেশের পূর্বে

আমিও নাগা ফকিরদের মতন কাঁড়নি শুরু করি। হায়! হায়!
এই গ্রহণই পারিবারিক বিবাদের সূচনা করে। মা—পা—
ধা—পা—।

এড্‌গা। কি ভাই এড্‌মণ্ড কেমন আছে গভীর গবেষণায় রত যে?

এড। সেদিন একটা ভবিষ্যৎ গণনা পড়ে, গত গ্রহণের ফলের
কথা ভাবছিলুম।

এড্‌গা। এই নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্চ।

এড। যাহা পড়া গেল, তাহা কাজেই ফলে যাচ্ছে, কি রকম
শূন্যে—সম্মান ও পিতামহতার অস্বাভাবিক ব্যবহার,—মৃত্যু,
হুঁতুক, পূর্ববন্ধুত্বনাশ, ঝগড়ে বিচ্ছেদ, রান্নার ও সভাসদের
প্রতি ভয়প্রদর্শন, অলীক অবিশ্বাস, বন্ধু নির্দাসন, বিবাহ-
বন্ধনশিথিল, কে জানে আরও কত?

এড্‌গা। কতদিন হ'তে ক্রোতিষ-শাস্ত্রবিদ্বৎ হয়েছ?

এড। ও সব কথা ছাড়, পিতামহাশয়ের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ
হয়েছিল।

এড্‌গা। কেন?—গতরাত্রে।

এড। তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল।

এড্‌গা। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কথা হয়েছিল?

এড। যখন চ'লে এলে তখন তাঁহার বাক্যে কিম্বা মুখভঙ্গীতে কোন
অসন্তোষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই?

এড্‌গা। কৈ না।

এড। আমার বোধ হয় তোমার উপর তিনি বিরক্ত হয়েছেন;
আমার কথা শোন, এখন তাঁহার সামনে যেও না, সময়ে
যতক্ষণ না তাঁহার ক্রোধের উপশম হয়। তাঁহার এখন এত

রাগ হয়েছে যে তোমায় দেখতে পেলে সে রাগ আর যাবে না ।

এড্‌গা । কোন বদমাইস লোক আমার নামে বদনাম করেছে ।

এড । আমারও তাই বিপাস, আমি তোমায় অনুরোধ করছি যতক্ষণ না তাঁহার ক্রোধের গতিমন্দ হয় ততক্ষণ তাঁহার সামনে যেও না, আমার কথা শোন, এখন আমার ঘরে যাও, আমি তোমাকে সেখানে তাহার কথা শোনাব, আমার কথা রাগ, যাও, এই নাও আমার চাবি, যদি বাহিরে যাও, সশস্ত্রে বেও ।

এড্‌গা । সশস্ত্রে কেন তাই ?

এড । তাই ! আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, সশস্ত্রে যেও, আমাদের পিতা যদি তোমার উপর না রেগে থাকেন তা'তলে আমি মিথ্যাবাদী হব । আমি যেটুকু দেখেছি ও শুনেছি তাই বলছি, কিন্তু এতেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে, আমি তোমাকে জোড় হাত করে বলছি যাও ।

এড্‌গা । তুমি শীঘ্রই আস্‌ছ ?

এড । আমি তোমাকে এই কাজে সাহায্য ক'রব ।

[এড্‌গারের প্রস্থান ।

কান্‌পাতলা বাগ, আর উদারচরিত ব্রাতা, যার স্বভাব এত সুন্দর, যে কাহাকেও অবিশ্বাস করে না, যার স্বভাবের উপর নির্ভর করে আমার আজ বেশ চলছে, আমার কাজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, বাহা জন্মগ্রহণে পাই নাই, তাহা বুদ্ধিবলে সমাধা ক'রব ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—

এলবেনীর রাজবাটি ।

(গনেরিল ও ভৃত্যের প্রবেশ)

গনে । বাবা কি তাঁহার বয়সকে ধমকাবার জন্য আমার চাকরকে
মেরেছেন ?

ভৃত্য । হাঁ রাজি !

গনে । দিন রাত্রি তিনি আমাকে জ্বালাতন করেন, প্রত্যেক
মুহুর্তেই তিনি একটা না একটা অপরাধ করে আমাদের
সমস্ত কার্য জটিল করেন ; আমি ইহা সহ ক'রব না, তাঁহার
সভাসঙ্গণ জনতা করে এবং তিনি নিজে সামান্য কারণে
আমাদের দোষ দেন । শীকার হ'তে ফিরে এলে আমি তাঁর
সহিত কথা কইব না ; ব'ল আমার অস্থখ করেছে, আর
পূৰ্ব্বাপেক্ষা যদি তাঁহার কার্যে অমনোযোগী হও, তা হ'লে
বেশ হয় ; যদি দোষ হয়, আমি তার জবাব দেবো ।

ভৃত্য । রাজী ! তিনি আসছেন, শয় শোনা যাচ্ছে । (ভেয়ীনিবাদ)

গনে । তুমি আর অশ্রান্ত ভৃত্যেরা তাঁর কার্যে ইচ্ছামত ক্রান্তি
দেখিও, আমি এ বিষয় জানাতে চাই ; যদি তাঁর পছন্দ
না হয়, আমার অস্ত্র ভগ্নীর কাছে যান ; তাঁর মনের ভাব
আমি বেশ জানি—আমি কিহা আমার ভগিনীর উপর
আধিপত্য চলেব না । বোকা বুড়ো, এখনও ইচ্ছা যে উনি
কর্ত্ত্ব্য করেন ; আমি নিশ্চিত বলতে পারি বোকা বুড়ো
শিশুর সমান, যখন তাঁহার খারাপ হ'য়ে যান, তখন

তাঁহাদিগকে ধম্কে ও আদরে রাখতে হয়। যা বলুন
শ্রবণ থাকে যেন।

ভূতা। সে আছে, রাজি।

পনে। তাঁর সভাসদ্দিগের প্রতিও অসং ব্যবহার করবে, সে জন্ত
কোন ভয় নাই, তোমার সঙ্গিদিগকেও এই কথা বলে দেবে,
আমি এই বিষয় আন্দোলনেই সব কথা তুলবো, আমার
ভগ্নীকে এপনি পত্র লিখে আমার মত ব্যবহার করতে বলে
দেবো। ভোজন প্রস্তুত কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

ঐ—দরদালান।

(ছদ্মবেশী কেণ্টের প্রবেশ)

কেণ্ট। আমি যদি আমার স্বাভাবিক স্বর পরিবর্তন করতে পারি
এবং আমার সদভিপ্রায় যদি আমার কথা দ্বারা গোপন
করতে পারি, তবেই যার জন্য আমি ছদ্মবেশ ধারণ করেছি,
সেই উচ্চা পূর্ণ হবে। নির্কাসিত কেণ্ট! যিনি তোমাকে
নির্কাসিত করেছেন, যদি তুমি তাঁর উপকার করতে পার,
তা হ'লে তোমার প্রভু বাহাকে তুমি আনুগত্যিক ভালবাস,
তিনি তোমাকে একজন প্রভুভক্ত দাস বলে মনে
করবেন। (ভেরানিনাদ)

(লীয়ার, সভাসদগণ এবং অশ্বচরবর্গের প্রবেশ)

লীয়ার। আমি ভোলনের জন্ত এক মুহূর্তও অপেক্ষা করবো না,
শীঘ্র প্রস্তুত কর। [একজন ভৃত্যের প্রস্থান।

একি! তুমি কে?

কেণ্ট। মাতুষ।

লীয়ার। তুমি কি কর? আমাদের নিকট তোমার কি আবশ্যক?

কেণ্ট। আমার বহিরাঙ্গীতিও যৎ, আমি করিও তা, যিনি আমাকে
বিশ্বাস করেন, আমি তাঁর কাৰ্য্য প্রাণপণে করি; যিনি
সত্যপ্রিয়, তাঁকে আমি ভালবাসি; যিনি জ্ঞানী এবং
অলকথা কন, তাঁরই সঠিক কথাবার্তা কই; সৰ্বদা শাস্তিকে
ভয় করি, যখন অস্ত্র উপায় নাই, তখনই যুদ্ধ করি।

লীয়ার। তুমি কে?

কেণ্ট। সাদাসিদে লোক মশাই, আর এই মহারাজের মতন পরীষ।

লীয়ার। তিনি রাজা হ'য়ে যতদূর গরীব, তুমি প্রজা হ'য়ে যদি ততদূর
গরীব হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই খুব গরীব তুমি কি চাও?

কেণ্ট। কর্ম চাই।

লীয়ার। কার কাছে কর্ম করতে চাও?

কেণ্ট। মহাশয়ের নিকট।

লীয়ার। তুমি আমাকে চেন?

কেণ্ট। না মশাই, কিন্তু আপনার মুখে প্রভুত্বের লক্ষণ আছে,
আপনাকে প্রভু বলতে ইচ্ছা করে।

লীয়ার। কি আছে?

কেণ্ট। রাজ-চিহ্ন।

লীয়ার। তুমি কি কাজ জান?

কেণ্ট। আমি মশাই খুব সংপরাশ্র দিতে পারি, ঘোড়া চড়তে পারি,

দৌড়তে পারি, অদৃষ্ট গল্প বলবার সময় মাটি করে দিতে পারি, খবর দিতে হ'লে একরকম করে দিতে পারি, মোট কথা সবাই যা করতে পারে আমিও তা পারি, কিন্তু খুঁ খাটতে পারি ।

লীয়ার । তোমার বয়স হয়েছে কত ?

কেণ্ট । এত কমও না যে সুলতানের মধুরস্বরে ভুলে যাব, এত বুড়োও না যে সুলতানের প্রত্যেক হাবভাবে বিভোর হয়ে যাব, আমার পিঠে আটচল্লিশ বছর চেপেছে ।

লীয়ার । আমার সঙ্গে থাক, তুমি আমার কাছে কায করবে, যদি ভোকনের পর অনিচ্ছা না হয়, আমি তোমাকে আমার কাছে এখন রাখব । খাবার নিয়ে এস । আমার বয়স কত ? যাও আমার বয়সকে এখানে ডাক ।

(অস্‌ওয়ালের প্রবেশ)

দেওয়ান মশাই যাচ্ছ কোথা ? আমার কল্যাণ কোথায় ?

অনু । আজ্ঞে—

[প্রস্থান ।

লীয়ার । কি বলে, ও গাধাকে ফেরাও ; আমার বয়স, কোথা ? সবাই কি মরেছে—সে কি রকম ? সে হতভাগা কোথায় ?

সভা । প্রভু, ও বলেছে যে আপনার কন্যার শরীর খারাপ হয়েছে ।

লীয়ার । ও ক্রীতদাস বেটাকে বখন ডাকলুম ও ফিরে এলো না কেন ?

সভা । মহাশয়, ও আমাকে স্পষ্ট জবাব দিলে যে, শুন্বে না ।

লীয়ার । শুন্বে না !

সভা । প্রভু, আমি জানি না কি হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস,

পূর্বের জায় আর মহারাজের আদরের সহিত অভ্যর্থনা হ'চ্ছে না, যত্নের বড়ই ক্রটি হ'চ্ছে, চাকরবাকর, আপনার জামাতা ও কন্যা একাত্ম দেখাচ্ছে ।

লীয়ার । কি বল ?

সভা । প্রভু, আমার ভুল হ'লে নাপ করবেন ; এই প্রার্থনা, মহারাজের অমান্য হ'লে আমার কর্তব্যানুরোধে বলতে হবে ।

লীয়ার । তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, আমিও ইদানী একটু তাকিলা ভাব অনুভব করছি, আমি আমার খুঁত খুঁতে স্বভাবের দোষ মনে করেছিলুম, আমি কখনও ভাবিনি যে এর ভিতর মতলব ছিল । এ বিষয় বিশেষ করে দেখতে হবে—আমার বয়সা কোথায় ? আমি তাকে দুদিন দেখি নাই !

সভা । আমাদের ছোট মা ফ্রান্সে যাওয়া অবধি সে একেবারে শুকিয়ে গেছে ।

লীয়ার । সে কথায় আর আবশ্যক নাই ; সে আমি বেশ দেখেছি, যাও আমার কন্যাকে বলগে, আমি তার সহিত কথা কইতে ইচ্ছা করি । যাও, আমার বয়সকে ডাক ।

(অস্‌ওয়াল্ডের পুনঃ প্রবেশ)

ও মশাই, ও মশাই, এ দিকে আসুন ; আমাকে কি চিন্তে পারেন মশাই ?

অস্ । আমাদের রাণীর পিতা !

লীয়ার । রাণীর পিতা ! রাজার দাস ;—বেজন্মা কুকুর ! ক্রীতদাস !

অস্ । আমাকে ও ব্রকম কথা বলবেন না মশাই ।

লীয়ার । বদমায়েস, আমার সঙ্গে সমান উত্তর ? (প্রহার)

অস্ । আমার গায়ে হাত দেবেন না মশাই ।

কেণ্ট । যাও তোমার পা ধরে উলটে ছেঁবে না ? (উণ্টাইয়া দেওন)

লীয়ার । খুব কাজ করেছ, তোমার আমি যত্নে রাখিব ।

কেণ্ট । উঠে আস্তে আস্তে পালাও, চাকরে মনিবে কত তফাত, তা তোকে শেখাব, পালা পালা, যদি তোব দের দডাম করে পড়তে ইচ্ছে থাকে, দাঁড়া, উঠে যা, বৃদ্ধি থাকে পালা ।

(ধাক্কা দিয়া আস্ ওয়াল্ডকে দ্রৌকরণ)

লীয়ার । বেশ করেছ, পুরস্কার গ্রহণ কর । (পুরস্কার দান)

(বয়সোর প্রবেশ)

বয়স্ । একেও দলে টানা যাক ;—এই আমার গাধার টুপি পর ।

(কেণ্টকে টুপি প্রদান)

লীয়ার । ওরে পাঞ্জি, খবর কি ?

বয়স্ । মশাই ! আপনার মাথার টুপিটা দিলেই ভাল হ'ত ।

কেণ্ট । কেন রে বোকা ?

বয়স্ । কেন ? যার অসমর তার সঙ্গে যোগ দিলেই আজকালকার কালে বোকা হয় ; জল উঁচু না বলতে পারলেই মুঞ্চিল, অমনি তাঁরা বেগ্‌ডালেন, আর তোমাকে বাইরে বসে ঠাণ্ডা ভোগ করতে হবে ; এই আমার টুপিটা নাও, এটা আপনার । ইনি ছুটি কন্যাকে তাড়িয়েছেন, আর একটি ভুলে আশীর্বাদ করে ফেলেছেন ; তুমি যদি এর সঙ্গে থাক তোমাকেও গাধার টুপি পরতে হবে—কি বল খুড়ো ? আমার যদি দুটা টুপি থাকত, আর দুটি কন্যা—

লীয়ার । কেন বাছা ?

বয়স্ক । ছুটি মেয়েকে আমার নিষয় সম্পত্তি দিবে, চুটি গাধার টুপি নিয়ে থাক্‌তুম, এই একটা টুপি নাও আর একটা তোমার মেয়ের কাছ থেকে ঞ্জিৎ করে নিও ।

লীয়ার । ওরে চাবুক ভুলে গেছি ।

বয়স্ক । অগতে সত্য বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা কুকুর ; তার গর্ভে থাকাই ভাল ; তাকে চাবুকে বার কষ্টে হবে, কিন্তু কুকুর গৃহিণী আদরের সহিত আগ্রনের কাছে থেকে গঞ্জে ভ্রবন ভাবে ।

লীয়ার । ওঃ বিষময় ! বিষময় !

বয়স্ক । খুড়ো আমি তোমাকে একটা বক্তৃতা শোনাব ।

লীয়ার । শোনাও ।

বয়স্ক । তবে ইরাদ রাখ, খুড়ো ;—

পাকে যেন বেশী বাইরে যা দেখাও,

জান বত তার চেয়ে কম কথা কও,

আছে বত তার চেয়ে কম ধার দিও,

হাঁটবার চেয়ে বেশী দূর ঘোড়ায় চেপে যেও,

শেখ বেশী বত বিশ্বাস কর আর না কর,

বাকী রেখে কম, তবে বেশী পাশা ছাড়,

বেশী তোমার থাকবে তেমন, হৃদয় চেয়ে কুড়ি যেমন ।

লীয়ার । কিছু হলোনায়ে বোকা ।

বয়স্ক । তবে ও মিনি পয়সার উকিলের বক্তৃতা হ'ল ; তুমি তো আর কি দাও নাই ; খুড়ো “কিছু না হতে” কিছু কি বার করতে পার না ?

লীয়ার । না বাছা, কঁাকা আগ্রায়ে কোন কাষ হয় না ।

বয়স্য । (কেণ্টের প্রতি) মশাই, বলি দিন ত ওর এত জমী জায়গা
আছে, তার কত খাজানা উনি পান, সবই শুনিয়া, বোকার
কথা কে বিশ্বাস করে বল । '

লীয়ার । একো বোকা ।

বয়স্য । বাছা বল দেখি একো বোকা, আর সরল বোকার ভাফাত
কি ?

লীয়ার । না বৎস ! শেখাও দেখি ।

বয়স্য । যে তোমায় শেখালে রাজা রাজত্ব ছাড়িতে,
বসাও তারে আমার পাশে, না হয় তুমিও পার বসিতে,
নিরেট বোকা আর সরল বোকা রাজা এখনি পাবে দেখিতে
একটী তার বাউল সেজে আছে এখানে,
আর একটী এই যে, সবাই পাচ্ছেন দেখিতে ।

লীয়ার । তুমি আমার বোকা ব'লছ ?

বয়স্য । বলি রাজা, আর আর খেতাব সবই ত দান করেছে, এখন
একটী বাকী আছে ।

কেণ্ট । প্রভু, এ বড় বোকা নয় ।

বয়স্য । কোথা হ'তে হবে বল ? আমীর ওমরারা কি আমার বোকা
হতে দেবে, যদি একচেটে বোকার ব্যবসা চালাই, অমনি
বড় লোকরা দোকান খুলে অংশীদার হবেন, দ্বীলোকেরাও
কম নন মশাই, তাঁরাও বোকামি পেলো ছাড়বেন না ;
যেখানে বোকা লোক সেইখানেই তাঁরা হাত বাড়ান।
খুড়ো একটী ডিম দাও দেখি বাবা, আমি তোমায় চটো
মুকুট দেবো ।

লীয়ার । কি রকম ছটো মুকুট ?

বয়স । কেন ডিমটি ছুঁখানি করে শাঁস খেয়ে ফেলবো আর তুটি দিক
তুটি মুকুট হলে, যখন তোমার রাজ মুকুটটি ছুঁখানি করে
ছজনকে দিলে, তোমাকেই কাদার উপর দিয়ে তোমার
গাধাকে বহিতে হ'ল, তোমার আর গাধার পিঠে চড়া হল
না । তোমার ঐ টেকো ঋণের খুলিতে কিছু বৃদ্ধি নেই বাবা ;
তা হলে সোণার নাথার খুলি, তোমার সেই মুকুট সেটি দান
করতে না ; যদি বোকামত কথা না হয়ে থাকে চাবুক
লাগাও ।

কখনও বোকামতের এক কমে না,
বুদ্ধিমান বোকা চলে বোকা চলে না,
তাদের সব বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে,
এখন তারা কোমর বেঁধে বোকামত দলে মিশেছে ।

লীয়ার । কতদিন হতে এত গাইয়ে হয়ে পড়েছ ।

বয়স । যে দিন হতে খুঁড়ো তোমার কতাদিগকে তোমার নাতা
ঠাক্কণ করেছ ।

এখন তাদের হাতে চাবুক দিয়ে, পিঠের কাপড় তোল তুনি,
তখন থেকে তারা স্রুণের চোটে কেঁদে অশ্রুপাত
আমিও তখন প্রাণটা ভরে গান গাই তাদের সাথ,
এমন মোদের রাজা মশাই ছেলে খেলা করে,
বোকা তখন কোমর বেঁধে চৌচিয়ে গান ধরে ।
খুঁড়ো ! বাবা একটা কাজ কর, একটা স্কলমাস্টার রাখ,
তোমার ভাঁড়কে মিথ্যে কথাটা শেখাবে, আমার
বড় মিথ্যে কথা শিখতে ইচ্ছা হয়েছে ।

লীয়ার । মিথ্যা কথা বললে চাবুক লাগাব ।

বয়স্ক । বুদ্ধতে নারলাম বাবা, তুমি আর তোমার মেয়েগুলি কোন্
খেতের, সত্য বললে তারা তো চাবুক লাগাবে, আর মিথো
বললে তুমি লাগাবে ; চুপ করে থাকলেও নিস্তার নাই ।
যা হয় একটা কিছু হব, বোকা আর বোন্‌চিনা, তা বলে
খুড়ো তোমার মত হব না, তোমার বুদ্ধ ভাগে ভাগ করেছি,
নাহে কিছু নেই বাবা ; এই নাও তোমার বুদ্ধর এক অংশ
যিনি পেয়েছেন তিনি আসছেন ।

(গনেরিলের প্রবেশ)

নীয়ার । কি মা ? কপালে কাপড় বেবেছ কেন ? বোধ হয় সম্প্রতি
কোপবশতঃ কুক্ষিতকপোল হয়েছিলে ?

বয়স্ক । তখন তোমার সময় ভাল ছিল খুড়ো যখন, মেয়ের চোক
রাঙানির তোয়াক্কা রাখতে না, এখন খুড়ো তুমি অকরাহত
শক্তি, আমিও তোমার চেয়ে ভাল, আমি তবু বোকা, তুমি
কিছুই নও । আচ্ছা, এখন চেপে যাই । (গনেরিল প্রতি)
তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ; যদিও কিছু বল নি ।

কিছু নাই বার,

দরকার বড তার

এই দেখে পালা সার । (নীয়ারের প্রতি)

গনে । শুনহ রাজন্ ; তব বয়স্ক বচন নাহি গণি—

বচনে তাহার আছে অধিকার,

আর বত সত্যসদৃ তব, দিবারান্তি বিবাহেতে রত,

সব কার্য্যে দেয় দোষ,

মর্য্যাদার নাশ করি সবে, বান বিসম্বাদে সদা রত ;

মনেতে আছিল—জানারে তোমার,

এ সবে প্রতিকার পাইব নিশ্চিত,
 তব বাক্য আর কার্য্যে সে বিশ্বাস হইয়াছে দূর ;
 এ সবে নায়ক যে তুমি, উৎসাহ দিতেছ সবে অনুমতি দানে ;
 অত্মরূপভাব হ'লে তব, শক্তি সবেপেত সমুচিত—যুচি তজ্জ্ঞান ;
 রাজ্যের শুভাশুভ গণি প্রতিকার উচিত ইহার,
 হই যদি দোষের ভাজন, স্বজ্ঞানরক্ষা হেতু কার্য্য করিব নিশ্চিত ।

বয়স্ক । খুড়ো, এ সব তোমায় জটিল বাবা !
 কাকের বাসাতে থেকে কোকিল বাড়িল,
 বড় হয়ে কোকিল ভায়া কাকে তাড়াইল ।
 খুড়ো বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সব আশা ভরসা ফুকলো,
 এইবার বাবা শুখোবার পালা ।

লীয়ার । তুই কিরে তনয়া আমার ?

গনে । হিম্ব হন মশাই, আপনার পূর্বে যেরূপ সদ্‌বুদ্ধি ছিল, সেইরূপ
 বুদ্ধির সহিত কাব করুন ; সম্প্রতি যে বুদ্ধি ধরেছেন তা
 ছেড়ে দিন ।

বয়স্ক । আচ্ছা, যখন গাড়ী ঘোড়া টানে, তখন পাখা কি কিছু টের
 পায় না ? হেটু বাবা হেটু ।

লীয়ার । বলতে পার আমি কে ? কেন আমি আর লীয়ার নই ;
 লীয়ারের চলন কি এইরূপ ? ভাষা কি এইরূপ ? সে
 আজ চক্ষুবিহীন । জ্ঞান গোপ পেয়েছে, না হয় ত বিবেচনা-
 শক্তি নষ্ট হ'য়েছে ; আমি জাগ্রত না নিদ্রিত । আহা ! এমন
 হতে পারে না ।—কে আমার বলতে পারে, আমি কে ?

বয়স্ক । রাজা লীয়ারের ছাত্রানাত্র, আর কিছু নয় ।

লীয়ার । আমি জানতে চাই, আমার রাজচিহ্নের বলে, বুদ্ধি কিবা

জ্ঞানে অহুত হইবে, রাজা লীয়ার এবং আমার কল্যাণ আছে,
কিন্তু সম্প্রতি যে অসৎ ব্যবহার পেরেছি, তাতে ত কিছুই
বিশ্বাস হয় না ।

বরদা । তারা এখন বাপের চাষাকে আক্রমণ করিতে চায় ।

লীয়ার । ভদ্রে ! তোমার নাম ?

গনে । তুমি রাজন ! বিশ্বয়ে তোমার—মনে হয়

অজ্ঞাত চাতুরীর সম, এ খেলাও খেলিছ নূতন ।

প্রার্থনা আমার, অতিপ্রায় বুঝি নিশ্চিত,

এ বৃদ্ধবয়সে জানী হওয়া উচিত তোমার ;

শত সভাসদ আদি রেখেছ ধোয়ার,

অসংযমী, অত্যাচারী, উদ্ধত সকলে

রাজবাটী করিয়াছে—অদ্বৈত ব্যাভারে শৌণ্ডিকালয় ;

কামাচারী বিলাসী সকলে, এ রম্য ভবন মোর

করিয়াছে আড্ডা কিবা নটীর আলয় ;

লজ্জা চায় প্রতিকার এইক্ষণে,

বাক্য মম রাখহ রাজন, বাচি আমি, নহে স্বহস্তে ছেদিব বাধা;

সংখ্যায় করহ নূন দলবল তব, তবে যারা কার্য্য তারা

করিবে বুঝি—তোমার বার্ক্য মত ।

লীয়ার । কি পাপ ! অশ্রম কর সুসজ্জিত, ডাক সভাসদগণে,

অতি নীচ—মম কল্যাণে কলপিও নও,

আমা হ'তে আর ক্লেশ হইবে না তোমার,

এখনও আছে এক তনয়া আমার ।

গনে । মম ভৃত্যে করহ প্রহার ;

অত্যাচারী দলবল তব প্রভু খাটার তাদেব উপর !

(এল্‌বেনির প্রবেশ)

লীয়ার । হতভাগ্য সেই, অমৃত্যু করে যে পশ্চাতে ।

(এল্‌বেনির প্রতি)

আসিয়ায় মহাশয়, তব অতিমত প্রস্তাব ইহার,
 শুন কথা—অথ কর সুসজ্জিত ;
 কৃতরতা !—তুই পিশাচী পাবাণী ! আরও ভয়ঙ্কর
 কুৎসিত আকার সন্তানে স্বপ্ন তোর হয় আবির্ভাব ;
 সামুদ্রিক জন্তু তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ।

এল্‌ । শাও হোন মহারাজ !

লীয়ার । ঘণিতা গৃধ্রিণী ! বিতথভামিণী তুই ;
 সঙ্গী সব মম মানবের অঙ্গগণ্য,
 জানে তারা কার্য্য বিধমতে,
 প্রতি কার্য্যে সধ্যাদা রাখিছে নিরত ;
 অতি ক্ষুদ্র অপরাধ কড়িলিয়ার ধরেছিল কুৎসিত আকার,
 বহুলায় তার স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটিল, ভালবাসা কার দূর ।
 লীয়ার ! লীয়ার ! লীয়ার !
 আঘাত হানহ শিরে, হেন নিকরুন্ধিরে স্থান নৈল যেই,

(মৃত্যুকে আঘাত করিয়া)

বিবেচনা করি দূর ; যাও, যাও সবে ।

এল্‌ । মহারাজ আমি নিরোষী, আপনার ক্রোধের কারণ কিছুই
 অবগত নই ।

লীয়ার । হাতে পারে জান না সকলি,
 শুন শুনহ প্রকৃতি ! পুজ্যা নেবি শুন মোর বাণী,

রোধ কর অতি প্রায় তব সস্থানের ভার যদি লিখে থাকি ভালে,
 বক্ষাভাব প্রদান করি, শুধু কর উৎপাদিকা শক্তি সমুদয় :
 দ্রুপিত শরীর হইতে, না প্রসবে সস্থান যেমন
 বাড়াইতে মান ওর জননী বলিয়া ;
 সস্থান জনম যদি না পার রোধিতে,
 কুমস্থানে দাও হান গর্ভেতে উদ্ধার,
 জীবিত থাকিয়ে মাতৃভক্তি দিয়ে জলাঞ্জলি
 কাঁদায় উছারে দিব্যপ্রতি, যৌবন কপোলে বেন কালিমা মাথায়,
 দিব্যানিশি অশ্রুপাতে শুদ্ধ হয় বদন লাগিমা ।
 মাতৃ ক্লেশ বহু স্নেহ আদি হয় ঘৃণা হয় যেন সবাকার কাছে ;
 অলুভূত হয় যেন ওর আশীষিষ ভীরতর দংশনের সম
 দংশয়ে অস্তরে কৃতঘ্নতা ছীন সস্থান ঘাহার ।
 যাই যাই— [প্রস্থান ।

এন্। হায় ভগবান ! কোথা হতে ঘটিল এ সব ।
 গনে। কি কাজ জানিয়া তব কারণ ইহার ?
 বাক্কিকোর ক্রোধ, ক্রোধেতেই হবে জীন ।

(লীয়ারের পুনঃ প্রবেশ)

লীয়ার । এক কথা আমার পকাশজন সভাসদ তাড়ালে ?
 এক পক্ষও গেল না ।

এন্। কি হয়েছে মহারাজ !

লীয়ার । শুনিবে সকলি, জীবন—মরণ, লক্ষ্য হয় চিন্তায় আমার,
 (গনেরিলের প্রতি)

মহাশয় কুকিত আজি তোমার প্রতাপে !

তপ্ত অশ্রু মম, গুণ বহি পড়িছে নিরন্ত ছীন তনয় কারণে ।

কুজাটিকা ঢাকুক তোমায় ।

পিতৃশোক-রাশি বিদ্ধ করে অমুভব শক্তি তোয়,

ভস্ম হোক তাহে ।

বার্ককেয়র নয়ন যুগল ! শোক কর ইহার কারণে ।

উখাড়ি নয়ন তোমা দিব বিসর্জন,

নিক্ষেপিব তোমা, নিঃসৃত স্নিগ্ধে সিক্ত করিতে কর্দ্দম ।

হায় ! এই কি ঘটিল অবশেষে ?

হয় হউক, এখনও আছে এক তনয়া আমার,

করুণা আধার সেই শান্তি-প্রদায়িনী ;

শুনিলে কাহিনী তব, নখাঘাতে

খণ্ড খণ্ড করিবেক বাণিজ্য সম তোয় বিকৃত বদন ।

দেখিবে তখন, পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি পূর্বাঙ্কুরিত মোর,

তব বিবেচনা মত চিরতরে হারায়োছি বাহা—

দেখিবে তখন, নিশ্চিত বচন মোর ।

[লীয়ার, কেণ্ট ও অমুচরবর্গের প্রস্থান ।

গনে । শুনিলে সকলি ?

এল । প্রেম মম সমধিক তব প্রতি,

কিন্তু হেন গজপাতী নারিব হইতে, গনেন্দ্রিল ।

গনে । প্রার্থনা আমার কাস্ত হও,—

অসুওরাল্ড ! কোথা ?

(বয়স্কের প্রতি) কি মশাই যে, তুমি বোকার চেয়ে পাণ্ডী

বংশী—অভূর সাধী ।

বয়স্ক । লীয়ার খুড়ো, লীয়ার খুড়ো, একটু দাঁড়াও বাবা, তোমার
রক্তকে স্নেহ নাও ।

যখন কেউ শিয়াল ধরে, আর এমন মেয়ে থাকে যারে,
ঠিক সে কাঁসী কাঠে চড়ে ;
আমার টুপির বদল দিয়ে ফাঁসদড়িটা মিলে পরে ;
আর এগ্নি করে পড় সরে । [প্রস্থান ।

গনে । এ লোকটার বুদ্ধি আছে ;—একশত সভাসদ ! এদের
অস্থশস্ত্রে সুসজ্জিত রাখা কেবল নিরাপদের জন্ত ; কোশল
মাত্র, একশত সভাসদ ! হয় ত একটা স্থপতি, অনরক মিথ্যা
অহুমান, সামান্য মনোভঙ্গ, একটু কিছু হ'লেই, অমনি
বুদ্ধ ওদের কমতা বলে আপনাকে রক্ষা করবে, আর
আমাদের জীবনও ওর দয়ার উগর নির্ভর করবে । অসুওয়াল্ড !
কৈ—

এল । তুমি বড় বেশী ভয় কচ্ছ ।

গনে । এতদূর বিশ্বাসের চেয়ে, নিরাপদে থাকা ভাল । আমি
যাতে ভয় পাচ্ছি, তার প্রতিবিধান করতে দাও ; আমি
ভয় আর রাগচিনি । তাঁর মন আমি ভালরকম জানি ।
তিনি যা বলেন, তা আমি সবই আমার ভয়কে লিখে
পাঠিয়েছি । আমি যখন যুক্তিসঙ্গত নয় বলে প্রকাশ করে
দিয়েছি, তখন সে কিছুতেই তাঁকে, তাঁর শত সভাসদগণের
সহিত জ্ঞান দেবে না । কৈ, অসুওয়াল্ড এখনও এল না ।

(অসুওয়াল্ডের প্রবেশ)

তুমি সে চিঠিখানি কি আমার ভয়কে লিখে পাঠিয়েছ ?

অসু । হাঁ দেবী !

গনে । কতিপয় অশুচরের সহিত সত্তর অশ্বারোহণে আমার ভয়ীর
নিকট পৌছে, তাঁকে আমার ভয়ের বিবরণ বিশেষ করে

বল, আর তার সঙ্গে তুমিও যুক্তিমত যা বলবার বল, যাতে
আরও দৃঢ় হয়। যাও, আর শীঘ্র ফিরে এস।

[প্রস্থান।]

না, না, প্রভু! যদিও আমি নিন্দা করি না, তোনার এ
প্রকার সৌজন্যতা ও কোমল আচরণ কিন্তু উপযুক্ত নয়।
নির্দোষ নম্রতার জন্য তুমি যেরূপ প্রশংসিত, জ্ঞানের অভাব
প্রযুক্ত তদপেক্ষা তোনার অধিক তিরস্কৃত হওয়া উচিত।

এল। কতদূর দৃষ্টি তব না পারি বলিতে,
কুশল বিনাশি মোরা স্তব্ধ লভিতে।

গনে। না,—তবে—

এস। দেখা যাক, কি ফল ফলে।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম গর্তাঙ্ক।

সভাগৃহ।

(লীয়ার, কেন্ট ও বরেন্সের প্রবেশ)

লীয়ার। তুমি শীঘ্র করে এই পত্রখানি মেষ্টারের অধিপতির নিকট লয়ে
যাও, আমার কন্ঠ্যকে তোমার কোন কথা বলবার আবশ্যক
নাই, তবে পত্র পড়ে যদি কোন কথা দ্বিজ্ঞাসা করে জবাব
দিও, যদি শীঘ্র না যেতে পার, আমি তোমার অগ্রে গিয়ে
পৌছাব।

কেন্ট। প্রভু, আপনার পত্র বতকণ না যথাস্থানে প্রদান করতে পারি,
ততকণ নিদ্রা বাব না। [প্রস্থান।]

বয়স্ক । খুড়ো, যদি কারও মস্তিষ্ক পারের গোড়ালিতে থাকত, তা হ'লে
মস্তিষ্কে আশ্রয়িত জন্মাত কি না বল দেখি ?

লীয়ার । তা বাপু ।

বয়স্ক । ছুটি কর, তোমার বুদ্ধি ঢাকা পড়েছে ।

লীয়ার । হাঃ হাঃ হাঃ ।

বয়স্ক । তোমার অল্প কল্পটিও এই রকমই ব্যবহার করেন, তোমার
এ মেয়েটী নোনা, আর উটি আতা, বা মুখে অসে তাই বলে
ফেলি ।

লীয়ার । কি বলছ বাপু ।

বয়স্ক । দুইজনেই এক ছোটে ঢালা ; খুড়ো বলতে পার মুখের মাঝে
কেন নাক আছে ?

লীয়ার । না ।

বয়স্ক । কেন, নাকের হুধারে ছুটি চোক থাকবার জন্য, মানুষ যা না
দেখতে পারে তা গন্ধে জেনে নেবে ।

লীয়ার । আমি তার প্রতি কুব্যবহার করেছি,—

বয়স্ক । আচ্ছা বল দেখি কিছুকি ক'রে গায়ের খোলা তৈরি করে ?

লীয়ার । না ।

বয়স্ক । আমিও পারি না ; কিন্তু আমি বলতে পারি, মানুষের খোলা
কেন আছে ।

লীয়ার । কেন ?

বয়স্ক । কেন, মগা রাখবার জন্য, মানুষ এত বোকা নয় যে, খোলাটী
মেয়েদিগকে দিয়ে নিজের মাথা রাখবার জায়গা পাবে না ।

লীয়ার । আমার কি সত্যবের বিকৃতি হবে। একপ দয়ালু পিতা !—
আমার খোঁড়া প্রস্তুত হয়েছে ?

বয়সা । তোমার গাথা চাকরগুলি সে কাজে গেছে । সাততাই চাপা
সাতটীর বেশী নয় কেন ? বড় মজার কথা ।

লীয়ার । আটটা নয় বলে ।

বয়সা । হাঁ, ঠিক বলেছ, তুমিও একটী পাকা বিদ্বৎ হবে ।

লীয়ার । প্রতিগ্রহণ !—বিষম অকৃতকতা ।

বয়সা । খুড়ো তুমি যদি আমার বয়স হ'তে, তা হ'লে এত অল্প বয়সে
বুড়ো হয়েছ বলে তোমাকে টাবুক লাগাতুম ।

লীয়ার । কি রকম ?

বয়সা । জ্ঞান জন্মাবার আগে তোমার বড় হওয়াটা ভাল হয় নাই ।

লীয়ার । ওঃ আমার পাগল ক'রো না, ভগবান ! শাস্তি দাও, স্বভাবক
রক্ষা কর, উন্মাদ হ'তে সাধ নাই ।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

অশ্ব প্রস্তুত কি ?

ভদ্র । প্রস্তুত মহারাজ !

লীয়ার । এস হে ।

বয়সা । কুমারী সব হাঁসছো বড় বাচ্ছি আমি দেখে,
চিরকুমারী থাকবে নাক কালে যদি রাখে ;

[প্রস্থান ।





দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

মঠারের দুর্গ-কক্ষ ।

(এড্‌মণ্ড ও কিউরানের পরস্পর সাক্ষাৎ)

এড । কল্যাণ হোক ।

কিউ । মহাপ্রবলের আবিষ্কার হোক । আপনার পিতার সহিত আমি সাক্ষাৎ করেছি । কর্ণওয়াল আধিপতি ও তাঁহার পত্নী রীগান, যাত্রা তাঁর বাটিতে অবস্থান করবেন, সে বিষয় জ্ঞাপন করেছি ।

এড । এত কেন ?

কিউ । না মহাপ্রবর, তা জানি না ; খবর সব বোধ হয় শুনেছেন ; আমি শুধুবের কথা বলছি, লোকে প্রকৃত্তে কোন কথা কহিতে সাহস করে না ।

এড । কৈ আমি তো কিছুই শুনি নি ; কি খবর বল দেখি ?

কিউ । কর্ণওয়াল ও এলবেনির অধিপতিরয়ের পরস্পর যুদ্ধ বাধবার যোগাড় হচ্ছে ।

এড । কিছুই জানি না ।

কিউ । সময়ে সবই শুন্বেন ; বিদায় হই ।

এড । কর্ণওয়াল অধিপতি অস্ত্র রাতে এখানে আসবেন, উত্তম ! অতি উত্তম ! আমারই আশু প্রায় সিদ্ধ হবার পথ পরিষ্কার হচ্ছে ! ভ্রাতার অবরোধের জন্য পিতা প্রহরী নিযুক্ত করেছেন ; আমার একটা প্রশ্ন সমাধা করতে হবে ; সম্বন্ধে ভাগ্যাবধীন হয়ে কায করতে হবে ! ভাই একটা কথা আছে ; একবার এদিকে এস ; আমার কথা রাখ ।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

রক্ষী আছে পিতার আদেশে ; পরিত্যজ এই স্থান বচনে আমার ;
শুণ্ণস্থান তব প্রকাশ হয়েছে ;

নিশির আধারে থাকি কর পলায়ন ।

কর্ণওয়াল প্রতিকূলে, করেছিলে কোন কথা ?

অস্ত্ররাতে আসিছেন হেথা, রীগান সংহতি ।

এলবেনির সহ যুদ্ধ বাক্তি কর নাই আলোচনা ? দেখহ বিচারি ।

এড । কত্‌ কহি নাই হেন ।

এড । পিতা মম আশ্রয়ান—কম মহাশয় ।

চাতুরির ভাবে, অসি হানি তবোপরি ;

ধর অস্ত্র,—যেন রক্ষিতে আপনে, কোশল করহ, মান পরাকর ;

এস তোমা লয়ে যাই পিতার নিকট ।

আলো দাও ;—কর পলায়ন,

আলোক—আলোক—লয়ে এস হেথা । [এড্‌গারের পলায়ন ।

রক্তপাত চিহ্ন চাহি প্রতায়ের তরে ; (হস্ত রক্তাক্ত করিয়া)

ক্রীড়াচ্ছলে মনোপায়ীগণে, করে এ হাতে বিষম কাণ্ড ।

পিতা ! পিতা ! থাম ! থাম ! কেহ নাই রক্ষিতে আমায় !

(যষ্টার আলোক হস্তে ভ্রাতাগণের প্রবেশ)

যষ্টার । এড্‌মণ্ড ! কোথা সে ছুজুন ?

এড্‌ । অন্ধকারে ছিল সে দাড়ায়ে, তীক্ষ্ণ তরবারি করে,
ডাকিনীর মস্ত করি উচ্চারণ, আছবান চন্দ্রমা সহায় কারণ
ভাগ্য দেবী তার,—

যষ্টায় । গেল কোথা ?

এড্‌ । রক্তাক্ত শবীর মম দেখ মহাশয় ।

যষ্টার । গেল কোথা পাপিষ্ঠ ছুজুন ?

এড্‌ । গেছে পলাইয়ে, যবে বিফল বাসনা—

যষ্টার । অনুসর তার,—ধাত তার পিছু । [ভ্রাতাপ্রশস্তান ।

বিফল বাসনা কিনে ?

এড্‌ । বিফল বাসনা তার, প্রবৃত্তি করিতে আমায় প্রভূর নিদনে ;

কহিলু তাহার, পিতৃঘাতি শরে

হানে বজ্র দেবগণ প্রতিশোধ তরে ।

কহিলু আবার কত স্নেহের বন্ধনে

সন্তান আছয়ে বাধা পিতার সংহতি ;

শুন প্রভু ! হোঁর মন্দ অতিপ্রায় তার, কর্ণপাত নাহি করি বড়,

ধরি তরবারি করে,—আক্রমিল মোরে,

অরক্ষিত দেহে, বাহিতে করিল আঘাত ;

সত্যের বিবাদে যবে, সহস্রে সদয় উঠিল নাচিয়া,

হুয়ু আশ্রয়ান হেঙ্কি তাই, কিবা হয়ে ভীত ।

আশ্রয়ের তরে যবে ডাকিমু সবারে,
গেল পলাইয়া ।

মষ্টার । বহুদূরে যাক্ পলাইয়া ।

এ দেশে রহিলে, নিশ্চয় পড়িবে সে প্রহরীর করে ;
ধৃত হ'লে—হবে নীত ; আসে প্রভু মম উদার চরিত নরপাল
অস্ত্র রাত্রে হেথা, মম অজ্ঞাতা ;
তাহার আদেশে, জানাব সকলে
প্রশংসাভাজন হবে সেই জন,
ধৃত করি হত্যাকারী হৌক জনে আনিবে যে মোদের নিষ্ঠ ;
যে তাহারে দিবেক আশ্রয়, মৃত্যু তার সুনিশ্চয় ।

এড । হেরি দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার, রোধিবার অতি প্রায়ে,
কর্কশ ভাবায় বলিমু তাহার প্রকাশিব জুই বাহা ;
শুনি বাণী করিল উত্তর, “সম্পত্তি বিহীন নটীর তনয় !
মনে কি বিশ্বাস তব, আমি যদি হই বান্দ তব প্রতি,
তব সত্য, আর শুণে, তজ্জগি বিশ্বাস স্থাপনে,
বাক্যে, তোর করিবে প্রত্যয় ?
যদি আমি জানাই সকলে (জানাব সকলে, তুই হলে বান্দী)
তোর অভিমত আর কোশল সকলি,
আমার মরণে লাভ তোর সমধিক,
সেই লোভে আমি প্রতি এহেন আচার ;
একথার প্রত্যয় যদি না করে সমাজ, নির্বুদ্ধি সকলি ।”

মষ্টার । অতীব হুর্জন !

পক্ষে তার কি কার্য্য প্রকাশ ? পুত্র মম নহে কদাচিত ।

(ভেরী নিনাদ)

ভেরীর নিনাদ হচ্ছে ; জানিনা তাঁর আসবার কারণ কি ।
আমি সমস্ত বন্দর বন্ধ করে দেবো, বদম্যের পলাতে পারবে
না ; কর্ণওয়াল অধিপতি নিশ্চয়ই আমার এই অমুরোধ রক্ষা
করবেন । তার প্রতিকৃতি আমি স্বদেশে ও বিদেশে পাঠাব ;
সকলেই তার বিষয় জানবে । তুমি আমার অনুগত, অতএব
জারজ হলেও, আমার সম্পত্তির অধিকারী ; তোমাকে
যোগ্য করবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করব ।

(কর্ণওয়াল, রীগান্ ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

কর্ণ । উদার-চরিত বন্ধু ! সংবাদ কি ? আমি এখানে এসে বড়
অদ্ভুত খবর সব শুন্লাম ।

রীগান্ । যদি সত্য হয়, তার উপস্থল লাভ দেওয়া বড় কঠিন ।
আপনি কেমন আছেন ?

মষ্টার । রাজি ! আমার বৃদ্ধ বয়সের হৃদয় একবারে ভেঙ্গে গেছে ।

রীগান্ । আমার পিতার ধর্মপুত্র আপনার জীবন হানি করবার চেষ্টা
করেছিল ? পিতা বার নাম রেখেছিলেন, আপনার এড়গার ?

মষ্টার । রাজি ! লজ্জার আর বাক্য সরে না ।

রীগান্ । আমার পিতার অসংখ্য পার্শ্বচরগণের সহিত সে ছিল না ?

মষ্টার । তা আমি জানি না ; তবে কার্য অত্যন্ত গহিত ।

এড । হী, রাজি !

রীগান্ । তার হৃদয় যে কলুষিত হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ;
শুধাই তাকে বৃদ্ধের হত্যার জন্য উত্তেজিত করেছে, তার
বিষয় সম্পত্তি লণ্ড ডণ্ড করে ভোগ করবে বলে । অস্ত
ভগিনীর পক্ষে সমস্ত জ্ঞাত হয়ে, সাবধান হয়েছি । যদি
তারা আমার বাড়িতে আসে, আমার দেখা পাবে না ।

কর্ণ । আমারও দেখা পাবে না ; এডমণ্ড ! শুনলাম তুমি পিতার প্রতি পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করেছ ।

এড । আমার কন্তুবা পালন করেছি মাত্র ।

গিটার । ঐ তার মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করে দিয়েছে এবং তাকে ধৃত করতে নিজে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে :

কর্ণ । তার অমুসবণে লোক ঝিরেছে ?

গিটার । আগে, হাঁ প্রভু !

কর্ণ । যদি সে ধৃত হয়, তা হলে তার কাছে থেকে আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তোমার অভিপ্রায় ঠিক কর, আমার বলে অচিরে সমাপ্ত হবে। এডমণ্ড ! তোমার সঙ্গুণ, তোমার উন্নতির সাহায্য করেছে, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক ; তোমার জায় বিখ্যাসী লোকের আমাদের আবশ্যক আছে ; তোমাকে আমরা প্রথমেই গ্রহণ করলাম ।

এড । মহাশয় ! আমি আপনার কাব্য গ্রহণ করলাম ; আর কিছু না পারি, বিখ্যাসের সহিত কার্য্য করব ।

গিটার । মহাশয় ! ওর জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করছি ।

কর্ণ । তুমি জান না, কেন তোমার নিকট আমরা এসেছি, —

লীগান্ । একগুণ অসময়ে, অন্ধকার রাত্রিতে, সদাশয় গিটার ! কোন আবশ্যকীয় বিষয়ে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে এসেছি । আমাদের পিতা এবং ভগ্নী উভয়েই, পরস্পর মনোবিবাদের বিষয় পত্রে লিখেছেন । আমরা বাটী হতে অমুপস্থিত হয়ে উক্তর প্রদান করছি । পরস্পরের দূতগণ সমাচার বহন করবে । আমাদের সদাশয় বৃদ্ধ বৃদ্ধ ! হৃদয়ে আনন্দ অমুভব

কর, এবং আমাদের কার্যে তোমার পরামর্শ দাও, যাঁহা কার্যে পরিণত করতে পারি ।

মষ্টার । আমি আপনাদের সেবার জন্যই নিযুক্ত । আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করছি । [প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মষ্টার ভূগ ।

(কেণ্ট এবং অস্‌ওয়াল্ডের দুই দিক চটতে প্রবেশ)

অস্‌ । নমস্কার বন্ধু ! তুমি এট বাটাতে থাক ?

কেণ্ট । হাঁ ।

অস্‌ । আমাদের ঘোড়া কোথায় রাখি ?

কেণ্ট । কাদায় ।

অস্‌ । যদি আমার উপর টান থাকে শীঘ্র করে বল ।

কেণ্ট । তোমার উপর আমার টান নেই ।

অস্‌ । তবে আমি তোমার তোয়াক্কা রাখি না ।

কেণ্ট । যদি তোমার দারোগার খোঁয়াড়ে পেতুম আমার তোয়াক্কা রাখতে হত ।

অস্‌ । আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করচ ? আমি তো তোমা-
র চিনি না ।

কেণ্ট । ওরে আমি তোকে চিনি ।

অস্‌ । আমাকে কি বলেচেন ?

কেণ্ট । একটা পাকী, বদ, অহলচাকা, ছোটলোক, দেমাকে,
লক্ষীছাকা, জাঁকে না তবানী, বহরপী, কোতো বাবু,

ট্যানাপরা, পাজী, ভেতো, মামলাবাজ, ঝাঁকার কার্তিক, অষ্টধাতু, বারকড়াই, ভেড়ুয়াকা বাচ্ছা, রমণ দূত, বেটাকে চাবকে লাল কোরে দেবো, যদি বেটা এর একটীও খেতাব অস্বীকার করে।

অস্। কি ভয়ঙ্কর লোক। আমার সঙ্গে চেনা নেই শোনা নেই আমাকে গালাগালি দিচ্ছে।

কেণ্ট। নির্লজ্জ গোলাম। তুই আমার চিনিম্ না? এই ছুদিন আগে রাজার সামনে তোকে পা ধোরে উলটে দিয়েছি, মেরেছি, খোল তলোয়ার খোল, যদিও রাজি তথাপি ঠাদের আলো আছে, আমি তোকে মেরে পস্তা উড়িয়ে দেবো; বেটা নীচ অসভ্য জারজ! খোল, তলোয়ার খোল।

অস্। যাও তোমার সঙ্গে আমার কোন দরকার নাট।

কেণ্ট। খোল পাজী তলোয়ার খোল; তুই বেটা রাজার বিরুদ্ধে চিঠি এনেছিল; তুই বেটা উলুখাগড়া, রাজার বিরুদ্ধে লেগেছিল; খোল তলোয়ার খোল, তোমার পাজীর তলোয়ারের পোঁচা দেবো; খোল, আর, বেটা আর।

অস্। বাবারে,—মারে’—খুন করলেৱে।

কেণ্ট। মারনা, বেটা মারনা; দাঁড়া, পাজী দাঁড়া মারনা বেটা, বাবু খানসামা, মার।

অস্। কে কোথায় আছ! খুন করে খুন করে!

(এড্‌মণ্ড, কর্ণওয়াল, রীগান, মষ্টার ও অফিসারবর্ণের প্রবেশ)

এড্। কিহে? কি খবর? সংএর পুতুল।

কেণ্ট। এস তোমার সঙ্গেই লেগে বাই; লাহসী ছোক্রা, ইচ্ছে হয় তো এস, হু এক ঘা খেয়ে যাও; এস ছোক্রা বাবু।

মষ্টার। অস্ত্র ! তলোয়ার ! ব্যাপার খানা কি ?

কর্ণ। খাম, প্রাণ দণ্ড হবে, যে পুনরায় অস্ত্র চালাবে তার প্রাণদণ্ড হবে ; কি হয়েছে ?

রীগান্। আমাদের ভগ্নী ও রাজার নিকট হতে এই দৃতবর এসেছে।

কর্ণ। তোমাদের বিবাদের কারণ কি বল।

অনু। আমার খাসরুদ্ধ হয়ে গেছে প্রভু।

কেণ্ট। তার আর আশ্চর্য্য কি ; তোর সাহসের দোড় খুবই দেখিয়েছিল ; পাণ্ডী ভীত, তুই কখনও স্বভাবজাত ন'স ; দরজিতে তাকে বানিয়েছে।

কর্ণ। তুমি পাগল না কি ? দরজিতে কখনও মানুষের সৃষ্টি করতে পারে ?

কেণ্ট। হাঁ মহাশয় ! নূতন ভাঙ্গর কিবা চিত্রকরও ওকে এত খারাপ করে বানাত না।

কর্ণ। বল, তোমাদের বিবাদের সূত্রপাত কি ?

অনু। পুরোণো পানী ! মশাই ; ওর জীবন আমি রক্ষা করেছি—

কেণ্ট। আরজ বেটা ! বেটা বাঁধে শ্রুতি ; নামকাটা দেপাই ; প্রভু, যদি অহুমতি দেন, আমি এই পাণ্ডীটাকে মেরে কাদা ক'রে ফেলি।

কর্ণ। আন্তে আহ্নন, পশু ! তুমি মান মর্যাদা জাননা ?

কেণ্ট। জানি মশাই, রাগের কথা ধর্তব্য নয়।

কর্ণ। এত রাগ হ'ল কিসে ?

কেণ্ট। এই ক্রীতদাস তলোয়ার ধরেছে, ওর দপরে সন্ততা নেই ; এই বকম দস্তখানী পাণ্ডী হলো ধর্ম রক্ষার অতি কঠোর

বন্ধনও কেটে ফেলে ; ইহাদের প্রভুর রাগের সময়, আরও বাক্যের দ্বারা রাগ বাড়িয়ে দেয়, আগুনে তেল ঢেলে দেয়, তাদের ক্রুদ্ধরাগ আরও বাড়িয়ে ওদের প্রভুদের যখন বেরূপ ভাবের উদ্ভব হয়, সেই ভাবেই ওরা সায় দেয়, যেন কিছু বোঝেনা ; কেবল কুকুরের ন্যায় অস্থবর্তী ।—তোমার ঐ ভেংচান মুখে মড়ক ধরুক—আমার কথার ইস্‌মুছ বেটা ? যেন আমি একটা গাধা ; বেটী পাতিহাঁস যদি খানার ধারে পেতুম, তাহলে প্যাকপ্যাকিয়ে মইঠে তাড়াতুম্ ।

কর্ণ । বুড়ো, তুমি কি পাগল হয়েছ ? বিবাদের কারণ কি বল ।

কেণ্ট । ওতে আর আমাতে কোন বিবাদ, দুই বিপরীত স্বভাবেও তেমন হয় না ।

কর্ণ । তুমি ওকে পাগল কেন বলছ ? ওর অপরাধ কি ?

কেণ্ট । ওর আমি মুখ দেখতে পারিনা ।

কর্ণ । বোধ হয়, আমারও নয়, এরও না, ঔরও না ।

কেণ্ট । মশাই, স্পষ্ট কথা বলা আমার স্বভাব ; আমার সময়ে, আমি এখন বা দেখছি, এর চেয়েও ভাল মানুষ দেখেছি ।

কর্ণ । এ লোকটা স্পষ্ট বাদীর অন্ত গুণ্য্যতি পেয়ে, বড় কর্কশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একস্বভাব ভিন্ন ভাব ধারণ করেছে, ও খোসামোদ জানে না,—উদারহৃদয় এবং সরল,—উচিতবক্তা,—সকলেই তাই বিশ্বাস করে, অন্ততঃ সাদাসিদে বলে ধরে, এ রকম বদলোক আমি অনেক জানি, যাদের সরলতার ভিত্তর অনেক প্যাঁচ আছে ।

কেণ্ট । মহাশয় ! আমি বখাঁথ আত্মকি সত্যতার সহিত বলিতেছি

যে, মহাশয়ের ভীষণ প্রভাপে, বাহার প্রভাব দেদীপ্যমান
রবির পুরোভাগে রক্তবর্ণ চক্ৰাকারে—

কর্ণ । তোমার বাক্যের অর্থ কি ?

কেণ্ট । বাজে কথা বক্ছি ; আমার কথা ত আপনাকে ভাল লাগে
না । মশাই আমি জানি আমি খোসামুদ্রে নই ; যে আপনাকে
মিষ্ট কথায় ভোলায় সে আসল পাণ্ডী ; তজ্জন্ত আপনার
ক্রোধের ভাজন হলেও আমি তা হতে পারবনা ।

কর্ণ । তুমি ওর নিকট কি দোষ করেছ ?

অনু । আমি কোন দোষ করিনি । ওঁর প্রভু রাজা মশাই সম্প্রতি
ওঁর মুখেই নিন্দাবাদ শুনে আমাকে প্রহার করেছেন ;
উনিও তাঁর সঙ্গে ঘুটে তাঁর রাগ আরও বাড়িয়ে, আমাকে
উণ্টে কেলে দিয়েছিলেন, ফেলে দিয়ে আমাকে অপমান ও
গালাগালি করেছেন ; নিজে বড় চাল চেলে দেখালেন যে,
উনি একমন মণ্ডলোক ; রাজা ওঁকে প্রশংসা করলেন,
কিন্তু আমি নিজেই হার মেনেছিলুম ; আর এখানে, ওঁর
জীবনে প্রথম তরবারি ধরে, আমাকে আঘাত করতে
এসেছিলেন ।

কেণ্ট । এই পাণ্ডী আর ভীত লোকগুলো এমন লম্বা চোড়া কথা বলে
যে, প্রথম নম্রের বকুলেকেও হারিয়ে দেয় ।

কর্ণ । পায়ের বেড়ীটা নিয়ে এস ত । পুরোণো বহুমায়েস ।—বুড়ো
পাণ্ডী ; আমরা তোমার শিক্ষা দেবো ।

কেণ্ট । মশাই, বয়স ঢের হয়েছে ; শিক্ষার বয়স কেটে গেছে ;
আমার জন্ত আর কষ্ট করে বেড়ী আনতে হবে না ; আমি
রাজার চাকর, ওঁরই কাজে আপনার নিকট এসেছি ; তাঁর

দূতের পায়ে বেড়ী দিলে আমার প্রভুর প্রতি অসম্মান ও
ঈর্ষা দেখান হবে।

কর্ণ। বেড়ী নিয়ে এস! বিপ্রহর পর্যাপ্ত থাক, নতুবা আমার
মর্যাদার হানি হবে।

রোগান্। বিপ্রহর পর্যাপ্ত কি? রাত্রি পর্যাপ্ত; সমস্ত রাত্রি।

কর্ণ। কেন মা! আমি যদি তোমার পিতার কুকুর হতুম, এর চেয়েও
ভাল ব্যবহার কর্তে যে।

রোগান্। মশাই, তাঁর পাজী চাকর হলে এরকম কচ্চি। (বেড়ী আনয়ন)

কর্ণ। এই লোকটা, আমাদের তথ্যী যে রূপ বর্ণনা করেছে সেই
প্রকৃতির লোক, নিয়ে এস বেড়ী।

মষ্টার। মহাশয়! আমার বিশেষ অনুরোধ ও কাজ করবেন না;
ও অনেক দোষ করেছে—মহাত্মা রাজা ওর সমুচিত শাস্তি
দেবেন। আপনি যে নীচ শাস্তির বিধান করছেন, তাহা
নীচ লোক, সামান্য চোর, কিম্বা অনধিকার প্রবেশকারি-
দিগেরই উপযুক্ত; রাজা বড়ই দোষাবহ বিবেচনা করবেন
যে, তাঁর দূতকে এক্ষেপে আবদ্ধ করে তাঁর প্রতি অসম্মান
দেখান হচ্ছে।

কর্ণ। ও কথাই জবাব আমি দেবো।

রোগান্। আমার তথ্যী লোককে অপমান করেছে ও মেরেছে, এর
সাজা না হলে সে যে মন্দ ভাববে। পায়ে বেড়ী লাগাও।
(বন্ধন) আসুন প্রভু, আমরা যাই।

[কর্ণওয়াল ও রোগানের প্রস্থান।

মষ্টার। বহু, আমি তোমার জন্য বিশেষ দুঃখিত; কর্ণওয়াল অধি-
পতির ইচ্ছা, ওর স্বভাব লক্ষ্যে বিদিত আছে; ওর স্বভাব

কে উত্তেজিত করে, কিংবা তার বিরুদ্ধে যায় কাহার
সাধ্য ; আমি তোমার জন্য অনুরোধ করব।

কেণ্ট। মশাই ! অনুরোধে আর কাণ নাই, আমি অনেকক্ষণ ভেগে
আছি ও অনেকদূর ভ্রমণ করেছি, বানিকক্ষণ আমি ঘুমিয়ে
কাটাও, আর বাকী সময় শীঘ্র দিয়ে কাটিয়ে দেবো ; ভাল
মানুষের ভাগ্য নাথেকে মাঝে বিগড়ে যায়, মেরামতের
দরকার হয়। বিদায়।

লীয়ার। কণ্ডয়ালের এই দোষে বড় মন্দ হবে। [প্রস্থান।

কেণ্ট। সদাশয় রাজন্ ! আগনার ভাগ্যেই পুরাতন প্রবাদ সপ্রমাণ
হবে। ডাঙ্গায় উঠলে বাঘে আর জলে থাকলে কুমীরে খাবে।
হে রশ্মি ! একবার পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হও, আমি স্থখে
এই পত্রখানি পাঠ করে নিই। ভূঃধভারে নিপীড়িত কলে
মহুয়াভাগ্যে এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা সকল সংঘটিত হয়।
বৃষ্ণতে পাচ্ছি এই পত্রখানি কড়িলিয়ার, সৌভাগ্যবশতঃ তিনি
আমার এই ছদ্মবেশের অবস্থা অবগত হয়েছেন ; এট
গোলযোগে তিনি আমাদের তর্ভাগ্যের উপযুক্ত ঔষধ প্রদান
করবেন। বড়ই পরিশ্রান্ত। চোক জড়িয়ে আসছে।
বড়ই স্তব্ধতা, এ প্রকার স্থানত ব্যবহার আর দেখতে হবে
না। সৌভাগ্য ! বিদায়—একবার সুপ্রদয় হ'য়ো। চাকা
থানা ঘুরিও। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গুনকন ।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌ । গুনলাম আমি পলাতক আসামী বলে চতুর্দিকে প্রকাশ হয়ে
পড়েছে । বৃক্ষ-কোটরে লুকায়িত হয়ে, একবার অশ্রুস্রব
থেকে বড় নিষ্কৃতি পেয়েছি ; আমার জন্য সমুদয় বন্দরই বন্ধ
হয়ে গেছে ; এমন স্থান দেখছি না যেখানে আমায় ধরবার
জন্য চরসকল না ফিরছে ; যতক্ষণ পলায়ন সম্ভব, ততক্ষণ
লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করব ; মানব আকারে লজ্জাশ্রদ
অতি নীচ ঘৃণিত পশুর ন্যায় সজ্জায় সজ্জিত থাকব ; কদমে
বদন-আভা ঢাকিয়া, কটিদেশ কব্জলারত করিয়া, কেশরাশি
জটায় পরিণত পূরক, নগ্নদেহে, অনিল ও আকাশের
অত্যাচার অনায়াসে আলিঙ্গন করব । স্বদেশে অনেক
ভিক্ষুক দেখেছি, তারা বহুনিমিত্তে সংজ্ঞাশূন্য নগ্নবাহতে
লৌহশলাকা, কাঠকীলক, নখ, অথবা শেয়াকুল কণ্টক
বিদ্ধ করতঃ এইরূপ হুঃসাহসিক কার্য্য ওদর্শন পূর্ব্বক
শস্ত্রাগার, ক্ষুদ্র পল্লী, বস্ত্রালয়, গোশালা ইত্যাদি হইতে
কখনও বা উদ্ভূতের প্রায় অভিশাপ প্রদানে, কখনও বা
প্রার্থনার বলের সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করে । এখন থেকে
আমিও তাই,—আমিও তাই,—আর আমি সে এড্‌গার
নই ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

মষ্টারের দুর্গ সম্মুখ ।

(লীয়ার, বয়স্ক ও জটনক তত্নলোকের প্রবেশ)

লীয়ার । আশ্চর্য্য ! বাড়ী হাতে তারা চলে গেল, আমার দূতের মুখে
সংবাদ দিলে না ?

ভদ্র । আমি অবগত হ'লুম, কল্য রাত্রিতেও তাদের যাবার কোন
কথাই ছিল না ।

কেণ্ট । প্রভু ! নমস্কার ।

লীয়ার । এ কেমন ? এই লজ্জাকর অবস্থায় কীড়া ?

কেণ্ট । আজ্ঞে নী, প্রভু !

বয়স্ক । হাঃ ! হাঃ ! দেখ, দেখ, পটা মোজাবন্ধ পায়ে পরেছে ;
ধোঁড়াকে বাধতে হলে মাথায় বাধতে হয়, কুকুর কিংবা
ভালুককে বাধতে হ'লে পলায় বাধতে হয়, বাঁদরের কোমর
বাধতে হয়, আর যখন মানুষের পা বড় সড়সড় করে, তখন
তাকে পায়ে কাঠের মোজা পরতে হয় ।

লীয়ার । কে তোমার পদ না জেনে তোমার এমন অবস্থা করেছে ?

কেণ্ট । তারা দুজনেই, আপনার পুত্র কস্তা উভয়েই ।

লীয়ার । সত্য না কি ?

কেণ্ট । হাঁ ।

লীয়ার । আমি বলছি না ।

কেণ্ট । আমি বলছি হাঁ ।

লীয়ার । না না, তারা কখনই এমন কাণ্ড করবে না ।

কেণ্ট । হাঁ, তারাই কবে

লীয়ার । জুপিটারের দোহাই তারা করে নাই ।

কেণ্ট । জুনোর দোহাই তারাই করেছে ।

লীয়ার । তাদের এ কায করতে সাহস হবে না, তারা পার্কে না ; তারা কখনও করবে না ; এষে হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ ! স্বইচ্ছায় একপুণ্ড অত্যাচার ! শীঘ্র শীঘ্র আমাকে সব কথা খুলে বল ; তুমি কি এমন দোষ করেছিলে যে, তার জন্য তোমার এমন সাজা দিয়েছে, না তারা আমাদের নিকট হতে আস্চ বলে এমন সাজা দিয়েছে ।

কেণ্ট । প্রভু ! যখন তাঁহাদের বাটীতে আপনার পত্র আমি দিই এবং যখন পত্র প্রদানের সময় জামু পেতে বসে ছিলাম, আমার ওঠবার পূর্বেই তথার একজন গলদঘর্ষ, শ্বাসরুদ্ধ দূত, আমার কাগা শেষ হবার আগেই পত্র প্রদান করে, সেই পত্র পাঠে, তাহারা নিজ লোক জন সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে সব প্রস্থান করলে ; আমাকে বলে, আমাদের সঙ্গে চল, সময় মত জবাব পাবে ; আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে ; আমি এখানে,— সেই যে দুষ্টটা আসাতে আমাকে নিগ্রহ ভোগ করতে হ'ল, তাকে দেখে (সেই—সেই লোকটা যে মহারাজের সঙ্গে সমান উত্তর করেছিল) আমার সাহস অধিক হওয়ার তলোয়ার খুল্লাম, সে আর্জিনাদে বাড়ি শুদ্ধ সকলকে একত্রিত করলে, আপনার পুত্র ও কন্যা বিবেচনা করেন যে এই কাণের এই লজ্জাকর সাজাই উপযুক্ত ।

বয়স্ক । এই যদি তাদের কাজ, শীত পালারনি এখনও ।

ট্যানা পরা বাপ হ'লে, অন্ধ হবোঁ হলে,

বাপের দুঃখ জান্বে না সে কোন কালে ;
 টাকার বোঝা আছে যার, বড় ভাল ছেলে তার,
 ভাগ্যদেবী বড় নটী, খুলে দেয় না চাবি কাটি, গরীবের কপালে।
 রাজা ! তোমার মেয়েদের হাতে এতগুলি কষ্ট পাবে যে,
 শুনে কঁকতে পারবে না।

লীয়ার। আমার বায়ু রোগ কিহা হুজোগ উপস্থিত হবে ! উক প্রসারী
 দুঃখ, অধঃই তোমার আশাস। আমার এই কজা কোথায় ?

কেণ্ট। মষ্টারের সহিত এট খানেই আছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে যেও না, এই খানেই অবস্থান কর। [প্রস্থান।

ভদ্র। তুমি যা বললে তার চেয়ে আর বেশী দোষ করনি ?

কেণ্ট। একটুও না। রাজা এত অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে এলেন
 কেন ?

বরজ। একপ প্রশ্ন কর বলই তোমার পায়ে বেড়ী দিয়েছে ; তুমি
 বেড়ী পরবারই উপযুক্ত পাত্র।

কেণ্ট। কেন বরজ ?

বরজ। আমরা তোমার পিপড়ের ক্ষুধা দেব, তা হ'লে শিখবে যে,
 শীতকালে বড়ই কষ্ট করতে হয়। বাদে চক্ষু আছে, যদিচ
 তারা গন্ধ পায়, তথাপি চক্ষু ঘারাই চলে ; কেবল অন্ধেরই
 চক্ষুর কায নেই। বিশজনের মধ্যে এমন, একজনেরও
 নাক নেই যে, দুর্ভাগ্যের বদ গন্ধ না পায়। যখন বড় চাকা,
 পাহাড়ের নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, হাত ছেড়ে দাও, তা না
 হ'লে টানের চোটে তোমার ঘাড় ভাঙবে ; আর যখন
 পাহাড়ে উপর দিকে উঠবে, তোমাকে পিছে টেনে নিয়ে
 উঠুক। যখন কোন পণ্ডিত লোক এর চেয়ে ভাল শিক্ষা

দেবে, আমারটা ফিরিয়ে দিও । আমার পরামর্শ পাজীরাই
গ্রহণ করুক, কারণ এত বোকার শিক্ষা প্রদান ।

যেই নর সেবা করে লাভের আশায়
বাহিরের মাখামাখি যেন তার সবে,
বৃষ্টির সময় সেই লেজ উড়ে যায়
ঝড়ের সময় তোমা কেন্দ্রে সে পালাবে ।
বোকাই শুধু থাকে, থাকুক আমি একা,
জ্ঞানী আগে দেয় পিটানী;
পানিয়ে পাজী বনে বোকা,
সে বোকা হয় না কভু পাজীর সমান ।

কেণ্ট । বয়স্য, কোথায় এ সব শিখোঁছলেন ?

বয়স্য । আরে বোকা, পারে বেড়ী থাকলে এ সব শিক্ষা হয় না ।

(মষ্টার এবং লীয়ারের প্রবেশ)

লীয়ার । আমার সহিত বাক্যালাপ করতেও অস্বীকার করলে ; তারা
পৌড়ত ? তারা ক্রিষ্ট ? অথু রাতে তাঁরা অধিক পঘাটন
করেছেন ! প্রবঞ্চনা ! বিদ্রোহের প্রতিকৃতি ! গৃহ পরিত্যাগ !
আমার উত্তম উত্তর আন ।

মষ্টার । প্রভু ! আপনার কর্ণওয়াল অধিপতির উদ্ধত স্বভাব
অজ্ঞাত নাই ; তিনি নিম্ন অতিপ্রায় সাধনে কত দূর দৃঢ়
তাও জানেন ।

লীয়ার । প্রতিশোধ ! মহামারী ! মৃত্যু ! উদ্ধত ! কি স্বভাব ! কেন
মষ্টার, মষ্টার, আমি কর্ণওয়াল এবং তার স্বীর সহিত কথা
বার্তা কইব ।

মষ্টার । সদাশয় প্রভু, আমি তাঁহাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করেছি ।

লীয়ার। জ্ঞাত করেছ ! আমার কথা বুঝে পারছ ?

মষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, প্রভু !

লীয়ার। রাজন্ কহিবে কথা জামাতার সনে ;

জনক কহিবে কথা তনয়ার সাথে, আজ্ঞা কর উপস্থিতি তার ।

জ্ঞাত তুমি করেছ তাদের ? নিশাস, শোণিত মোর !

উদ্ধত ? উদ্ধত কণ্ঠওয়াল ? বল সেই উগ্র কণ্ঠওয়াল প্রধান—

না, তিষ্ঠ কণ্ঠকাল, হ'তে পারে অশ্রুত সে জন ;

অশ্রুত শরীর অবহেলে সেই কার্ষ্যে স্বাস্থ্যে বাহা কর্তব্য বিধান ;

নহি মোরা মোদের সমান, স্বাস্থ্যহীন প্রকৃতি যখন

শরীরের সহ নিপীড়িত করয়ে মনেরে ।

ধৈর্য্য আমি ধরিব এখন ;

অধৈর্য্যের সনে দ্বন্দ্ব এবে ঘটিছে আমার,

বাহা স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জীবে অশ্রুতবে স্বাস্থ্যবান বলি ।

ধ্বংস হোক রাজ্য মোর ! হেথা কেন আছি বসি ?

(কেণ্টের প্রাতি)

এ হেন বাত্বারে অশ্রুতবি আমি,

জানাতা আর তনয়া আমার মোর সহ খেলেছে চাতুরী !

দাসে মম কর মুক্ত, বাও,—জ্ঞাত কর,

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য আমার ;

আজ্ঞাকর আশিতে হেথায়, অশ্রুমতি করিতে শ্রবণ,

কিবা গৃহঘারে কাড়ার নিনাদে, নিদ্রাঘোরে মুছা আনি দিবে ।

মষ্টার। সম্প্রীতি, সাধ মম ।

[প্রস্থান ।

লীয়ার। হোঃ ! হোঃ ! আমি, অন্তর আমার !

উবেলিত অন্তর আমার ! হও স্থির ।

বয়স্য । কেঁদে ফেল পুড়ো, কেঁদে ফেল
 যথা কেঁদে ছিল বান মংসা রাধুনীর করে,
 যবে ঠাণ্ডা করে—ডাঙামেরে শিরে,
 বলে স্ফুড় স্ফুড় করে ঢোক বাছা ঠাণ্ডীর ভিতরে ।

(কর্ণওয়াল, রীগান্, মেষ্টার ও অমুচরগণের প্রবেশ)

লীয়ার । স্বাগত, উভয়ে !

কর্ণ । স্বাগত, প্রভু ! (কেণ্টকে মুক্তি প্রদান)

রীগান্ । প্রফুল্লিত রাজ দরশনে ।

লীয়ার । রীগান্ ! অমুমানি প্রফুল্লিতা তুমি, এ হেন ভাবের কারণ
 বিদিত সকলি ; অন্তরে আনন্দ তব না হ'লে উদয়,
 পরিত্যাগ করিতাম সমাধিষ্ট জননী তোমার অসুতী বলিরে ।
 মুক্ত তুমি ? কেণ্টের প্রতি ও বিষয়ে হস্তার্পণ করিব পশ্চাত্ত ।
 প্রিয় রীগান্ আমার ! হেয় অতি ভগিনী তোমার ;
 মারাহীন তীক্ষ্ণ দন্তধার গৃধিনীর মত বসায়ছে হেথা ।
 (বক্ষে হস্ত দিয়া)

কি বণিব তোমার নিকট নীচ প্রকৃতি তাহার,
 বর্ণনে বিশ্বাস না হবে তোমার,
 ও হোঃ—হোঃ—রীগান্ !

রীগান্ ; ধৈর্য্য ধর মহাশয়, বিশ্বাস আমার
 সঙ্গুণ তাহার, অমুভবে অক্ষম আপনি ;
 রাজ প্রতি ভক্তি তার কড়ি ছান নয় ।

লীয়ার । বল—বল ; একি কথা শুনি ?

রীগান্ । পিতৃভক্তিহীনা ভগিনী আমার মনে না বুঝার ;

শুন মহাশয় ! নিরুপায়ে রোধিয়াছে অসংখ্যমী অমুচরে তব
রাজহের মঙ্গল বিধানে ; দোষ তার ইথে নাই ।

লীয়ার । শাপগ্রস্ত হোক সেই ।

রীগান্ । বান্ধকের পারে উগনীত মহাশয়,
লভিয়াছে প্রাপ্তসীমা প্রকৃতি তোমাতে ;
বিবেচক জনে শুভাশুভ ঘটনা তোমার
তোমা হতে ভাল নতৈ পারিবে জানিতে ;
তার অনুবর্তী হওয়া উচিত সৰ্বদা ।
প্রার্থনা আমার, যাও কিরি ভগিনী সকাশে ;
দিজ দোষ করহ স্বীকার ।

লীয়ার । কমা আমি মাগিব তাহার পাশ ?
ভেবে কি দেখেছ, রাজহের শীর্ষস্থলে স্থাপিত যে জন,
তার পক্ষে উচিত কি হয় ?
প্রিয় তনয়া আমার ! আমি আমি বান্ধকের তার
অকর্ণণ্য করিয়াছে মোরে ;
নত জামু ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার । (জামু পাতিয়া)
অন্ন বস্ত্র স্থান দান করহ আমার ।

রীগান্ । থাম, থাম, মহাশয় ! চাই নাই এ হেন বচন ;
কিবা কাষ বচন কোশলে ?
নাহি সাজে হেন ; যাও কিরি ভগিনী সকাশে ।

লীয়ার । কখনই যাব না সেথায় (উখানান্তর)
অর্দ্ধ অমুচর হ্রাস করিয়াছে সেই,
হেরিয়াছে ক্রকুটী বিস্তারে,
বাক্যতার সর্প সমুৎপাদিয়াছে অন্তরে আমার ।

প্রতিবিধানিতে ত্রিদিব সঙ্কিত প্রতিহিংসা যত

হটক নিষ্কিপ্ত কৃতঘ্ন মস্তকে !

দূষিত পবন ! বহি ভীম বেগে চূর্ণ কর অস্থি তার ।

কর্ণ । হিঃ—ছিঃ—ছিঃ !

লীয়ার । তীব্রগতি ক্ষণপ্রভা, দৃষ্টি-ক্লেশ-কারী বহ্নি-শিখা তব
হান তার কুটিল নয়ন-পল্লি, বিনাশ সৌন্দর্য্য তার ;
তপন কিরণাকৃষ্ট পবলোহিতা বহি নত কর অহঙ্কার তার ।

রীগান্ । নোহাই দেবতাগণের ! ঐক্যমত শাপগ্রস্ত করিবে আমার,
মমোপরি ক্রুদ্ধ তুমি হইবে যখন ।

লীয়ার । না—না—রীগান্ আমার, শাপ তোমা নাহি দিব কভু ;
কোমল অন্তর তব কর্কশতা আধার ত নয়,
অঁখি তার ক্রোধের আগার,
নয়ন তোমার শাস্তির আধার, না করে দহন ।
স্বচ্ছন্দ বিধানে মম নাহি অযতন,
নহে ত বাঞ্ছিত তব করিবারে ক্ষীণসংখ্য সভাসদগণে,
হানিবারে বাক্যবাণ, রোধিবারে অবশেষে প্রবেশ আমার ;
কলিবারে ক্ষীণসংখ্য সভাসদগণে,
হানিবারে বাক্যবান, রোধিবারে অবশেষে প্রবেশ আমার ।
জান তুমি ভাল মতে প্রকৃতি-নিদেপ,
শৈশবের মমতা বন্ধন, শিষ্টাচার ফল,
কৃতজ্ঞতা প্রতিদান, আর অর্দ্ধ দত্ত রাজ্য মোর নহেত বিস্মৃত ।

রীগান্ । তন মহাশয় ! অভিপ্রায় করহ গোচর ।

(তরীনির্দেশ)

লীয়ার । আমার ভৃত্যের পারে কে বেড়ি দিলে ?

কর্ণ । কার ঐ ভেরীর নিনাদ ?

রীগান । ভগিনীর মোর, বিজ্ঞাপিছে আগমন তাঁর পত্রের আভাস মত ।

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

আসিয়াছে প্রভুপত্নী তব ?

লীয়ার । জীতদাস ! অল্পগামী যার হতে তার লভিয়াছে

অনায়াস-লব্ধ গর্ভ ; দূর হরে দৃষ্টিপথ হতে ।

কর্ণ । কি প্রভু ?

লীয়ার । আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিয়েছিল ? রীগান ! আশা
করি তুমি এ বিষয় জান না ? কে আসে ? হে অমরগণ !—

(গনৈরিলের প্রবেশ)

কৃপা যদি করহ স্থবিরে, সদয় শানন তুষ্ট যদি বাধ্য তায়,

প্রাচীন তোমরা যদি, সপক্ষ হইয়ে মোর দূর কর ওরে;

হও সহায় আমার ; লাজ না উপজে হেরি শুভ্র স্বপ্ন মোর ?

(গনৈরিলের প্রাতি,

হাত ধরি সদয় সম্ভাব উচিত কি রীগান তোমার ?

গনে । সম্ভাষণ না করিবে কেন ? কি দোষ আমার ?

নহে তাহা দোষ হেরে বাহ্য বিচার বিনুত জনে

কিহা বাহ্য বাক্যক্যে বাঞ্ছানে ।

লীয়ার । ছদ্ম ভঙ্গ হইবে না মোর ? পার্শ্ব মম এত কি কঠিন ?

আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিলে ?

কর্ণ । শান্তি আমি দিছি ওয়ে,

অসংযমী ওই, আরও শান্তি উচিত বিধান ।

লীয়ার । তুমি ? তুমি ?

রীগান । শুন পিতঃ ! বাক্যক্যের ভায়ে স্থবিচার মন্দ তাব তুমি ।

যাও ফিরি ভগিনী নিকট অর্ধসংখ্য অমুচর লয়ে,
 মাসাবধি করি বাস এস পুনঃ আমার সকাশে।
 গৃহ ছাড়ি ভ্রমিতেছি আমি, কোথা পাব হেথা,
 প্রয়োজন মত সামগ্রীনিচয় তোমার তোষণ তরে ?

লীয়ার ফিরে যাব উহার নিকট দূর করি পঞ্চাশং জনে ?
 না, তা হবে না ; সকল আশ্রয় ত্যজি
 নিবাসি প্রান্তরে, পবনেষু সহ বরঞ্চ করিব রণ ;
 বিপৌ উলুকের সহ বদ্ধ করিব, প্রয়োজন বিতাড়িত হবে
 অন্যোপায় কিবা দেখি আর ; যাব পুনঃ উহার সকাশে ?
 কেন, উত্তপ্ত শোণিত ফলঙ্গ নরপতি
 বরিয়াছে যৌতুকবিহীনা মোর কান্ঠা তনয়া,
 তার সিংহাসনতলে দাস সম নতজাহ্নু
 ভিক্ষা মাগি জঠর ভরিরে দেহেতে রাখিব প্রাণ, সেও ভাল ;
 যাব পুনঃ উহার সকাশে ? বরঞ্চ হইব ক্রৌতদাস,
 কিম্বা ভারবাহী হয় এই হেয় অখপালের পোষিত।

(অস্‌ওয়াল্ডকে নির্দেশ করিয়া)

গনে । যথা ইচ্ছা তব, মহাশয়।

লীয়ার । প্রার্থনা আমার করিও না বিকৃত মস্তিষ্ক মোরে,
 কোন আশা নাহি দিব তোরে ; বিদায় এক্ষণে !
 আর কভু দেখা নাহি হবে, পরস্পরে হেরিব না পুনঃ ;
 কিন্তু তুই রক্তমাংস মম,—আমার তনয়া,
 কিম্বা তুই ব্যাধি মম গাত্রে, মোর বিনা অস্ত কি কহিব ?
 বিযাক্ত শোণিত জাত দুই কত বিস্ফোটক মম তুই।
 ভিন্নকার্য করিব না তোরে ;

সময়ে হইবে মনে লজ্জার উদয় মম বাক্য বিনা ;
 বজ্রপাত হেতু ডাকিব না বজ্রদেবে,
 ন্যায়বান ভগবানে এ বারতা কতু না কহিব ;
 ভাল হও সক্ষম হইলে, সময়েতে শিখ শিষ্টাচার ;
 ধৈর্য্য আমি ধরিব নিশ্চিত ।

রীগান সংহতি বাস মম শত অমুচর সহ ।

রীগান । কিরূপে সম্ভবে ? নহেত সময় এবে ?
 আর তব অভ্যর্থনা তরে নহেত প্রস্তুত ? ধর ভগিনীবচন ;
 চাহে যারা সংযোজিতে যুক্তি সনে কোপ তাব তব,
 বার্ত্তিকোর দোষে তারা কষ্ট না হইবে ।
 ভগিনী আমার নিজকাণ্ড জানে ভালমতে ।

লীয়ার । উপযুক্ত বাক্য কি তোমার ?

রীগান । নিশ্চয় বলিতে পারি, কি, পকাশ্য অমুচর নহে কি পর্যাণ্ড ?
 আদিকোর কিবা প্রয়োজন ? কেনই বা এতগুলি ?
 বিপদ রক্ষণ ভার যুক্তি পায় সংখ্যা যুক্তি সনে ;
 কেমনেতে একগৃহে বিভিন্ন অধীনে
 এত সংখ্যা রহিবে সম্ভবে ? অতি স্মৃষ্টিন, অসম্ভব ইহা ।

গনে । সেবিত্তে তোমাতে পারে না কি প্রভু,
 মম কিবা ভগিনীর অমুচরগণে ?
 কিবা আবশ্যক তব অন্য অমুচরে ?

রীগান । কার্য্যে ত্রুটি করে যদি জ্ঞান, আমরা শাসিব ।
 অবস্থান বাহ্য যদি আমার আলয়ে,
 (অধুক্ত বিপদ আশঙ্কা এবে), [হান হেণা ।
 পক্ষবিৎ অমুচর সহ এস তুমি ; সংখ্যার অধিকতর নাহি

লীয়ার । দিগ্ভাতি সকলি—

রীগান । সময়েতে বৃক্ষমত কাণ্ডা করিয়াছ ।

লীয়ার । ছিল নির্দ্বারিত, অমৃতব শত লয়ে বাস দোতার নিগম ;

পক্ষাবংশতি লহয়ে তোমার আলয়ে কি হেতু বাইব রীগান ?

কি রূপে কহিলে হেন কল্পা ?

রীগান । বালি আমি পুনর্বার ; অধিক আনিলে স্থান নাহি দিব ।

লীয়ার । দ্রষ্টাশয়গণে শ্রেয় বলি হয় স্থান অন্য পাপাচারীগণে হেঁচি :

মন্দের চরমসীমা গত নহে বলি, বরঞ্চ প্রশংসাতীর্ণ ।

(গণেরিল প্রতি) তবু বাস তোমার সকাশে ;

পঞ্চাশৎ বথা পঞ্চ বিংশতি দ্বিগুণ,

সেই অমুসারে স্নেহ তব দ্বিগুণ উহার ।

গনে । শুন মহাশয় !

কিবা কায তথা পঞ্চবিংশতি অথবা দশ পাঁচ অমুচরে,

বথা দ্বিগুণ সংখ্যার সদা তব আজ্ঞাধীন ?

রীগান । একজনেও নাহি দেখি কায ।

লীয়ার । প্রয়োজন বৃক্তি নাহি গণে,

অধম ভিক্ষুকজনে সামান্ত দ্রব্যোও স্পৃহাতুল ।

অভাবের অভাব মোচন মাত্র হলে,

পশু সম মানবের জীবন হইত ।

নারী তুমি, শীত নিবারণ যদি উদ্দেশ্য হইত,

কিবা কায বস্ত্র আড়ম্বরে, যাহে নহে শীত নিবারণ ?

কিন্তু ভ্রাব্য প্রয়োজন ভরে,—

দেব ধৈর্য্য লাও মোরে, ধৈর্য্য আমি মানি তব কাছে !

হেরিতেছ হেথা আমি নিঃসহন অভাগা স্ববির,

তা'র আর বয়ঃপূর্ণ মোর, অবজ্ঞাত উভয়েরই তরে !
 থাক যদি করে উত্তেজিত তনয়া অন্তর পিতার বিরুদ্ধে,
 শিখাওনা মোবে নম্রভাবে বহন করিতে ;
 জায় ক্রোধ অন্তরে এম ; স্ত্রীলোক সম্বল-অঙ্গ অশ্রুজল
 কলঙ্কিত নাতি করে যেন মানব কপোল মোর !
 না, বিকটা ডাকিনী তোরা,
 মানিব এ ছেন পশুচিংসা উভয়ের পরে,
 যাতে দ্বিভুবন—করিব একপ—কি করিব জানি না যে তাহা,
 কিন্তু ভীতি উৎপাদক তাহা হবে অবনির ।
 ভেবেছ কি করিব ক্রন্দন ? না, আর না কাঁদিব,
 ক্রন্দন কারণ আছে বহুতর ;
 শতদা হইবে অশ্রুত আনার কিম্বা অশ্রু বাহিরিবে ।
 ওঃ প্রিয় বয়স্ক আনার, উগ্র হৃদয় বৃদ্ধি উপজয় !
 (লীয়ার, গম্ভীর, কেট ও বয়স্কের প্রস্থান)

কর্ণ । চল ঘাই, বড় আসছে ।

(দূরে কটিকা নিনাদ)

রীগান । ক্ষুদ্র এ প্রাসাদ ; অশ্রুচর সহ বৃদ্ধ কেমনে রহিলে ?
 গনে । নিজদোষে ঘটছে সকলি ;
 স্ব-ইচ্ছায় বিরাম বর্জিত, ফল তার অবশ্য ভুঞ্জিবে ।
 রীগান । আহানি সাগ্রহে ওঁরে, এক অশ্রুচরে কিন্তু নাহি দিব স্থান ।
 গনে । সেইমত মম অভিপ্রায় । গম্ভীরের অধিপতি কোথা ?
 কর্ণ । গিয়াছে সে বৃদ্ধের সংহতি ; আসিতেছে ঐ ।

(গম্ভীরের পুনঃ প্রবেশ)

গম্ভীর । যোবানিত মহাঃশ্রম অতি ।

কর্ণ । কোথায় গমন তাঁর ?

মঠার । আদেশিল অশ্ব আনয়নে ; কোথা যাবে কেমনে জানিব ?

কর্ণ । যথা ইচ্ছা করুক সে মত ; স্বইচ্ছায় কার্য্য তার ।

গনে । রহিবার অমুরোধে নাহি আবশ্যক ।

মঠার । আহা, অতি উঃখ কর !

নিশির তিমির আবরিঙ্ক চারিদিক, শীতবায় বহে ভীমরবে,
বচদরে নাহি শুন্ম এক লইতে আশ্রয় তলে ।

রৌগান । কথার অবাধ্য যারা,

স্বৈচ্ছায় আনিত স্বীয় অপরাধ কল, শিক্ষক তাদের ।

রুদ্ধ রাগ হার, ভয়কর লঙ্গী সবে তার,

চুট মন্তণা প্রদানি, কি জানি কখন বন্ধেরে করিবে কষ্ট ;

বিবেচনা পলাইবে ডরে ।

কর্ণ । মহাশয় আপনি হার রুদ্ধ করুন, অতি দুঃখিণী ;

রৌগান । ঠিকই বলেছ । চলুন বড় থেকে চলে যাই ।

(প্রস্থান)





তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

উষর ।

(ঝটিকানিনাদ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত)

কেণ্ট এবং জনৈক ভদ্রলোকের পরস্পর সাক্ষাৎ ।

কেণ্ট । এষ্ট ঝড়বাতের আর কে সঙ্গী হতে পারে ?

ভদ্র । যার মন ঝড়ের মত অস্থির ।

কেণ্ট । মহাশয়কে পরিচিত বোধ হচ্ছে ; মহারাজ কোথায় বলতে পারেন ?

ভদ্র । মহারাজ এখন চুট পখনের সহিত বৃদ্ধ করছেন । তিনি এখন পখনকে, ধরাখানি সমুদ্রজলে উড়িয়ে ফেলতে, আর জলরাশি ধারা এ ভূখণ্ডটিকে ডুবিয়ে দিতে, আদেশ করছেন । তাঁর ইচ্ছা যে, হয় প্রায় উপস্থিত হয়ে সমস্ত একেবারে ধ্বংস করত, নয় জলপ্লাবনে সমস্তরই একটা পরিবর্তন হ'ক । ভদ্র বেশরাশি ছিন্ন ভিন্ন করছেন ; বেশগুলিকে প্রবলবায়ু নিষ্ফল ক্রোধভরে সবেগে উড়ছে ; যেন সেগুলি অতি দুচ্ছ ।

জগতের প্রতিকৃতিস্বরূপ স্বীয় মানব-শরীরে ঝড়-বৃষ্টি তুলু
জ্ঞান করছেন। অত্যাশ্রিত সন্তান-শোষিত-স্তন তন্নুকোণ
নিজগর্ভে বাস করেছে আর সিংহও ক্ষুধার্ত দ্বিপী তাহাদের
লোম গর্ভনধ্যে শুক রাখছে। তিনি সবই তাক্সিলা করে
নয়শিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জীবনে একেবারে হতাশ
হয়েছেন।

কেণ্ট। তাঁর সঙ্গে আছে কে ?

ভদ্র। কেবলমাত্র তাঁর সেই ষড়যন্ত্রটী। সেই হাত্ত কোতুকে তাঁর
মনোকষ্ট নিবারণ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

কেণ্ট। মহাশয়! আপনি আমার পরিচিত। এবং আপনার
সরল মুখছবিতে বিশ্বাস স্থাপন করে একটি গুহ্য ব্যাপার
আপনাকে জ্ঞাত করব। এলবেনো ও কর্ণওয়াল অধিপতি-
দ্বয়ের পরস্পর মনোমালিন্য জন্মেছে; কিন্তু বাহিরে কোন
ভিন্নভাব পরিদর্শিত হচ্ছে না। ওদের অমুচরবর্গ (উচ্চপদস্থ
লোকদিগের অমুচরেরা যেরূপ হয়ে থাকে) ফ্রান্সের গুপ্তচর;
তারা এখনকার সকল সংবাদই রাখছে। যতদূর অমুখাবন
করা যায়, দুই অধিপতির পরস্পর অসৌহার্দ্য এবং ষড়যন্ত্র
অথবা দয়ালু বুদ্ধি রাজার প্রতি নৃশংস ব্যবহারই ইহার কারণ।
কিন্তু হয়ত আরও কোন গুঢ় কারণ আছে; এগুলি কেবল
বাহিরের কারণ মাত্র। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই বিচ্ছিন্ন
রাজ্যে ফ্রান্স হতে সৈন্য উপস্থিত হবে। তাহারা আমাদিগের
অসাবধানতার সাহায্যে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত বন্দর সকলে স্থান
অধিকার করেছে এবং অতি শীঘ্র পতাকা উড্ডীন করবে।
যদি তুমি আমার উপর এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করতে পার যে,

তার উপর নির্ভর ক'রে ডোভর বাত্মা কর, তবে তথায় একজনের সাক্ষাৎ পাবে, এবং তাঁর নিকট, কি ভয়ানক অবস্থা ও চঃখে মহারাজ পতিত হয়ে নিগ্রহ ভোগ করছেন, এহুটী বর্ণনা করতে পারলে তুমি সেখানে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হবে। আমি উচ্চবংশীয় কোন সম্রাট ; সবিশেষ জ্ঞাত থাকার তোমাকে এ বিষয়ের ভার দিচ্ছি।

ভদ্র। এ বিষয়ে আপনার সহিত আরও কথাবাত্তা করিব।

কেণ্ট। কথাবাত্তার আবশ্যক নাই। আমি যে আমার বাহ্য আকৃতি অপেক্ষাও অধিকতর সম্রাট, হুহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান করবার জন্য এহু টাকার পালিটী দিচ্ছি। খুলে দেখ এবং ইহাতে যা আছে গ্রহণ কর। যদি কড়িলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়, (সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ), তাঁকে এই অঙ্গুরীটী দেখিও ; তিনি তোমাকে বলবেন তোমার সঙ্গী কে, যদিও তুমি আমাকে এখনও চেন নাই। ঝড় শাপগ্রস্ত হউক। আমি মহারাজের অন্বেষণে বাব।

ভদ্র। আপনার হস্ত দিন। আর কিছুই বলবার নাই ?

কেণ্ট। অল্প কথাই আছে ; কিন্তু তল বিশেষ আবশ্যকীয়। মহারাজের দর্শন পেলে, (সেজন্য তুমি একটু কষ্ট ক'রে এইদিকে যাও আর আমি এই দিকে যাই), বিনি প্রথম দর্শন পাবেন তিনি যেন অপরকে তৎক্ষণাৎ উচ্চঃস্বরে আহ্বান করে সংবাদ দেন।

(হই দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

উষরক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

ঝটিকা-প্রবাহ ।

(লীয়ার ও বঙ্কস্যের প্রবেশ)

লীয়ার । বহু প্রভঞ্জন রক্তগণ্ড হচ্ছে,

প্রবল বেগেতে বহু ; বহু আহ্বানি তোমার ।

জলপ্রপাত ঘূর্ণবায়ু আদি সিক্ত কর নদীরের চূড়া ;

সৌধশিখরস্থিত পবন নিশান কর মগ্ন অম্মুরাশি তলে ;

গন্ধকাঞ্চি ! পলকে প্রলম্বকারী

তরুণর ভেদক্ষম বজ্রাধির অগ্রগামী দূত

এস তুমি ঝলসিতে শুভ্র শির মম !

আর তুমি দেব ইরশ্বদ !

গোলাকার দৃঢ় ভূমণ্ডলে আঘাতি করহ সমতল !

প্রকৃতির অমূল্যপি করি খণ্ড খণ্ড,

কর নাশ এককালে কৃতঘ্নমানবপ্রসূ জীব বীজ যত ।

বরস্য । খুড়ো, বাহিরে বৃষ্টির জলে ভেজার চেয়ে ঘরে একটু খোসা-

নোল ক'রে শুকনো থাকা ভাল ছিল । খুড়ো, বাড়ি গিয়ে

তোমার কস্তাদের কাছে সাপ চাইবে চল । এ রাত্রি, জানীই

হও, আর বোকাই হও, কিছুতেই রেত করবে না ।

লীয়ার । গম্ভীর নিনাদে নাদি পূয়াও চৌদিক !

সুইসুই পড়রে অশনি ! বারিপাত হ'ক অহোরহ !

হে অনিল, বজ্র, বহ্নি, বারি আদি সবে !

তনয়া আমার নহ তোমরা সকলে,
 প্রকৃতির প্রহরণচয় ! কেমনে কঠোর বলি করি দোষারোপ ?
 দিয়াছি কি রাজত্বের ভার ? সম্ভাষেছি কভু সন্তান বলিয়ে ?
 তবে কেন মোরে হায় রক্ষিবে তোমরা ?
 ভয়ঙ্করী লীলা এবে করহ প্রকাশ ।
 ক্রীতদাস সম আছি দাঁড়ারে হেথায়
 নিঃশ্ব, দুঃখী, হীনবল, দ্বগিত স্ববির ।
 কিস্তি শুন বাণী,—নীচ আজ্ঞাকারী তোমরা সকলে,
 হেয় কন্তাগণ সহ মিলি এই বৃদ্ধ শুভ্রশির'পরে
 শূত্র হতে সাধিছ সংগ্রাম ? হোঃ বড়ই লজ্জার কথা ।

বয়স্য । যার বরে মাথা রাখবার জায়গা আছে খুঁড়ো, তারও একটা
 মস্তকাবরণ আছে। পারের আঙ্গুল যদি তাই করে উচিত
 বা করা হৃদয় খানী, কড়ার জালায় কেঁদে মরে, সারা নিশি
 ঘুম ধরে না। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক কেউ জন্মায় নি যে
 আরামের সামনে না মুখ ভঙ্গী করেছে।

(কেণ্টের প্রবেশ)

লীয়ার । না, আমি ঐর্ষ্যের আদর্শ হব; আমি আর কোন কথা
 বলব না ।

কেণ্ট । কে ওখানে ?

বয়স্য । এখানে একটা বোকা আর একটা সেয়ানা লোক রয়েছে ।

কেণ্ট । অবস্থান এইখানে, হায় মহারাজ !

নিশা অহুচর সবে হেন নিশা কভু না যাচয় ;

এ ঘোর হৃদেব হেরি ভয়ে পলায়েছে

দ্রাবিড়ের ভয়ঙ্কর জন্তুগণ সবে, পশিয়াছে গহ্বর ভিতরে ।

বহ্নিরাশি, হেন ভয়ঙ্কর বজ্রনাদ আর,

প্রতি আর ঝটিকার ভাষণ প্রকোপ

জন্মাবধি হেরি নাই কভু, স্মৃতিপথ বহিভূত ।

মানব স্বভাব হেন সহিবে কেমনে !

কল্পিত হতেছে তারা এক্ষণ নেহারি ।

লীয়ার । দেবতা সকলে, আমাদের রাশির পরে

ঘটায়েছে দুইদৈব বাহারা, করুন নিপাত অরি দলে ।

হরে কল্পমান তুই নরধর্ম, অন্তরে নিহিত যার

শুশ্রূষা পাপ রাশি ন্যায় ঋণ অতিক্রমি ;

রাখ লুকাইয়া কবির রঞ্জিত কর তোর,

মিথ্যাবাদী ব্যাভিচারী ! ঋণ খণ্ড দেহ তোর হ'ক রে চণ্ডাল,

চাকি ঋণ আবরণে বন্ধুত্বের ভানে, হত্যাকারী তুইরে গোপনে ;

অন্তনিহিত পাপরাশি, বিদারিয়া বক্ষ হও হৃৎপ্রকাশ,

যুক্ত করে শাস্তি মাগ তাহাদের পাশ,

বিচারের তরে তোরে আহ্বানিছে বারা ।

পাপের কালিমা স্পর্শ করে নাই মোরে,

শত অত্যাচার কিন্তু সহিয়াছি শিরে ।

কেণ্ট । আহা, নগ্নশির নরবর ! রহন কুশলে ;

কুটীর আছয়ে এক নিকটে মোদের,

আশ্রয় দানিবে প্রভু ঝটিকা হইতে ; বিশ্রাম লভুন সেথা ।

পুনঃ ফিরি যাই আমি নিরদয় গৃহস্থামী পাশ,

(প্রান্তরে গঠিত গৃহ, তাহতে কতিন যদি ;

না দিল আশ্রয় মোরে ক্ষণ কাল আগে

আশ্রয় বাঁচিলু যবে আপনার তরে),
মমতা লভিব বলে মমতার অভাব যথায় ।

লীয়ার । বুঝি বিকৃত নাস্তিক মোর । এস বৎস ! কিরূপ অবস্থাগত তুমি?
শীতান্ত ? কাতর আমণ্ড শীতে ।

কোথা হতে গুহতৃণ করিলে সংগ্রহ ?

বড়ই কোতুকাবেহ প্রয়োজন বাধ,

সামান্য বস্ত্রও তাহে হয় মূল্যবান ।

চল যাই কুটার ভিতর ;

শত ভিন্ন যদি এই স্থানি, তথাপিও এক অংশ তার

কাতর তোমার তরে বয়স্য আমার ।

বয়স্য । একটু বুদ্ধি থাকলে রে মন !

হুর ছাই ক'রে বাদল বাত স,

যখন যেমন তখন তেমন,

হ'ক না প্রতি বার মাস ।

লীয়ার । ঠিক বলেছ । এখন চল কুটারে লয়ে চল ।

(লীয়ার ও কেণ্টের প্রস্থান)

বয়স্য । যাবার আগে একটা বলে যাই ।—

যখন ধর্ম্বচক কথার দড়, শুঁড়ি মদে মেশার জল বড়,

যখন ভদ্র লোকের দর্জি পোড়ো, ধর্ম্বছাড়া পোড়ে নাক,

পুড়ে মরে নতীর ভেড়ো,

যখন আইনে ঠিক সব মামলা, বীরের নেইক' টাকার জালা,

আর পোড়ে নাক দেনার জ্বালায় তার যত নকরগুলি ।

যখন যুখে মুখে না কুংসা ফেরে, গাঁট কাটা না সৈঁদর ভিড়ে,

দেখবে তোমরা দেশে তখন গোল বাধবে বিলক্ষণ ।

দেখবে তখন বাঁচবে যারা পারে হবে চলা ফেরা ।

আমার এই ভবিষ্যৎবাণী বলবে সেই মালিন,

কেননা তার আগে আমার জন্মদিন ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

দুর্গ-কক্ষ ।

(মষ্টার ও এডমণ্ডের প্রবেশ)

মষ্টার । বড়ই দুঃখের বিষয় এডমণ্ড, এরূপ অস্বাভাবিক চর্যাবহার আমার ভাল লাগে না । যখন আমি উহাদের নিকট মহারাজের প্রতি দয়া প্রকাশ করবার জন্য অমুনতি প্রার্থনা করলাম, তারা আমার বাড়িখানি আমার নিকট হতে কেড়ে নিলে ; আর তাঁর সহিত কথাবার্তা কইলে, তাঁর জন্য অমুখোষ করলে, কিম্বা কোনরূপে তাঁর সাহায্য করলে, তাঁদের বিরাগভাজন হব তাহা স্পষ্টই বলে ।

এড্ । অত্যন্ত নির্দারক ও অস্বাভাবিক ।

মষ্টার । নিজকার্য্যে বাঙ । কোন কথা বলবার আবশ্যকতা নাই । উভয় জামাতার বিবাদ বেধেছে । ইহা অপেক্ষা আরও কুসংবাদ আছে ;—অন্য রাত্রে আমি এক পত্র পেয়েছি পত্রবার্তা জ্ঞাপন করা বড়ই বিপজ্জনক । আমার কক্ষে পত্রখানি লুকারিত আছে । মহারাজের উপর যে অত্যাচার

হয়েছে তার প্রতিশোধ ভালরূপেই হবে। সৈন্যদলের
কিয়দংশ ইংলণ্ডে অবতরণ করেছে। আমরা অবশ্যই মহা-
রাজের পক্ষ হব, তাঁর অনুসন্ধান করব এবং তাঁর ক্রেশের
লাভবতা সম্পাদন করব। তুমি যাও, কর্ণওয়ালপতির সহিত
কথাবাতা কর। তিনি যেন আমার কার্য্য না বুঝতে পারেন।
যদি আমার কার্য্য্য জিজ্ঞাসা করেন, বল আমি নীড়িত ও
শয্যাগত। যদি ইহাতে আমার মৃত্যু হয়,—তারা ত মৃত্যু
ভয় প্রদর্শন করেছেই,—সেও স্বীকার, তথাপি আমি মহা-
রাজের উদ্ধার সাধন করবই করব। একটা কোন অসুস্থ
ব্যাপার অচিরেই সংঘটিত হবে। দেখ, একটু সাবধানে
থেকো। (মষ্টারের প্রস্থান)

এড্. । এ সব কথা এখনই কর্ণওয়ালপতির কর্ণগোচর হবে; পত্রের
বিষয়ও জানতে পারবেন। লাভের এই উপযুক্ত সময়।
পিতা যা হারাবেন, আমি তাই লাভ করব। আর এটাও ত
আছে জ্ঞান, বুকের পতন হলে যুবার উত্থান। [প্রস্থান।

চতুর্থ গভাক ।

উপরক্ষেত্র—পর্ণশালা ।

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়সের প্রবেশ)

কেণ্ট । এই স্থান আশ্রয় দানিবে প্রভু!
প্রার্থনা আমার বিরাম লভহ হেথা;
এ নিশির ভয়ঙ্কর অভ্যাচারে
রহিলে বাহিরে, স্বভাবে সবেনা করু ।

(ঝটিকা প্রবাহ)

লীয়ার । সঙ্গীহীন আছি ভাল ।

কেণ্ট । নিবেদন প্রভু প্রবেশ এখানে ।

লীয়ার । যদি ভঙ্গ করিবে আমার ?

কেণ্ট । ভঙ্গ হ'ক যদি মোর বরঞ্চ বাসনা ; আশ্রয় করুন গ্রহণ ।

লীয়ার । অন্তরান তব ঝটিকার প্রকল প্রবাহ

আঘাতিলে যাহা দেহোপল্লি বড়ই বিবম ?

হতে পারে তোমার নিকট ;

বিবম আঘাত আবসে জন্ম যার, ক্ষুদ্র ব্যাধি বুঝে সে কেমনে ।

ভীষণ তল্লক-ভয়ে পলাইতে গিয়া

যদি উদ্বেলিত সিন্ধু পড়ে প্রাণাণের পথে,

উচ্ছা করি তল্লকেরে দাও আলিঙ্গন ।

নিপীড়নহীন যার অন্তরমাঝার, অমৃতবে সেইজন শরীরের ক্লেশ ;

বিবম ঝটিকানাত সদয় হইতে

দূর করিয়াছে অন্তর শক্তি সমুদয় ;

আঘাত কেবলমাত্র বাজিতে সদয়ে ।

অপত্যের কৃতব্রতা ! আহাৰ্য্য প্রদান তরে উত্তোলিত কর

যথা খণ্ড খণ্ড বদন আঘাতে ।

প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত ; অধি জল গণ্ড বহি বহিবেনা আর ।

বহিষ্কৃত গৃহ হতে এ হেন নিশিতে ?

ঝর ঝরি ঝর বৃষ্টি মস্তকে আমার, শিরপাতি সহিব তোমায়ে ।

হেন চূর্ণিশাক্ষ, স্নীগান ! গণেরিল !

বৃদ্ধ পিতারে তোদের এই কি করিলি অবশেষে ?

সবল অন্তরে যেই বেছে সর্ব্বত্র তোদের !

হোঃ, হোঃ, এ হেন চিন্তার আর দিবনা প্রশ্রয়,
উন্মত্ততা জন্মিবে তাহাতে ।

দূর হও অন্তর হইতে, ও কথার নাহি প্রয়োজন ।

কেণ্ট । শুন প্রভু, প্রবেশ হেথায় ।

লীয়ার । তুমি যাও, আরাম লভে নিজে ।

ঝটিকা আমার নাচা দিবে অবসর

চিন্তিবारे হৃদয়ের দারুণ আবাস ।

আচ্ছা যাব আমি । (বরমোর প্রতি)

বৎস তুমি প্রবেশ প্রথমে ;

গৃহহীন দারিদ্রের প্রতিকৃতি,— যাও তুমি ;

প্রার্থনা করিবে আমি নিদ্রা যাব শেষে ।

(বরমোর কুটীরে প্রবেশ)

নয় দরিদ্রের সন্ধান সকলে যে দণ্ডায় আছে,

নির্দগ ঝটিকাযাত সঞ্চিত যোগ্যতা,

গৃহহীন অনাবৃত মস্তক তোনের

শীর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল, স্তম্ভগ্ন চীরবাস

রক্ষিবে কেমনে হেন উষ্টে নিশি হতে ?

হয় নাই কভু হেন চিন্তার উদয় । সম্পদ ! এই যে ঔষধ ;

দারিদ্রের চঃখস্বাদ অমৃতব আঞ্জি :

ভুক্তি আবশ্যক নত, করি অতিরিক্ত দান,

ভায় পর বিভূষা করহ প্রচার ।

এড্‌গা । (কুটীর হইতে)

সমুজ্জ্বল জলরাশি কাজ পেয়েছি আমি,

দিবারাতি ক্রোশ বোজন জানেন অন্তর্যামী !

এস বাবা আভাগে টম ।

(বরস্যের কুটীর হইতে পলায়ন)

বরস্য । খুড়ো, খুড়ো, এখানে এসবী বাবা । ভূত ! ভূত ! ভূত ! ওগো
আমার ধর ! আমার বাঁচাও !

কেণ্ট । দাও হস্ত মোরে । কে আছে হোথার ?

বরস্য । ভূত, গো ভূত ! আবার কল ওর নাম অভাগা টম ।

কেণ্ট । কেও, খড়ের ভিতর গো গো করে ? বেরিয়ে এস ।

(এডগারের বাকুল বেশে প্রবেশ)

এডগা । পালাও ! পালাও ! পালাও !

ভূত লেগেছে আমার পিছে ;

কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে

বাঁছে বাতাস বয়ে, থাকবে কেন সরে,

শোও তুমি ঠাণ্ডা বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে ।

লীয়ার । দিয়াছ কি কন্যাগণে সর্বত্র তোমার ?

হেন চরবগাপত সেই সে কারণে ?

এডগা । টমে কিছু দাও গো তোমরা ; ভূত মশাই সঙ্গ নিয়ে মোর
পেত্রীর আলোর ঘোরায় সদা, থানায় ভোবায় দরে বাদায়
বখায় মোরে পায় ; বোর টম ঘোর ।

বালিসের নীচে ছুরি আছে,

ঠাকুর ঘরেও পলায় দড়ি, কোলের কাছে বিয়ের হাঁড়ি,

বিব দিয়ে খেলেই প্রাণটা বাঁচে ।

বেমাকেতে প্রাণটা ভরা, সব সাক্ষীর ঘোড়ায় চড়া,

নিজের ছায়ায় ভাড়া করা,
 বেঁচে থাক মোর পাঁচ বৃদ্ধি ! ঠাণ্ডা হ'ল টম ভারী,
 চিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ !
 ঘোরণ বাতাস তারা খসা ন! আসে কাছে,
 গরীব টম ভূতের ভয়ে ভিঙ্কা মানিতেছে ।
 ইত আছে দাঁড়িয়ে ভূতো, ঐখানে, ঐখানেতে, ঐখানে ।

(ঝটিকা প্রবাহ)

সাবধান, চুপে ভূত ! কণা শোন বাপমার,
 কথার মত কর কাজ, দিবি গেল না ।
 চোক দিওনা পর দারে, দেনাকে যেওনা ভরে,
 টমের বড় শীত গো বড় শীত ।

লীয়ার । কি আছিলে তুমি ?

এড্‌গা । দাস কিম্ব দেনাকেতে ভরা ;

কেশের বিন্যাস করিতাম কুঞ্চিত করিয়ে ;
 কামিনীর হস্তাবরণ পরিতাম শিরস্থানে ;
 পুরাতন প্রভু পত্নী নাব ;
 তার সহ করিতাম ভাসমীর লীলা ।
 প্রতিবাক্যে শপথে তৎপর,
 স্বর্গ নানে ভগ্ন করিতাম দে সকল ।
 ঘুমাতাম কামলীলা মানস করিয়ে,
 আগি পুনঃ পূর্ণাহুতি দিতাম তাহাতে ।
 মদিয়ার যুক্ত মন, সদা দূতক্রীড়াসক্ত ।
 অতিক্রি কামিনীর মোহ আলিঙ্গনে ।
 শঠ, বুনে, কানখাংগা, আলস্যে শূকর,

চাতুর্যে শৃগাল আর লোভী দ্বিপৌ সম,
 বাতুল কুকুর প্রায় সিংহ শিকারেতে ।
 কামিনীর পাত্কার কোমল নিনাদে,
 রেশমী বস্ত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে জানাওনা মন আপনার ।
 করিও না পদার্পণ নটীর আলয়ে,
 চন্দ্রক্ষেপ করিও না আবরণ মাঝে,
 লিখিও না নাম তব উত্তম পাত্রে,
 জট ভূতে অবজ্ঞা করিবে ।
 শীতল বাতাস বয় কাঁটা ধন দিয়ে ;
 গাও সব সা—রে—গা—মা,—
 ডলফিন ছোকরাটা আমার,
 সা—রে—গা—মা, যেতে দাও মোরে ।

(ঝটকা প্রবাহ)

লীয়ার । আকাশের অত্যাচার অনাবৃত দেহে সহ্য অপেক্ষা কবনে
 গেলে ভাল থাকতে । মানুষ কি এই ? এর চেয়ে আর
 কিছুই নয় ? ভেবে দেখ শুটি পোকায় রেশম তুমি ধারণা,
 ভেড়ার পশম ধারণা, বিড়ালের গন্ধ ধারণা । আহা বেশ !
 আমরা তিন জনেই এখানে ত্রমে পতিত হয়ে দূষিত হয়েছি ।
 তুমি চরম প্রতিকৃতি ; বস্ত্রহীন মানব ! তোমার নায় হত-
 ভাগ্য নর, নথধারী অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নয় । যাও, যাও
 তুমি । এস জামা খুলে দাও ।

(বস্ত্র ছিন্ন করিয়া)

বরসা । মাপ কর খুড়ো, ধাম । বড় সাংঘাতিক রাত, এখন সাঁতার
 কাটা চলে না । এই ভয়ঙ্কর মঠের মাঝে একটু আশ্রয়, বন্ধ

লম্পটের মনের মত যেন প্রাণে একটু সঘের আগুন জ্বলছে
আর সমস্ত দেহই ঠাণ্ডা । চেয়ে দেখ চলন্ত আগুন আসছে ।

এড্‌গা । এটা গলার দড়ে মামদো ; সীজের বাতি থেকে কুকড়োর
ডাক পয়ান্ত ঘুরে বেড়ায় ; রোগ জন্মে দেয়, চোক টেরা করে
দেয়, শশা নষ্ট করে, আর মাটির পোকাগুলিকে বহুলা দেয় ।

ঠাকুর তিনবার দিয়ে মাঠে পা
দেখেছেন ডাঙনী তার নটা ছা,
ঠাকুর নামতে বলেছে,
পালাতে বেটা পণ করেছে,
বা বা ডাঙনী শীগগির বা ।

কেণ্ট । মচারিচ ! কেমন অনুভব করছেন ?

(আলোক হ্রস্ব স্তব্ধতের পরিবেশ ।)

লীয়ার । কে ? ?

কেণ্ট । কে তুমি ? কি অনুসন্ধান করছ ?

স্ট্রার । তোমরা কে ? তোমাদের কি নাম ?

এড্‌গা । বেচারি টম, সে খার ভেষ্ম দ্যাঙ্ক্‌ আর ডাক্তার টিকটিকি
আর জলের সাকড় ।

চুষ্ট ভূত রাগলে পরে, রাগের চোটে গোবর চাট করে ;

খেড়ে ইঁদুর আর পানার কুকুর গেলে উপাটপ্‌ করে ;

আর খার জলের উপর যে ছাৎলা পড়ে ।

তারে চাবকে তাড়ায় গায়ে গায়ে,

পায়ে দেয় বেড়ী আর পোরে গারদ-ঘরে ।

পিঠে তার তিন সূট কাপড় গায়ে তার জামা ছটা,

চড়বার তার আছে শৌড়ী, হাতিয়ার ও খাড়া খাড়া ।

খেডে ইঁতর, নেংটে ইঁতর আর হরিণের ছানা,

সাত সাত বছর ধরে হরেছে টমের পানা।

খবরদার! চূপ কররে চণ্ড! খান্নে পাজী ভূত!

মষ্টার। মহারাজের কি এর চেয়ে আর ভাল সঙ্গী বোটেনি?

এড্‌গা। নরকের রাজাও একটা ভদ্রলোক ছিল, তাকে সব খবিস বলে, আর বলে মাম্দো।

মষ্টার। আমাদের রক্তমাংস এত খারাপ হয়েছে যে, বাহাতে জন্মেছে তাধাকেই ঘৃণা করে।

এড্‌গা। টম ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

মষ্টার। আমার সঙ্গে ভিতরে আয়ুন। আমি কন্তুবানুরোধে আপনার কন্তাদের অমথা আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত নহ। তাহাদের আজ্ঞা, এই তর্নিশার কষ্ট পান আর আমার গৃহদার বদ্ধ পূর্বক আপনার প্রবেশ রোধ করি। আমি আজ্ঞা অবহেলা করে আপনার অনুসন্ধান করছি এবং বথায় অগ্নি ও ষাধ্য-প্রস্তুত আপনাকে তথায় লয়ে যাব।

লীয়ার। প্রথমে আমি এই বিজ্ঞানবিদের সহিত আলাপ করি। বলুন দেখি বজ্রের কারণ কি?

কেণ্ট। প্রভু, ঐর প্রস্তাবে সম্মত হন, ঐর বাড়ীতে চলুন।

লীয়ার। আমি এই পণ্ডিত থিব্‌স্‌ বাসীর সহিত একটু বাক্যালাপ করি। তুমি কি পাঠ কর?

এড্‌গা। ভূতের রোজাগিরি আর পোকামাকড় নষ্ট করা।

লীয়ার। একটা কথা তোমার সহিত নির্জনে কইব।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে আর একবার বিশেষ অহরোধ করুন; ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হবার উপক্রম হচ্ছে।

মষ্টার। ওঁর আর দোষ কি? ওঁর কতারা মৃত্যুবাঞ্ছা করছে।
 আহা, উদার কেউ! সে পূর্বেই বলেছিল এইরূপই
 ঘটেবে। আহা, নিরাসিত রাজাকে পাগল বলছ, আমি
 তোমায় বলব কি বন্ধু, আমি নিজেই পাগলের ন্যায় হয়েছি।
 আমার একটি পুত্র ছিল; সে এখন আমার শোণিত হ'তে
 পরিত্যক্ত। আমার আগমন'হারেও সে প্রস্তুত হয়েছিল।
 বন্ধুবর! আমি তাকে অত্যন্ত ভাল বাসতাম! কোন পিতাই
 পুত্রকে এত ভালবাসে না। সত্য বলতে কি, ওঃ (ঝটিকা-
 প্রবাহ) দুঃখে আন'দেও মস্তিষ্কের স্থির নাই। কি দুর্নিশা!
 মহারাজ, আমার পাবনা ভগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন!

লীয়ার। পণ্ডিতবর, সঙ্গে থাক।

এড্‌গা। টেমের বড় শীত গো।

মষ্টার। যাও, তুমি ঐ কুর্নিরে যাও, ওখানে নিজেকে গরম কর।

লীয়ার। এস সকলে বই।

কেণ্ট। এই পথে প্রভু!

লীয়ার। ওঁর সঙ্গে যাব, আমার পণ্ডিতের সঙ্গে থাকব।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে ঠাণ্ডা করুন। ও লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

মষ্টার। ওঁকে সঙ্গে নিন।

কেণ্ট। আহুন গো মশাই, আনাদের সঙ্গে আহুন।

লীয়ার। এস জান্নী এথেন্সবাসী।

এড্‌গা। গোল কোরোনা, গোল কোরোনা, চূপ।

শিকানবিস রোলাও এলো অন্ধকূপ গারদে,

তবুও বলে ছিছিছিছি পড়লুম আপদে,

ইংরাজের রক্তের গন্ধ পাজি নাকেতে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—
গৃষ্ঠারের প্রবর্তক ।

(কর্ণওয়াল ও এড্‌মণ্ডের প্রবেশ)

- কর্ণ । এবাটা হতে যাবার পূর্বে ইহার প্রতিশোধ দিয়ে তবে যাব ।
- এড্‌ । পিতৃভক্তি অপেক্ষা প্রভুর প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনে আমার মনে সংশয় হয়, লোকে কি অনুমান করবে ।
- কর্ণ । এখন অনুভূত হচ্ছে, তোমার ভ্রাতা যে তার মৃত্যুবাক্স করেছিল, সে কেবলমাত্র তাহার মন্দ স্বভাবের দোষে নয়, তোমার সদগুণ তার মন্দ স্বভাবকে আরও বলবতী করে তুলেছিল ।
- এড্‌ । ভাগ্য আমার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন, আমার ভ্রায় পথে থাকতে গিয়ে মনে দুঃখ পেতে হয় । এই পত্রেরই ফ্রান্সের আগমন জ্ঞাপন করেছে । জগদীশ্বর ! এক্ষণে রাজদ্রোহ যদি না ঘটত, কিম্বা যদি ঘটেই ছিল, আমি এ বিষয় না জানতে পারতাম, বড়ই ভাল হ'ত ।
- কর্ণ । আমার সহিত আমার স্ত্রীর নিকট চল ।
- এড্‌ । পত্রের লিখিত বিষয় সত্য হলে, আপনাকে অনেক কাজ কর্তে হবে ।
- কর্ণ । সত্যই ইউক আর মিথ্যাই ইউক, এই পত্রই তোমার গৃষ্ঠারের অধিপতি করেছে । তোমার পিতার অনুসন্ধান কর, যেন আমাদিগের তাঁকে মৃত করবার কোন গোল না হয় ।
- এড্‌ । (স্বগত) যদি তাঁকে মহারাজের তুচ্ছতা করতে দেখি, এঁর সনেহ আরও দৃঢ়ীভূত হবে । পিতৃভক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হলেও আমি সর্বদা রাজানুবর্তী হয়ে থাকব ।

কণ। আনিও তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করব। তুমি আমার ভালবাসা, পিতৃ-স্নেহের অধিক অনুভব করবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

ভ্রগসমিহিত গোলাবাড়ীর ক্ষুদ্র ঘর ।

(ষষ্ঠার, লীয়ার, কেণ্ট, বসন্ত ও এড্‌গার ।)

ষষ্ঠার। অনারত স্থান অপেক্ষা এখানে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ ; যতদূর সম্ভব ভোগ করুন। অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ করে আমি যতদূর পারি স্বচ্ছন্দ বন্ধন করব। অধিকক্ষণ আপনাদের নিকট হতে অনুপস্থিত থাকব না।

কেণ্ট। কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে ওঁর সব নৃকিলোগ পেয়েছে। দেবগণ আপনাদের দয়ার পুরস্কার করুন।

(ষষ্ঠারের প্রস্থান ।)

এড্‌গার। গোমড়া ভূত আমার ডেকে বলেছে যে, নিরো নরক-হৃদে ছিপ ফেলছে ; বোকা পান্ডী ভূতের হাতে সাবধানে থাকিস্।

বসন্ত। খুড়ো বলত বাবা, বারা পাগল তারা ভদ্রলোক কি চাষা ?

লীয়ার। রাজা, একজন রাজা !

বসন্ত। হ'লনা বাবা ভদ্রলোক বারি ছেলে সেই হয় চাষা ; কেননা পাগল চাষাই বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেকে ভদ্রলোক দেখে।

লীয়ার। তাদের উপর সহস্র সহস্র অগ্নিকুলিক পতিত হয়ে ধ্বংস করুক।

এড্‌গা । পাজী ভূতো আবার পিঠে কানড়াচ্ছে ।

বয়স্ক । পাগলই, নেকড়ের পোষমানায়, ঘোড়ার গুরে, বালকের ভাল বাসায়, আর দেশটার শপথে বিশ্বাস করে ।

লীয়ার । এখনই সমাধা করব, সকলকেই রাজ-আজ্ঞায় ধৃত করব ।
(এড্‌গারের প্রতি) আগুন, এইখানে বসুন, আপনি একজন বিজ্ঞ বিচারক । (বয়স্কের প্রতি) মশাই আপনিও একজন জানী, এইখানে বসুন । এইবার, তোরা বাবিনী সকল ।

এড্‌গা । দেখ, দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ! ভদ্রে ! বিচারের সময়ও দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছা ?

(গীত) নদী পেরিয়ে এস প্রাণ আমার কাছেতে ।

বয়স্ক । যার নায়ে আছে ছেঁদা তার কথা কইতে বাধা,
সেকি আস্তে পালে, সাহস করে তোমার কাছেতে ?

এড্‌গা । বুলবুলির মত ডেকে পাজী ভূতো গরীব টমের পাছু লেগেছে ।
ভূতো টমের পেটের ভিতর ছটা মাছ খাবার জন্য কৌ কৌ করছে । কৌ কৌ কোরোনা কাগ ভূতো, তোমায় আমি কি খাবার দেবো, কিছুই নাই ।

কেণ্ট । মহাশয়, কিরূপ অনুভব করছেন ? ওরূপ ভীতভাবে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রহেছেন কেন ? এই বিদ্যানার উপর শয়ন করে বিশ্রাম করুন ।

লীয়ার । আমি ওদের বিচার প্রথমতঃ দর্শন করব । প্রমাণ লয়ে এস ।
বিচার-ভূষিত মানব ! এই স্থানে উপবেশন কর ।
(এড্‌গার এবং বয়স্কের প্রতি) তুমি ভ্রাত্যের ভারবাহী, গুর পাখে উপবেশন কর । তুমিও ইহাদের মধ্যে একজন বিচারক । (কেণ্টের প্রতি) তুমি এই স্থানে বস ।

এড্‌গা । এস আমরা ন্যায় বিচার করি ।

যুমিয়ে না জেগে ওহে ক্ষুর্ভিবাঙ্গ রাখাল ?

ক্ষেতের ভিতর তোনার মেঘ ঢুকছে পাণে পাল ।

একবার নাত্র ফুঁদিলে, তোনার বান্ধিতে,

ক্ষতি কিছু করবে না'ক মেঘের পাণেতে ।

মিউ, মিউ ডাকছে ঐ কুণো বেরাগ ।

লীয়ার । প্রথমে একেই বিচারে নীত কর । ওর নাম গণেরিল ।

আমি মাননীয় ভদ্রবৃন্দের সমক্ষে শপথ করে বলছি, ডান

ওঁর নিন্দোবী পিতাকে ব্যাধিমনে ত্যাগিয়ে দিয়েছেন ।

বরসা । ভদ্রে ! এখানে এস । তোমার নাম কি গণেরিল ?

লীয়ার । ও অস্বাকার করতে পারে না ।

বরসা । তাই ভাল, বক্ষা পাহ, আমি তোমাকে একটা কাঠরার গিনিষ মনে করেছিলাম ।

লীয়ার । এই আর একজন । এর বক্তৃদ্ধিতে অন্তরের ভাব অন্তর্ভূত হচ্ছে । ওকে ধর ।—অঙ্গ—অঙ্গ—তরবারি—বাহু !
এ স্থান কলুষিত হয়েছে ! ভগ্ন বিচারক ! ঘুষ খেয়ে কেন ওকে ছেড়ে দিলি ?

এড্‌গা । তোমার পক্ষ হাঙ্গির যেন স্বচ্ছন্দে থাকে এই প্রার্থনা ।

কেণ্ট । কি হুঃখ ! মহাশয়, আপনার ধৈর্য্য কোথার ? আপনি সর্বদাহ বহুতেন আপনার ধৈর্য্যশাক্ত অসাম ।

এড্‌গা । (স্বগত) আনার আবিজল এত প্রবাহিত হচ্ছে যে, ভয় হয় পাহে আয়প্রকাশ হয়ে পড়ে ।

লীয়ার । আনার ছোট ছোট কুকুর শ্রুগোত আমার চিনতে না পেরে
ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে আসছে ।

এড্‌গা। টম দেবে তার মুণ্ড ফেলে। দূর দূর খেঁকি কুকুর।
 সাধা মুগ নয় কাল মিশ, কানড়ালে-বার দাঁতে বিধ,
 যত রকম কুকুর আছে, লেজ খাটো কি ঘোরাণ প্যাচে,
 আমার মুণ্ড ফেলে দিয়ে টম তাদের দেবে কাঁদিয়ে,
 কেঁউ, কেঁউ ক'রে জান্না দিচ্ছে পালিয়ে বাবে লেজ গুটিয়ে।
 সা-রে-রে-রে-রে! চূপ চল যাই হাট বাজারে।
 শুকনা যে টমের শিশে।

লীয়ার। আচ্ছা, রীগানের শবীর ব্যবচ্ছেদ কর, দেখ ওর অন্তরে কি
 জন্মেছে। স্বভাবের কোন কারণে কঠিন অন্তর জন্মায়?
 (এড্‌গারের প্রতি) তোমাকে আমার শত অনুচর দল ভুক্ত
 করলাম; কেবল মাত্র তোমার বেশভূষার প্রণালী আমি
 পছন্দ করি না। তুমি হয়ত বলবে এটা পারস্য দেশীয়
 পরিচ্ছদ; যাই হ'ক ওটার পরিবর্তন কর।

কেণ্ট। মহাশয়! এক্ষণে এখানে শয়ন করে একটু বিশ্রাম লাভ
 করুন।

লীয়ার। গোল ক'রোনা, শব্দ ক'রোনা, মশারি কেলে দাও, ঐ ঐ
 ঐরকম ক'রে। প্রাতে আমরা সাক্ষ্য ভোজন ক'রব, ঐ ঐ
 ঐরকম ক'রে।

বরস্য। আর আমি মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাব।

(মষ্টারের পুনঃপ্রবেশ।)

মষ্টার। বহু, এদিকে এস; মহারাজ কোথায়?

কেণ্ট। এখানেই আছেন; ওঁকে বিরক্ত করবেন না। ওঁর মস্তিষ্ক
 বিকৃত হয়েছে।

মষ্টার। বহুবর! ওঁকে কোলে করে তুলে নাও;—ওঁর বিরক্ত

মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আমি গোপনে শুনেছি। একখানি ডুলি
প্রস্তুত আছে, তাকে সেই ডুলি ক'রে ডোডরে লয়ে যাও।
সেখানে অভ্যর্থনা ও আশ্রয় উভয়ই পাবেন। তোমার
প্রভুকে তোল; যদি অন্ধঘটা আর অপেক্ষা কর, ওঁর
জীবন, তোমার জীবন, এবং যারা যারা ওঁকে রক্ষা করছেন
সকলেরই জীবন নিশ্চয়ই নষ্ট হবে। তোল, তোল, আমার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। তোমায় কিছু অর্থ দিব, তৎসাহায্যে
শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিক্রমের বন্দোবস্ত করতে পারবে।

কেণ্ট। শ্রান্ত আর বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি নিদ্রায় কাতর।

লভিলে বিগাম হেন, অসংযত স্নায়ু যত হৃদয় সংযত।

দৈববশে বিরামের অভাব হইলে আরামের আশা যাবে দূরে।

এস, প্রভুকে বহন করো তোমার সাহায্য কর।

(বয়স্যের প্রাতি) তুমি পশ্চাতে থেকনা এস।

মৃত্যুর। শীঘ্র শীঘ্র এস।

(কেণ্ট, মৃত্যুর ও বয়স্য রাজাকে বহন করিয়া লইয়া প্রস্থান।)

এড্‌গা। সবে হেরি নিপীড়িত হৃৎকের ভারেতে,

উচ্চতর স্থান যারা করেন গ্রাণ,

নাহি গণি শত্রু বলি আমাদের দুর্দৈব সকলে;

হৃৎকরাশি বহিবার সাধী যার নাই

অস্তুরে অধিক হৃৎক বহে সে সত্তত;

সুন্দর সামগ্রী আর আনন্দের ভাব পরিহার করে সে সকলি;

তুচ্ছজ্ঞানে হৃৎকরাশি হেলে সে নিয়ত,

হৃৎক বহনের সাধী পায় যেই জন;

কত তুচ্ছ অনুভব এই স্নেহ-মোর,

যবে মনে গণি আমি নত বেই ক্রেশে,
 সেই ক্রেশে অভিভূত ক'রেছে রাজারে ;
 সন্তান পেয়েছে ওই পিতা যথা আমি ।
 টম চল চল দূরে, মহাকাণ্ডে মন তব করহ নিয়োগ ;
 পশ্চাতে করিও তুমি আপনা প্রকাশ,
 অলৌক রটনা যবে, কলঙ্কিত বাহে
 তবশূণ্যে জায় কার্যো হইবেক ধূর ।
 যা ঘটে খটুক রাত্রে মোদের কপালে,
 নরপতি নিরাপদে রহন কুশলে ।
 লুকাইয়া রব আমি ।

(প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

কক্ষ ।

(কর্ণওয়াল, রীগান, গণেরিল এবং এড্‌মণ্ডের

অমুচর সহ প্রবেশ ।)

কর্ণ। তোমার প্রভু এলবেনী অধিপতির নিকট এখনি যাও : তাঁকে
 এই পত্র খানি দিও । ফ্রান্সের সৈন্য ইংলণ্ডে পদাধীন
 করেছে । চর্চিন মঠারের অমুসন্ধান কর ।

রীগান। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাও তাহার ।

গণে। চক্ষু তার কর উৎপাটন ।

কর্ণ। সে পাপাত্মকে শাস্তি দেবার ভার আমার উপর দাও ।

এড্‌মণ্ড ! আমাদের ভগিনীর সহিত যাত্রা কর । তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতার উপর আমরা যে প্রতিশোধ গ্রহণ করব তাহা তোমার চক্ষুর উপস্থিত নয় । এলবেনীর নিকটে গিয়ে বল তুমি কোথায় কি গুরুতর কার্য্যে যাচ্ছ । আর আমরাও প্রস্তুত হব । আমাদের দ্রুতগামী অশ্বে সংবাদ সঞ্চালন করবে । প্রিয় ভগিনী, এক্ষণে বিদায় ! মল্লারের নব অধিপতি ! তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করি ।

(অল্ডুয়ালের প্রবেশ ।)

কি সংবাদ ? রাজা কোথায় ?

অল্‌ । মল্লার অধিপতি তাঁকে অনাজ লয়ে গেছেন ; তাঁর পরিত্রাশ ছত্রিশ জন অনুচর অনুগামী হয়েছে । তারা মল্লার অধিপতির কাতপর্য্য অনুচরের সহিত ডোভর অভিমুখে যাত্রা করেছে । তারা দ্রুত করে বেগেছে যে, ডোভরে তাদের সশস্ত্র বহুগণ আছে ।

কর্ণ । তোমার প্রভুগতীর জন্য অশ্রু সজ্জিত কর ।

গণে । প্রিয় অধিপতি ও ভগিনি, বিদায় !

কর্ণ । এড্‌মণ্ড, বিদায় !

(গণের ল ও এড্‌মণ্ডের প্রস্থান ।)

বিশ্বাসঘাতক মল্লারের অনুসন্ধান কর, তাকে চোরের ভায় বন্ধন করে লয়ে এস ।

(ভৃত্যগণের প্রস্থান ।)

বিচারের স্থান না দেখিয়ে ওর জীবন বিনাশ করতে পারব না । আমাদের ক্রোধের সম্মুখে আমাদের ক্ষমতা নষ্ট হবে ;

তাতে লোকে দোষ দিবে বটে কিন্তু রোধ ক'রতে পারবে না।

কে আসছে? সেই বিশ্বাসঘাতক?

(অমৃতের কর্তৃক আনীত মৃষ্টারের প্রবেশ।)

কর্ণ। ওর শুক হস্ত বন্ধন কর।

মৃষ্টার। কিবা অতিপ্রায় তব? কর কাঁচা বিবেচনা মত;

অতিথি আমার হবে,

মোর সনে হেন ব্যবহার, নাহি শাজে ভাল।

কর্ণ। বন্ধ কর ওরে।

(ভ্রাতাগণের বন্ধন করণ)

রীগান। আরও জোরে, আরও জোরে। নীচ বিশ্বাসঘাতক!

মৃষ্টার। দয়াহীনা ভদ্রে তুমি, নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

কর্ণ। কাষ্টাসনে বন্ধ কর ওরে; দুর্জুন এখনি জানিবে তুমি—

(রীগান শ্রদ্ধা ধরিয়া)

মৃষ্টার। দেবগণ, রক্ষ মোরে! ধর শ্রদ্ধা মোর, এহতে দূষিত কাঁচ কিবা?

রীগান। হেন শুভ্র শ্রদ্ধা তবু বিশ্বাসঘাতক?

মৃষ্টার। তুষ্টে, এই শুভ্র শ্রদ্ধাশি মোর

হস্ত দানে কলুষিত করেছিন্ যাহা,

জন্ম পুনঃ আরোপিবে দোষ তোরা 'পরে;

দম্য সম করে অতিথি-সংকার রত বদন আমার

করিতেছ লগুভগু কি করিবি তুই?

কর্ণ। ফ্রাস হতে কি পত্র প্রাপ্ত হয়েছে বল?

রীগান। আমরা সবই জানি, তুমি অন্ন কথার বল।

কর্ণ। বে সকল বিশ্বাসঘাতক সম্প্রতি রাজ্যমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে,
তাদের সঙ্গে কি বড়বন্দ্য করেছ,

রীগান। বাহুল রাজাকে কার নিকটে পাঠিয়েছ ?

মঠার। আমি একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, পত্রখানি অতুমান করে
লেখা, আর শত্রুপক্ষীয় অথবা অপর কোন পক্ষাবলম্বী কতৃক
লিখিতও নয়।

কণ। চাতুরী।

রীগান। এবং নিখ্যা।

কণ। রাজাকে কোথায় পাঠিয়েছ ?

মঠার। ডোভরে।

রীগান। কি কারণে ডোভরে পাঠালে ? তোমার উপর আদেশ
ছিল না যে, আজ্ঞা লঙ্ঘনে শাস্তি পাবে ?

কণ। কেন ডোভরে পাঠানে ? এই প্রাণের উত্তরও আগে দিক।

মঠার। দণ্ডনে বান্ধিয়াছে মোরে,
পলায়ন নাহিক উপায় ;
কুরুরের আক্রমণ সহিব নিশ্চিত।

রীগান। কেন ডোভরে পাঠালে ?

মঠার। সাধ নাহি হেরিবারে নিরদয় নথ্যযাতে
উখাড়িবে অঁথি তারা বৃদ্ধ পিতার তোমার ;
কিথা ভয়ঙ্করী ভগ্নী তব বরাহ দন্তেতে
আঘাতিলে অভিবিক্র পিতৃদেহে তব
দিব্য তৈল মদিত যাহার, হেরিব না কভু তাহা।
নারকীয় তামসী নিশীথে বিষম ঝটিকাঘাত
নগ্নশিরে তাঁর সেইরূপ করিয়াছে ভীষণ আঘাত,
বিশাল বারিধি-বক্ষ হয়ে উর্বোলিত
নিভূহিত তারাদলে উরঙ্গ আঘাতে।

বাচিল তথাপি বৃদ্ধ অস্তুর তাহার
 বৃষ্টিতরে দেবগণে ; ছেনকালে যদি
 কাতর স্বরেতে দিগাঁ ডাকিত ধারেতে,
 দিতে আচ্ছা দ্বারপালে উদ্কাটিতে দ্বার
 প্রদানিতে আশ্রয় তাহার ।
 নিদারুণ নিষ্ঠুরতা হোর চারিভিত্তিতে হেরিব নিশ্চিত
 আশ্রুগতি দেবপ্রতিশোধ পড়িবে তনয়া শিরে ।

কর্ণ । হোরতে না দিও তোরে, ধর কাটাশন বলে ।
 এই চক্ষু'পরি পদ মোর করিহু স্থাপন ।
 (মেষ্টারকে বলপূর্ব্বক কাটাশনে ধারণ, কর্ণওয়াল কতক চক্ষু
 উৎপাটন ও তহপার পদস্থাপন)

মেষ্টার । রণ কর মোরে, বার বৃদ্ধ হতে আশ ।
 নিদারুণ হৃদয় তোর ! দেবগণ বৃদ্ধ মোরে !

রীগান । ওর একটা চক্ষু অপরটিকে উপহাস করবে ; উটীও নষ্ট করুন ।

কর্ণ । প্রতিশোধ দেখে থাক যদি,—

ভৃত্য । ক্ষান্ত হন প্রভু !
 সেবিয়াছি বটে তোমা বাণ্যকাল হতে,
 কিন্তু এহেত উত্তম কায করি নাই কভু
 কহি যবে তোনা—‘ক্ষান্ত হন প্রভু’

রীগান । কি কহে কুক্কুর ?

ভৃত্য । অশ্রু যদি থাকিত রে বদন উপর,
 আশ্রানিতাম তোরে যুদ্ধ করিবারে ।

কর্ণ । মম ক্রীতদাস !

(তরবারি উন্মোচন করিয়া পশ্চাৎদিক) ।

ভূতা । তবে আর, রাগের বশে যা করি তার ফল ভোগ কর

(পরস্পর যুদ্ধ ও কর্ণওয়াল আহত)

রীগান । (অস্ত্র ভৃত্যের প্রতি) দেহ তব তরবারি,

কৃষক ধরেছে অস্ত্র ?

(পশ্চাৎ হইতে আঘাত)

ভূতা । হত আমি প্রভু ! আছে এক আঁখি তব

হেরিবারে উহাদের নাশ । ওঃ ! (মৃত্যু)

কর্ণ । তবে অধিক দর্শন করবার ক্ষমতা নষ্ট হ'ক । নিন্দিত

জলীয় দ্রব্য বহির্গত হ ! এখন সে জ্যোতি কোথায় ?

(মষ্টারের চক্ষু উৎপাটন ও ভূমিতলে নিক্ষেপ)

মষ্টার । ওহো ! সমস্তই অন্ধকার, সূর্যহীন ! আমার পুত্র এড্‌মণ্ড ।

কোথায় ? এড্‌মণ্ড ! স্বভাবের অগ্নিস্কুলিঙ্গে উত্তেজিত

হয়ে এই নৃশংস কার্যের প্রতিশোধ দিও ।

রীগান । দূর হও বিশ্বাসঘাতক নরাদম ।

ডাকিছ বাহ্যারে দুশাচক্ষে ছেয়ে সে রে তোরে ;

প্রকাশ করেছে সেই আমাদের কাছে

গুপ্তকার্য তোরা ; সরল অন্তর তার,

তোরা প্রতি দয়া সেই করু না করিবে ।

মষ্টার । মূৰ্খ আমি ! মিথ্যা রটনার তার এড্‌গারের তুর্দশা করেছে ।

দেব, দেব সবে ! ক্ষম মোরে, সূখে রাখ তনয়ে আমার ।

রীগান । যাও, ঘর হতে বহিষ্কৃত কর ওরে,

গন্ধে অমূল্য ডোভরের পথ করুক সন্ধান ।

(মষ্টারকে লইয়া জনৈক অমূল্যচরের প্রস্থান)

কি প্রভু ! কেন হৈল তার ডব ?

কর্ণ। পেরেছি আঘাত, এস পশ্চাতে আমার ;
 দূর কর চক্ষুহীন পাপিষ্ঠ স্রষ্টারে ।
 রুতদাসে ফেল দূরে গোমর রাশিতে ।
 রীগান ! বহিতেছে নিরন্তর শোণিত-প্রবাহ ;
 অসময়ে পেরেছি আঘাত অতি ; ধর মোরে ।

(কর্ণওরালকে ধাইয়া রীগানের প্রস্থান ।)

১ম ভৃত্য। এ লোক যদি আরোগ্য হই আমি মন্দ কার্য্য করতে আর
 সক্ষম হব না ।

২য় ভৃত্য। রীগান যদি অধিক দিন জীবিত থেকে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুমুখে
 পতিত হয়, তাহলে সব স্ত্রীলোকই রাক্ষসী হবে ।

১ম ভৃত্য। চল বৃদ্ধ অধিপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই এবং পাগলের স্ত্রীর
 হয়ে উনি যেখানে যান তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি ; উনি বাতুলের
 স্ত্রীর হরত বা ইচ্ছা তাই করবেন ।

২য় ভৃত্য। বাও আমি কিছু শোণ আর অণ্ডলালা খানিকটা লয়ে আসি ;
 ওর রক্তাক্ত মুখে দিতে হবে । ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন ।

[প্রস্থান ।





চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাক্ষ ।

উষর ।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা । অবস্থার ষাটিক্রম ঘটেছে যেমন,
এ হেন কার্যিক ভাব বড়ই উত্তম ;
যদিচ নৈনেতে জ্ঞান স্নিগ্ধ সবার,
অন্তরেতে দুর্গাতাব পোষণ করিবে,
চাটুকানী ভোমামোদে কাজ মম নাই ।
ভাগাহীন দগিত সে সৌভাগ্যের পদে,
নির্ভীক অন্তর তার, আশা তার ছেঁরিবারে
ভাগ্যদেবী স্তম্ভপ্রসন্ন মুখ ।
উত্তম হইতে অধমে পতন, দুর্ভাগ্যের সীমা নাই আর ।
কিন্তু হবে, গ্রহ আবর্তনে সৌভাগ্য উদিত হয় দুর্ভাগ্য নাশিবে,
আনন্দের ক্রোড়ে পায় স্থান ।
এস তবে সমাদরে আহ্বানি তে'মার
সারহীন পবন-প্রবাহ, মম দেহ আলিঙ্গিছ বেই !

কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ নহি,
বহু ক্লেশ দিয়াছ আমার বহি নগ্ন দেহোপরে ।
কে আসে ? (জনৈক বৃদ্ধ কষ্টকর আনিত গুটোরের প্রবেশ)
পিতা মম উপনীত অভাগার সম
সংসার ! সংসার ! সংসার !

অদ্রুত বর্তনে তোর ঘণা জন্মে সন্তদ,
দূর করে জীবনের আশা, নাহি জায় বার্ক্য লভিতে ।

বৃদ্ধ । প্রভু ! আমি আপনার পিতার ও আপনার একজন প্রজা
ছিলাম, এই আশী বৎসর হ'ল ।

মৃত্যুর । যাও, পরিতাজি । শুন বন্ধু, তাজ মোরে ;
প্রবোধ বচনে তব কি ফল ফলিবে ? বরঞ্চ হইবে ক্ষতি তায় ।

বৃদ্ধ । হায় প্রভু ! আপনি যে পথ দেখতে পান না ।

মৃত্যুর । পথহীন আমি, নয়নেতে কিবা কায ?
অঁধি ছিল যবে মোর, করিয়াছি অন্ধ-সম কায ।

এই শিক্ষা দিন দিন শিখিতেছে জীব,

অভাব জানে না যেই মানব জীবনে

অভাবের ক্লেশ সেই বুঝিবে কেমনে ?

শিক্ষা দানি জীব, বহুকাৰ্য্য করয়ে অভাব ।

প্রিয় পুত্র এড্‌গার আমার,

ভ্রান্ত-পিতৃ-কোপানলে কত যে দহিলে তুমি !

জীবিত রহিয়ে হায় ; স্পর্শে যদি অনুভবি তোমা,

বলিব আবার পুনঃ পেরেছি অঁধিরে !

বৃদ্ধ । কে ! কে ওখানে ?

এড্‌গার । (স্বগত) দেব ! দেব !

মনে করেছিলাম, দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা আমি উপনীত ;

জান্টি মোর, অসুমানি এইক্ষণে শেষ সীমা ।

বুদ্ধ । পাগ্লা টম্, অভাগা ।

এড্‌গা । (স্বগতঃ) আরও কষ্ট হতে পারে ভালে, শেষ সীমা নয় তাহা,
যতক্ষণ, “এই শেষসীমা” মুখেতে উচ্চারি ।

বুদ্ধ । ওহে ! যাচ্ছ কোথা ?

মষ্টার । ওকি একটি ভিক্ষুক ?

বুদ্ধ । পাগলও বটে, আর ভিক্ষুকও বটে ।

মষ্টার । জ্ঞান শক্তি এখনও প্রবল, ভিক্ষা মাগে নতুবা কেমনে ?
গতনিশি ঝটিকা প্রবাহ কালে, হেরেছিলাম ওর মত জীব,
যাহে কীট বলি মানবে প্রতীতি হয় ।

সেইক্ষণে পুত্রস্মৃতি উদিল মানবে,
অপত্য বিবেকো ছিল অশ্রুর তখন ;
জনিয়াছি বহুকথা তার পর ,
দ্রুতন্ত বালক-করে পতঙ্গ-সংহার-যথা,
দেবগণ হস্তে মোরা সেইরূপ ; বিনাশেন ক্রীড়াচ্ছলে ।

এড্‌গা । (স্বগতঃ) কেমনে দটিল হেন ?
অবস্থা বিষম তার, ছদ্ম-বেশে দুঃখভার বহিছে যে জন ;
দুঃখনীরে ভাসিছে আপনি, সকলে ভাষায় ।
(প্রকাশ্যে) প্রভু, ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন !

মষ্টার । এই সেই বস্ত্রহীন জীব ?

বুদ্ধ । হাঁ প্রভু ।

মষ্টার । প্রার্থনা আমার, যাও এই স্থান ত্যজি ;
পূর্বভক্তি থাকে যদি, এক কিম্বা অর্দ্ধ কোশ দূরে,

ডোভরের পথে মিলিও মোদের সনে ;
দিও বস্ত্র পরিধান হেতু এই বস্ত্রহীন জনে ;
অনুরোধ করিব উহারে লয়ে যেতে মোরে ।

বুদ্ধ । হায় প্রভু ! ও যে বাতুল ।

মষ্টার । সময়ের বিড়ম্বনা অন্ধজনে বাতুল দেখায় পথ !
কর কার্য্য আজ্ঞামত, কিহা যথার্থ অভিকৃতি তব ;
সব ছাড়ি, অগ্রে পরিত্যজ এই কান ।

বুদ্ধ । আমি ওকে আমার সকলোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এনে দেবো ।

(প্রস্থান)

মষ্টার । রে নগ্নজীব,—

এড্‌গা । টেমের বড় শীত গো । (স্বগত) আর ডান করতে
পারি না ।

মষ্টার । ওহে এখানে এস ।

এড্‌গা । (স্বগত) নিশ্চয়ই যাব । ভগবান চক্ষু আরোগ্য করুন,
এখনও রক্ত পড়ছে ।

মষ্টার । ডোভরের পথ চেন ?

এড্‌গা । ফটক চিনি, বোড়ার রাস্তা আর মানুষের রাস্তা সবই জান ;
বেচারী টেমের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে । পাশী
ভূত হতে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ! বেচারী টেমের বাডে
একেবারে পাঁচ পাঁচটা ভূত চেপেছে গো ! সেই লম্পট
ভূতটা, বোবার রাজা সেই ভূতটা, চোরের সর্দারটা, খুনে
ভূতটা, আর সেই দাঁত খিচান ভূতটা, যেটা লোমত দাসী
বাঁদীর ঘাড়ে চাপে । জয় হোক !

মষ্টার । লও এই অর্থশুলি । হুঁতগা তোমার নত করিরাছে

অকাতরে দুখাবাস্ত সহিবার ভয়ে ;
 হেন হতভাগ্য আমি, আমা হতে তুমিও অধিক সুখী ।
 ভগবান ! কর পুনঃ এহেন বিধান,
 ঐশ্বর্য্যমদেস্তে মন্ত কামাচারী নয়,
 সদর্পে উপেক্ষি তব ঐশ্বরিক বিধি,
 হেরি দ্রুথরাশি চারিভিতে, নারে বুঝিবারে, অমৃতব শক্তিহীন,
 স্পর্শে না বলিয়ে তার, বাহে শীঘ্র পারে বুঝিবারে
 তোমার শক্তি ।
 একের আধিক্য বহু বিভক্ত হইলে, প্রতিজনে পাইবে প্রচুর ।
 ডোভের কোথায় আনত ?

এড্‌গা । আজ্ঞে হাঁ ।

মষ্টার । অতি উচ্চ গিরি এক আচ্ছরে সেখান,
 তুঙ্গ শৃঙ্গ বার নেহারি ক্রভঙ্গে
 বাধা দেয় তল লগ্নী সাগর প্রসায়ে ।
 চল লয়ে শ্রান্ত ভাগে তার, দিব বাহা আছে মোর কাছে,
 যুচিবে দারিদ্র্য্য তব ;
 সেই স্থল হতে সাথী হতে আর না কহিব ।

এড্‌গা । আপনার হাত দিন । অভাগা টমই আপনাকে লয়ে যাবে ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

এলবেনির প্রাসাদ-সম্মুখ ।

(গণেরিল ও এড্‌মন্ডের প্রবেশ)

গনে । স্বাগত, প্রভু !

আশ্চর্য্য মানিহু, সদানন্স স্বামীমোর

করিছে না অভ্যর্থনা আগুসারি ?

(অপরিদিক হইতে অন্‌ওক্লান্ডের প্রবেশ ।)

কোণা প্রভু তব ?

অন্‌ । দেবি ! আছেন ভিতরে ; হেরি নাই মানবে কখন

হেন ভাব ধারণ করিতে ।

সৈন্য সমাগম বার্তা জানাহু তাঁহায়,

মুহু হাঁসি কর্ণপাত না করিল তায় ;

জানাইতে তব আগমন বার্তা, উক্তরিল,—‘অতি অশুভ সংবাদ,’

বিখাস ঘটক গুষ্ঠারের কথা ; রাজভক্ত পুত্রের আচার তার,

যবে জানাহু তাঁহায় ; মস্তপায়ী বলি উপহাস করিল আমারে ;

বলিল আবার, মন্দেরে বুঝিছি ভাল,

উপযুক্ত যেই কার্য্যে বিরাগ তাঁহার,

অহুমাণ তাঁর সেই কার্য্যে আছে অহুমাণ ;

মনোমত হওয়া বাহা উচিত তাঁহার

মন্মভাবি পরিত্যাগ করেন তাদের ।

গনে । কাজ নাই আগুসারি ।

(এড্‌মন্ডের প্রতি)

ভীত অন্তরে তাহার, সাহসে না যায় কার্য্য সমাধা করিতে ।

অত্যাচারে অনুভব শক্তিহীন, প্রতিকার সমুচিত যথা ।

যেই বাহ্য পরস্পর, আগমন কালে করেছি প্রকাশ,

কার্য্যে যেন হয় পরিণত ।

এড্‌মণ্ড ! যাও ফিরি ভ্রাতার নিকটে,

একত্রিত কর সৈন্তগণে,

সঞ্চালন করহ বাহিনী রণক্ষেত্রে অভিযুগে ;

অল্প আমি ধরিব নিশ্চিত,

প্রদানিয়ে তত্ত্ব যত্ন ভার স্বামীর উপর ।

অনুগত ভৃত্য এই, পরস্পর শুয় বাক্তা বহিবে সর্ব্বদা ।

নিজ সৌভাগ্যের তরে থাকে যদি সাহস অদয়ে,

আজ্ঞা মম পাইবে এখনি । ধর ইহা (পূর্ব্বকার প্রদান)

বাক্যব্যয়ে নাহি কায ; নত কর মন্তক তোমার ;

ভাষে প্রকাশিত যদি চূষন আমার,

নাচিত অন্তর তব গুনিয়া সে ভাষ ;

ভেবে দেখ, বুঝহ নিশ্চিত ; বিদায় এক্ষণে ।

এড্‌। যদবধি মৃত্যু নাহি হয়, তদবধি তোমার রহিব ।

গনে । প্রিয়তম মষ্টার আমার

(এড্‌মণ্ডের প্রস্থান)

ওঃ, মানবে প্রভেদ বহু মানব হইতে !

রমণী, তোমার আজ্ঞাধীন ।

শয্যা মম অধিকার করিছে নির্দোষে !

অম্‌। আশিছেন প্রভু মম ।

(অল্ডব্রাউন্ডের প্রস্থান)

(এল্‌বেণির প্রবেশ)

গনে । সময় আছিগ, অভিযুক্তিতে যবে সাদরে আমারে ।

এল্ । গণেরিল !

উখিত পবন বেগে বদনে তোমার ধূলি রাশি সম,

মূল্যহীন এবে তুমি ।

ভীত আমি স্বভাবে তোমার ;

প্রকৃতি যাহার আপন আধারে করে সৃণা,

অসংযমী, গীমাধীন সেই, স্বইচ্ছায় যে সন্তান,

নিজ জনম আধার হতে বিচ্ছিন্ন হতেছে, শাখা বধা বৃক্ষ হতে,

অসময়ে শুখাবে সেই, নিযোজিত ভরস্কর কার্যে ।

গনে । বৃণা বাক্যব্যয়ে কি বা কায় ? সারহীন উপমা তোমার ।

এল্ । সত্য, জ্ঞান, সততা সকলি মন্দ জনে মন্দ বলি হয় অনুভব ।

পৃতি গন্ধ, আবজ্জন্ম হতে বাহিরায় সদা ।

কি কায় করেছ তুমি ? বাধিনীর সম তুই, নহেত তনয়া কভু ;

মাননীর, বাক্যকোর ভারে ; বার পাশ নত সদা বন্ধশির ঋক

নিশ্চয়, অধম, বাতুল করেছ এহেন জনকে ?

সদাশয় ভ্রাতা মোর,

সহিত কি কভু হেন নিদারুণ আচরণ ?

মানব প্রথমে তাহে অধিষ্ঠিত রাজপদে ;

উপকার যা হতে লভেছ, রাজা প্রতি এ হেন ব্যাভার ?

দেবগণে শাস্তি বিধানিতে না প্রেরিলে দেব দূতে,

হেন সৃণ্য অপরাধে, মানব প্রকৃতি

মীন সম পরম্পরে করিবেক ক্ষয় ।

গনে । সভ্যত অস্তর জীব ! পণ্ডবহ আঘাতের তরে ?

ধরশির সহিবারে অপমান ?

ললাটে নয়ন নারে নির্জারিতে ক্রেশ হতে মর্যাদা তোমার ?

নিরোধ তোমার সম মমতা জানায় হৃদয় জনকে মম ;

যেইজন পায় শাস্তি মন্দ অভিলাষ তার না হতে পূরণ ।

রণবাদ্য কোথা তব ? শাস্ত এই হিংস্র ভূমিতে

ফ্রান্স করে পতাকা উড়ান ।

পবিত্র ক'রে তোরে, চায় করিবারে রাজত্ব বিস্তার ;

আর তুই রে নিরোধ, নীতি জ্ঞানে রত সদা,

বসে আছ নিশ্চিন্ত হইয়ে,

শুধু উচ্চারিছ,—‘হায় চেন কায়া কেমনে হইল ?’

এল্ । পিশাচি ! বুঝ আপনারে ভাল মতে :

নারকীয় ভাব বত ভয়ঙ্কর পশিলে স্ত্রীলোকে,

নহেক পিশাচে তত ।

গণে । মদে মত্ত নিরোধ রে তুই !

এল্ । সরমের দোহাই তোমার, স্বভাবের দোষে, ভিন্ন ভাব ধরি,

রাফস আকারে কভু নাহি দিও স্থান ।

ক্রোধ অমূল্য হলে, হস্তে মোর খণ্ড খণ্ড করিতাম

অস্থি মাংস তোমার, পিশাচি, পিশাচি, তুই রমণী আকারে ।

গণে । দোহাই দেবীর পুরুষের তোর—

(দ্বিতীয় প্রবেশ)

এল্ । কি সংবাদ ?

দৃত । শুন প্রভু, গতজীব কর্ণওয়াল অধিপতি

তৃত্য করে হত মঠারের ভিন্ন চকু উৎপাটন কালে ।

এল্ । মঠারের আঁধি !

দূত। তাঁহার পালিত দাস এক, অনুতাপে তপ্ত হয়ে
বাধা দিল সেই কার্য্যে, অস্ত্র তুলি প্রভুর উপর ;
ক্রোধভরে আক্রমিলে ক্রীতদাসে, পড়িল ভূতলে দাস ;
কিন্তু সে বিবাদে হইয়ে আহত ক্ষণকাল পরে,
সে গুরু আঘাতে, জীবলীলা তাঁর হ'ল সমাপন।

এল্। প্রমাণ ইহাই ; যথার্থই ভগবান আছেন উপরে ;
ইহলোক কৃতপাপে নয়, প্রাঙ্কশ্চিত্ত ভুঞ্জয়ে অচিরে
হোঃ, হোঃ, অভাগা গুপ্তার ! হারিয়েছে দুই আঁখি সেই ?

দূত। দুই আঁখি প্রভু। দেবি ! এই পত্রখানি আপনার ভগ্নীর
নিকট হতে এসেছে, এখনি এর উত্তর দিতে হবে।

গনে। (স্বগত) একপ্রকার ইহা মনোমত কার্য্য হয়েছে ; কিন্তু
ভগিনী আমার বিধবা হয়েছেন, আর তার সহিত আমার
এডমণ্ড আছেন ; তাহলে আমার শূন্য জীবনে যে আশার
কুটার নির্মান করেছিলাম, তা ভেঙ্গে যাবে, আমার কষ্টের
জীবন হবে। যাক্, এখন খবর তত মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে)
পত্র পাঠ করে জবাব দেব।

[প্রস্থান।

এল্। যখন তাঁর চক্ষু উৎপাটন করলে, তখন তাঁর পুত্র কোথায়
ছিল ?

দূত। আমার প্রভুপত্নীর সহিত এখানে এসেছিলেন।

এল্। তিনি তো এখানে নাই।

দূত। না প্রভু, ফিরে বাবার সময় পথে আমার সহিত সাক্ষাৎ
হয়েছিল।

এল্। এই ছন্দবিদারক সংবার সে পেয়েছে ?

দূত। হাঁ, প্রভু, তিনিই গুপ্তারের বিরুদ্ধে সংবাদ দিয়ে ছিলেন, এবং
যাতে তাঁরা মনোমত শান্তি দিতে পারেন, তজ্জন্তই স্বেচ্ছায়
বাণী পরিত্যাগ করে এসেছিলেন।

এল্। গুপ্তার! জীবিত রয়েছি আমি
প্রদানিতে ধন্যবাদ রাজভক্তি প্রকাশ কারণে,
শোধিতে অর্থির ঋণ।
এস বন্ধু! কহ মোরে সকল বারতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডোভর নিকটস্থ করাসী-শিবির।

(কেণ্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

কেণ্ট। ফ্রান্সের রাজা এত শীঘ্র চলে গেলেন কেন বলতে পার ?

ভদ্র। রাজকাৰ্য্যে কোন বিষয় অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, এখানে
আসবার পর সে বিষয় স্বরণ হয়েছিল; রাজ্যে বিঘন ভয় ও
বিপদের আশঙ্কা প্রযুক্তই তাঁহার স্বয়ং প্রত্যাবর্তন আবশ্যক
হ'ল।

কেণ্ট। সৈন্তাধ্যক্ষ কাকে রেখে গেলেন ?

ভদ্র। ফ্রান্সের রণবীর ফার মহাশয়কে।

কেণ্ট। তোনার পত্র পাঠ করে রাণী কিছু হৃৎপ্রকাশ করলেন ?

ভদ্র। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়, তিনি পত্রখানি আমার সম্মুখেই পাঠ
করলেন; পড়তে পড়তে গুহুল ব'য়ে টস্টস্ট করে অশ্রুধারা

বিগলিত হতে লাগল। তাঁর মনোবৃত্তি বিদ্রোহীরা ছায়
তাঁর উপর প্রভুত্ব প্রকাশে বিশেষ চেষ্টা করলেও, বোধ হ'ল,
মনোবাজ্যের রাণীর ন্যায়, তাঁর মনোবৃত্তি দমনে প্রকৃত
ক্ষমতা আছে।

কেণ্ট । তাহলে তিনি অন্তরে বিবম আঁক'ত পেয়েছেন !

ডব্লু । ক্রোধভাব নাহি কিছু তাঁকে ; দৈর্ঘ্য আর তুৎখতার
আরম্ভিল ঘোর রণ, স্বরূপ প্রকাশি লভিতে আদার তাহে ।
দেখিয়াছ রোস্তব্রুটি এককালে ;

সহাস্যাবদন আর অশ্রুজল তাতে, সেইমত অতীব সুন্দর ।
যেন বিশ্বাধরে মধুর সহাস্যলীলা, নহে জ্ঞাত নরন অতিথি,
যে নরনে অশ্রুবারি বিন্দু, হীরক হইতে ঝরে মুক্তাফল যথা,
বাহিরি করিল গণ্ড বহি ।

বর্ণিতে সংক্ষেপে, তুৎখতার তাঁর অতি মনোরম,
এ ছেন সুন্দর ভাব করিলে ধারণ ।

কেণ্ট । সুধালেন কিছু ?

ডব্লু । শুধু এক কথা চুটবার, দীর্ঘশ্বাসে 'পিতৃ' নাম উচ্চারিল মুখে,
মনে হ'ল গুরুভারে যদি ভঙ্গ হ'ল তাহে ;

কহিল আবার—

'ভগ্নি ! ভগ্নি ! ভগ্নি ! কলঙ্কিনী রমণী তোমরা !

ভগ্নিনী আমার ! কেণ্ট ! পিতা ! ভগ্নিনী !

ঝটিকা প্রবাহে ? তামসী নিশিতে ? নির্দম এ ভূমণ্ডল !'

দিব্য অঁাধি হতে পূতবারি মুছিল আবার,

স্বপ্না রাশি অঁাধি জলে দিল বিসর্জন ।

পশ্চিমত্যাগি গেলা সেই স্থান

একাকিনী শোকভার বহিতে নিঃজনে ।

কেণ্ট । গ্রহগণে জীবন-আকাশে করে গীতা ;—নতুবা কেননে,
প্রকৃতির সনে পুরুষ মিলনে জনমে সন্তান বিভিন্ন প্রকৃতি ?
তারপর আর কোন কথা হয় নাই ?

ভদ্র । না ।

কেণ্ট । রাজা ফিরে আসবার পূর্বে এসব কি কোন কথা হোয়েছিল ?

ভদ্র । না, তাঁর আসবার পর ।

কেণ্ট । হঁ । মহাশয় ! উৎপীড়িত, শোকাচ্ছন্ন রাজা এষ্ট নগরেই
আছেন । যখন তাঁর মনের অবস্থা ভাল থাকে, আমাদের
আগমন কারণ বুঝতে পারেন ; কিন্তু তাঁর কল্পার সহিত
সাক্ষাৎ করতে কোন মতেই স্বীকৃত হন না ।

ভদ্র । কেন মহাশয় ?

কেণ্ট । বিধম লজ্জা তাঁহাকে বাধা দেয় ; কেননা স্বকীয় নির্দয়তাট
তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাকে রাজ্য হতে বিচ্যুত করেছে ও বিদেশে
যেতে বাধ্য করেছে ; আর তাঁর সেই কন্যার প্রাপ্য
অধিকার, কুরুরের ন্যায় হের অপর কল্যাণিককে অর্পণ
করেছেন ; এসব স্মরণে, তাঁর মনে একরূপ ধিকার জন্মেছে যে,
লজ্জার কড়িলিয়ার সহিত দেখা করতে পাচ্ছেন না ।

ভদ্র । হায়, কি দুঃখের বিষয় !

কেণ্ট । এলবেনি ও কর্ণওয়ালের সৈন্যসংখ্যার বিষয় তুমি কি কিছু
জান না ?

ভদ্র । এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাহার্য্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে ।

কেণ্ট । মহাশয়, আপনাকে আমার প্রভু লীয়ারের নিকট তাঁর
সেবা শুক্রবার অন্ত নিয়োগ করব । কোন বিশেষ কাণ্ডের

জ্ঞান আমাকে এখন গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে হবে, যখন আমি কে, আপনি জানতে পারেন, আমার সহিত এত আলাপের জন্য আপনাকে ক্ষুব্ধ হতে হবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে আসুন।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্তীক্ষ।

ডোভর-শিরির।

(তুর্গাধরনি, কর্ডিলিয়া, ডাক্তার ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কর্ডি। হায়! তিনিই হবেন; এইমাত্র তাঁকে দেখা গিয়েছিল, তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় চঞ্চল হয়েছেন; কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান গাচ্ছেন, কখনও বা বিবিধ প্রকার লতা, গুল্ম ও কণ্টকে মস্তক শোভিত করছেন! শত অমুচর চতুর্দিকে প্রেরণ কর; তারা উচ্চশসাপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান পূর্বক তাঁহাকে আমাদের সমক্ষে আনয়ন করুক।

(জনৈক সৈনিকের প্রস্থান।)

পারে কি মানব বুদ্ধি সংযত করিতে পুনঃ

বিক্ৰিষ্ট ইন্দ্রিয় গণে?

আরোগ্য দানিবে যেই, অদেয় কিছুই নাই তার।

ডাক্তার। ভদ্রে! আরোগ্যের আছেয়ে উপায়।

প্রকৃতির খাতী, বিরামদায়িনী নিদ্রা অভাব তাঁহার;

নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন করিতে আছে বহু লতা গুল্ম আদি,
উপকারী ঔষধি সে সব, যার গুণে, নাশি মনস্তাপ
নিদ্রা আসি নিম্নলিখিত করিবে নয়ন ।

কডি । উপকারী ঔষধি সকল, অজ্ঞাত জগতে যে সব,
মম নয়নের দ্বারে হোক বুদ্ধি,
বুকের হউক তাহা আরাম দায়িনী ।
কর সন্ধান তাহার ।

অসংবৃত্ত ক্রোধে যেন সংসার জীবন নাহি হয়,
উপায় বিহীন যেই জীবন ধারণে ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত । শুন ভদ্রে ! সংবাদ আনার ;
ত্রিটেনের সৈন্য আগ্রহান রণস্থলে ।

কডি । জ্ঞাত সে সকলি, সুসজ্জিত বৈজয়গণমোর প্রতীক্ষার অবস্থিত ।
প্রিয় জনক আনার ! তব কার্য্যে ত্রুতী আছি আমি ।
সদাশর ফালি অধিপতি,
হেরি সফরন ভাব, নয়নের ধারা বন,
সদর অন্তরে দানিয়াছেন সাহাবা মোদের ।
ভৈষজ্যে নহে মোরা রাজ্যলাভ আশে ;
ভালবাসা আর প্রিয় জনকের তরে ।
আশা মোর শত্রু করি হেরিতে তাঁহার ।

(প্রস্থান ।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

মষ্টারের দুর্গ কক্ষ ।

(রীগান ও অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ ।)

রীগান । আমার ভ্রাতার সৈন্ত বাহির হয়েছে ?

অস্‌ । হাঁ ভদ্রে ।

রীগান । স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন ?

অস্‌ । অনেক করে তাকে অবতারণিত করা হয়েছে, আপনার ভাগিনী তাঁর অপেক্ষা ভাল যোদ্ধা ।

রীগান । তোমাদের বাটীতে এড্‌মন্ডের সহিত তোমার প্রভুর কোন
কথা বাতী হয় নাই ?

অস্‌ । না ভদ্রে ।

রীগান । আমার ভগিনীর তাকে পত্র লিখবার অথ কি ?

অস্‌ । আমি তো জানি না ।

রীগান । তিনি বিশেষ কার্যে এখান হতে গেছেন । মষ্টারের চপ্প উৎপাটনের পর, তাকে জীবিত রাখা অসম্ভব হয়েছে । সে যেখানে যায়, সেখানেই লোকের মন আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে । আমার বোধ হয়, এড্‌মন্ড তাঁর দৃষ্টে দুষ্ট হইয়াছে, তার নিশাশ্রম সুখহীন জীবনের সমাপ্তির জন্তই গেছেন ; আর বিপক্ষের সৈন্তসংখ্যা অবগত হবারও মতলব আছে ।

অস্‌ । ভদ্রে, আমি পত্র লয়ে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে তাঁর অনু-
সন্ধান করব ।

রীগান । আমাদের সৈন্ত কল্য যাত্রা করবে, অস্ত্র এইখানেই থাক,
পথ বড বিপজ্জনক ।

অন্ । দেবি ! আমি থাকতে পারি না । আমার প্রভু-পত্নীর এই
কার্য্য শেষ না করতে পারলে, আমার কর্তব্যের হানি হবে,
আমারও বিশেষ অনিষ্ট আশঙ্কা আছে ।

রীগান । তাঁর এড্‌মণ্ডকে পত্র লেখার কি আবশ্যক ? তুমি ত বাক্যে
তাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতে পারতে । আমার অস্ত্র রক্ষণ
বোধ হচ্ছে ; চিহ্ন বলতে পাচ্চিনা । আমি তোমায় পূব
মেহ করব, আমার চিঠিখানি খুলতে দাও ।

অন্ । দেবি, আমি বরং—

রীগান । আমি জানি তোমার প্রভুপত্নী স্বামীকে ভাল বাসেন না ;
আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত । গতবারে যখন এখানে
এসেছিলেন, তিনি এড্‌মণ্ডের প্রতি অখমুগ্ধ কটাক্ষপাত ও
স্পষ্ট চাবতাব দেখিয়েছিলেন । আমি জানি তুমি তাঁর গুপ্ত
কথা সব জান ।

অন্ । আমি ?

রীগান । আমি বেশ ভেবে বলছি, তুমি ; আমি বেশ জানি, সেই
জন্মই আমি তোমার বলছি । এটা ধর, পুরস্কার গ্রহণ
কর । আমার স্বামী মৃত ; এড্‌মণ্ড ও আমি পরস্পর
কথাবার্তা করেছি ; তাঁর পক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করা তোমার
প্রভুপত্নী অপেক্ষা সাজে । তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও জানতে
পারবে । তাঁকে এটা দিও ; যখন তোমার প্রভুপত্নী তোমার
নিকট হতে এসব শুনবেন, যদি তাঁকে সুবুদ্ধির কায করতে
বল । এক্ষণে বিদায় ! যদি সেই অন্ধ রাকবিদ্রোহীর সহিত

তোমার সাফাৎ হয়, তবে তার মস্তক ছেদন কর্তে পারলে
বিশেষ পুরস্কার পাবে ।

অস্ । যদি তার সহিত একবার সাফাৎ হয়, তাহলে দেখাই আমি
কোন পক্ষের অনুগামী ।

রীগান । বিদায় !

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

ডোডর সন্ন্যাস ও পাণ্ডুর ।

(মঠার ও কৃষকবেশে এড্‌গারের প্রবেশ)

মঠার । কখন আমরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠব ?

এড্‌গা । আমরা এখনও উপরে উঠছি ; দেখুন না কত কষ্ট করে
উঠতে হচ্ছে ।

মঠার । আমার ত ভূমি সমতল বলে মনে হচ্ছে ।

এড্‌গা । ভয়ানক উচ্চ ভূমি । শুধুন, সমুদ্রের শব্দ পাচ্ছেন না ?

মঠার । কৈ না, নিশ্চয় পাচ্ছি না ।

এড্‌গা । তবে আপনার চক্ষের যন্ত্রণার অপর ইন্দ্রিয়গণও শিথিল
হয়েছে ।

মঠার । হতে পারে ; আমার অনুমান হচ্ছে তোমার স্বপ্নের পরিবর্তন
হয়েছে । তুমি পূর্কোপেক্ষা পরিষ্কার ভাষায় কথাবার্তা
কইছ ।

এড্‌গা । আপনি ভুল বুঝেন ; আমার পোষাক ছাড়া আর কিছুই
পরিবর্তন হয় নাই ।

মষ্টার । আমার বোধ হয় তুমি কথাবার্তী ভাল কইছ ।

এড্‌গা । আসুন মহাশয় ; এই সেই স্থান । দ্বিরভাবে দাঁড়ান ।
কি ভয়ানক, নীচে চাহতে মাথা ঘুরে পড়ে ! বায়স,
যারা শুল্লে উড়ে বেড়ায়, তাদের কিল্লীর অপেক্ষাপ্র বড়
দেখাচ্ছেনা । পাহাড়ের লতাসংগ্রহকারীকে অক্লিন্মে দেখা
যাচ্ছে । ভয়ানক ব্যবসা ! তাহাকে তার মাথার চেয়েও
বড় দেখাচ্ছেনা । বেলাত্‌মে জেলেগুলোকে ছোট ইটের
তায় দেখাচ্ছে ! অদূরে দুই জাহাজ খানিকে জালিবোট
বলে বোধ হচ্ছে ; তার জালিবোট খানাকে ত দেখাই
যাচ্ছে না । না, আর দেখব না । দু'টি মাথা ঘুরে যাও ;
চপে ভাল পড়ে ওড়ুড় করে পড়ে যাব ।

মষ্টার । আচ্ছা, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, এইখানে আমার
হেঁড়ে দাঁড়ি ।

এড্‌গা । আপনার হাত দিন । আপনি শেষপ্রান্ত হতে একটু দূরে
আছেন । পাদিনীর সমুদায় বস্তু গেলেও আমি ওখান থেকে
কখন লোকাতে পারব না ।

মষ্টার । হাত ছাড়ি ; বন্ধু, আর একটা টাকার পলি ধর ; ইহার মধ্যে
একটি রুই আছে, তাহা গরীবের পক্ষে যথেষ্ট । দেবগণ
তোমার সৌভাগ্যবান করুন ! তুমি সরে যাও ; বিদায়
লও ; তোমার গমন বেন শুন্তে পাই ।

এড্‌গা । মহাশয়, তবে বিদায় ।

মষ্টার । সর্দার করণে বিদায় নিচ্ছি ।

এড্‌গা । (স্বগত) ঠাঁর নৈরাশোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ঠাঁর
নৈরাশ্য দূর করবার চেষ্টা করছি ।

মষ্টার । (জানুপাতিয়া) শক্তিমান দেবগণ !

জগত হইতে আজি লইলু বিদায়,
সমক্ষে সবার ত্যক্তিলাম তপভার ধৈর্য্য সহকারে ।
আরও তুংখ সহিবার থাকিলে শক্তি,
রোধ করি অবিরোধী মহা-ইচ্ছা তব,
শির'পরে পাপ রাশি না আশ্রিতাম কভু ;
শুক জীবাশ্রয় মোর পুড়ে পুড়ে হত ভস্ম,
তৈলহীন বস্তিকার সম ।
আশীষ তাহারে, থাকে যদি জীবিত এড্‌গার !
বিদায় ! (লক্ষ প্রদান)

এড্‌গা । উল্লক্ষন প্রাণনাশ তরে ! বিদায় !

পরিত্যাগ করিব না কভু ;
কি জানি, কল্পনা মোহ লুঠি লবে প্রাণ ধনে
এ দেহ ভাণ্ডার হতে,
যবে সে জীবন স্বেচ্ছায় অর্পিত অপহারকের করে ।
মনে জ্ঞান অবস্থান যথা, যদি রহিতেন তথা,
জ্ঞান হত হ'ত এতক্ষণে ।
মৃত না জীবিত ? শুন, মহাশয় ! বহুবর ! শুন !
বাক্য মম প্রবেশিছে কর্ণপথে, কও কথা ?
হতে পারে মৃত্যু এইরূপ ভাবে,
জ্ঞান পুনঃ হতেছে সঞ্চার । মহাশয় ! আপনি কে ?

মষ্টার । যাও, আমাকে মৃত্যুতে দাও ।

এড্‌গা । মহাশয়, আপনি যদি মাকড়সার স্মৃতি, পালক, কিম্বা বাতাস
হউেন, তা হলেও এত উচ্চ হতে পড়লে ডিমের মত ভেঙ্গে

যেতন । মহাশয়, আপনার নিখাস বইছে, রক্ত পড়ছে না, আপনি কথা কইছেন, শরীর বেশ রয়েছে । দশটা মাস্তুল উপস্থাপরি দাঁড় করিয়ে দিলেও খাড়াই ঠিক হয় না, এইটার ঠিক নীচে পড়েছেন ! আপনার অদৃত জীবন, তাই এখনও কথা কইছেন ।

মহার । আমি পড়িছি, না পড়ি নাই ?

এড্‌গা । এই সাদা পড়ির পাহাড়ের উচ্চ চূড়া হতে পড়েছেন । উচ্চতাটা একবার চেয়ে দেখুন ; চাতকপক্ষীকেও এত উচ্চে দেখা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না । একবার চেয়ে দেখুন ।

মহার । হায়, আমার চক্ষু নাই ! হতভাগ্যের কি মৃত্যুতেও অধিকার নাই ? যদি অভ্যাচারীর কোপাগ্নিকে চুপের জ্বালায় উপহাস করতে পারতাম এবং তার উচ্চ অহঙ্কারকে নত করতে পারতাম, তা হলেও জীবনে কিঞ্চিৎ আশা থাকত ।

এড্‌গা । আপনার ৩৭ দিন । উঠুন ; হাঁ, এইরূপে ; এ কি ! এ কেমন ? পায়ের উপর ভর দিচ্ছেন ? আপনি দাঁড়ালেন ?

মহার । বেশ দাঁড়িয়েছি, বেশ দাঁড়িয়েছি ।

এড্‌গা । অদ্বিতের চরমসীমা ! অচ্ছা, পাহাড়ের চূড়ায় যেটা আপনার নিকট হতে চলে গেল, সেটা কি ?

মহার । একটা দরিদ্র অভাগা ভিক্ষুক ।

এড্‌গা । আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌গান, আমার মনে হল যেন তার চক্ষু ত্রী পৃথচন্দ্রের সমান, তার হাজারটা নাসিকা ; শিংগুলো সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ঘোরাল, নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা । আৰ্য্য ! আপনি অতি দৌভাগ্যশালা । যে

পবিত্র দেবতাগণ, জীবকে অসম্ভব কার্য সমাধা করিয়ে
আপনাদিগের মান রক্ষা করেন, তাঁরাই আপনাকে রক্ষা
করেছেন।

মষ্টার। এখন আমার শ্রবণ হচ্ছে। অদ্য হতে স্বয়ং হুঃখভার বহন
করুব, যতক্ষণ না মিজেই ডেকে ধলে, 'যেপেই হয়েছে, আর
না, এষ্টবার মর'। তুমি যার কথা বলছ, আমি তাকে,
মনুষ্য বলে অনুমান করেছিলুম। সে প্রায়ই বলত, 'ঐ ভূত,
ঐ ভূত।' সেই আনাকে ঐ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল।

এড্‌গা। শাস্ত হোন। ধৈর্য্যে চিত্তাধিকারে প্রশ্রয় দিন। কে
আসছে ?

(বন্যাপুষ্পে বিভূষিত লীয়ারের প্রবেশ।)

আপনার জ্ঞানে বহুদূর কাগা হবে, প্রভুর দশন শক্তি বর্ধমান
থাকলেও তত কার্য হবে না। ওঁর জ্ঞান থাকলে কখনই
এরূপ ক'রে সাজতেন না।

লীয়ার। না, টাকা জ্ঞান করেছি বলে আমার কখনই তারা ধতে
পারে না; আমি যে খোদ রাজা।

এড্‌গা। অতর্ভেদী দৃষ্টি !

লীয়ার। সে বিষয়ে শিল্প অপেক্ষা প্রভাবই বড়। এইনাও দাদন নাও।
ও লোকটা কাকতালীন খড়ের পুতুলের মত ধনুক ধরেছে।
কাপড় নাপা গজকাঠি নাও ত। দেখ, দেখ, একটা ছুঁচো !
চুপ, চুপ, এই পনিরটা হলেই খাটা ধরা পড়বে। এই নাও,
এস, তোমার যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমি দৈত্যের সহিতও
যুদ্ধে প্রস্তুত। আমার ভয়ধারা পরাতিক নিয়ে এস। বাঃ বাঃ
বেশ উড়ছ বাজ ! মার ঐ লক্ষ্য, ঠিক মার। বল সঙ্কত বল।

এড্‌গা । হা দৈবর !

লীয়ার । সর ।

মষ্টার । আমি ও স্বর চিনি ।

লীয়ার । হোঃ ! হোঃ ! গনেরিল, শুভশ্রুত ! আমার সঙ্গে কুকুরের খেল খেলালে ; আমার বললে, কাল শ্রুত হবার পূর্বেই শুভ শ্রুত হয়েছে । আমার প্রত্যেক কথাতেই 'হাঁ,' 'না,' করেছে ! 'হাঁ,' 'না' বড় ভাল কথা নয়, বিশ্বাস 'অবিশ্বাস' তাতে টের পাওয়া যায় না । যখন বৃষ্টি আমার ভেতরাচ্ছিল, বাতাস শীতে কাঁপাচ্ছিল, যখন আমার তকুনে বর থামাচ্ছিল না, তখন তাদের আমি বৃষ্টিতে পাবলাম ; তখনই সব টের পেলাম । বাও, ওরা সত্যকথা কয় না । ওরা বললে আমিই সর্বসর্গী, সমস্তরই অধিকারী ; মিথ্যাকথা আমারও কম্পজর ধরে ।

মষ্টার । এসব আমার বেশ স্মরণ হচ্ছে ; মহারাজ নয় ?

লীয়ার । হাঁ, আমি সর্বতোভাবে রাজা । যখন আমি ক্রোধে অভিগ্ন কার, দেখ আমার প্রজাবর্গ কেমন কাঁপে । আচ্ছা ঐ লোকটার জীবন তিন্কা দিলাম । তুমি কি করেছ ? পরদার গমন ? তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে না । পরদার গমনে মৃত্যু দণ্ডাত্তা ! তখনই না ।

মষ্টার । আপনার হস্ত দিন চূষন করি ।

লীয়ার । দাঁড়াও আগে মুছে ফেলি ; এতে বে মৃত্যুর গন্ধ লেগে আছে ।

মষ্টার । ওঃ ! বধবৃত্ত প্রকৃতি ! এই বিশাল বিশ্ব এই রূপেই নয় হবে । আমাকে চিন্তে পারেন ?

লীয়ার । তোমার চক্ষু আমার স্মরণ আছে । তুমি আমাকে নয়ন

ভগ্নী প্রদর্শন করছ ? না, সাধামত কর, অন্ধ মদন ; আমি ভাগবাস্ব না । এই আহ্বানপত্রখানি পড় দেখি ; খালি লেখাটা দেখ ।

মষ্টার । এক একটা অক্ষর এক একটা সূর্য্য হলেও আমি দেখতে পাব না ।

এড্‌গা । আমি শুনলেও ইহা বিশ্বাস করক্কাম না । আমার হৃদয় ভগ্ন হচ্ছে ।

লীয়ার । পড় ।

মষ্টার । কিসে পড়ব ; অক্ষি গম্বর দিয়ে ?

লীয়ার । হাঃ, হাঃ, তুমিও আমার সঙ্গে আছ ? মস্তকে চক্ষু নাই, থলিতে টাকাও নাই ? তোমার চক্ষু ভারি আধারে স্থাপিত, আর টাকা হাল্কা থলিতে আছে ; কিন্তু চারিদিকের ঘটনা সব দেখতে পাচ্ছ ।

মষ্টার । আমি মনশ্চক্ষে দেখছি ।

লীয়ার । কি, তুমি পাগল নাকি ? চক্ষুচীন, তবুও পৃথিবীর ঘটনা সব দেখতে পাচ্ছ ? কান দিয়ে দেখ না কি ? ঐ দেখ, বিচারপতি কেমন চোরের শাস্তি বিধান করছে । শোন, কান দিয়ে শোন ; এর কারাগার ওকে বসাও, বলতে পারবে না কোন্‌টি বিচারপতি আর কোন্‌টি চোর । তুমি কি চাষার কুকুরকে ভিক্ষুককে তাড়া করতে দেখেছ ?

মষ্টার । আজ্ঞে,—

লীয়ার । আর অভাগা, কুকুরের কাছে থেকে পালাচ্ছে ? ঐখানেই প্রভুত্বের মহান্ চিহ্ন দেখতে পাবে । আপনার কোটে কুকুরও বড় । ওরে ঐ বিট্‌লে পান্নি ! তোর ঐ রক্তমাথা

হাত থামা । কেন ত্রি বারান্নাকে চাবুক মার্ছিস ? নিজের
পিঠের কাপড় তোলা ; নিজেই ত্রি কাজ চাস্. আবার তার
জন্য চাবুক লাগাচ্ছিস ? হৃদযোরে শঠকে ফাসী দিতে চায় ।

বাহিরায় ক্ষুদ্র দোষ চীরবাস ভেদি,

বচনূলা পরিচ্ছদ আবরে সকাল ।

কাকনের আবরণে ঢাক পাপরশি,

তথ্য হবে জায়-ভল্ল না দানি আঘাত ;

চীরবাসে ঢাকছ তাহায় ;

বিদ্ধ হবে বামনের তৃণাঘাতে ।

দণ্ড আক্সা প্রদানিতে ক্ষমতা : আমার,

তাই কহি বাদি-জিহ্বা করিব নিষ্কাশ ;

নাগ পর বলি অপরাধী করিব তাহায় ;

পাপ না আচরে কেহ ।

চক্ষে দাও আবরণ, শঠ রাজনীতিবিদ সম ভিন্নভাবে হের সব ।

এই—এই—এই ।

অ দার পাতকা পুলে দাও : জোরে, জোরে ।

এড্গা । সঙ্কল্প অসঙ্কল্প মিশ্রিত বচন ; সূক্ত মন্ত তায় !

লীয়ার । আমার চরিত্রাণ্য হেরি, যদি নয়নেতে করে নীর তব ;

ধর চক্ষু মোর ।

জানিয়াছি তোমা, প্রষ্টারের অধিপতি তুমি ।

ধৈর্যধর ; কাঁদিয়ে এসেছি হেথা জাননা কি তুমি

ধরাধামে শাস যবে করেছি গ্রহণ ক্রন্দন তখন হতে ?

দিব উপদেশ, হের মম প্রীতি ।

প্রষ্টার । হায়, হায়, কি দুর্দিন এবে !

লীয়ার। জনম লভিগু যবে, কীদিগু তখন
 বাতুলের রসস্থলে আগমন হেতু।
 সুন্দর শিরদ্বাগ এই। সুন্দর চাতুরী,
 ঘোড়ার খুরে কাপড় বেধে দেওয়া।
 আমি উহার পরীক্ষা করিব। যখন চুপি চুপি জানাতাদের
 ওপর গিয়ে পড়ব, তখন মার, মার, মার, মার।
 (অমুচরণসহ অনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

ভদ্র। এই যে, হুনি এখানে। ধর, ধর। মহাশয়, আপনার প্রিয়
 কণ্ঠা—

লীয়ার। আমার রক্ষা করে, এমন কি আমার কেউ নেই? কি আমি
 বন্দী? আমি ভাগদেবীর ক্রীড়া-সামগ্রী; আমার প্রতি
 ভাল ব্যবহার করো। তুমি আমার মুক্তিমুলা পাবে।
 একজন অসুপায়ী আমার ডেকে দাও; আমার মস্তিষ্ক ক্ষত
 হয়েছে।

ভদ্র। আপনি সবই পাবেন।

লীয়ার। আমার সাহায্য করবার কি কেউ নেই? আমি একাকী?
 এতে যে মানুষকে হুনের মানুষ করে, তার চক্ষু দুটিকে
 শরতের ধূলি মিথারক উদ্যানে জলসেকের ঝারিতে পরিণত
 করে।

ভদ্র। মহাশয়;—

লীয়ার। আমি বরের মত সাহসের সহিত মরব। এ্যা! আমি আনন্দ
 করব: নাও, নাও; আমি রান্না, সে সব খবর রাখ কি
 মহাপ্রভুগ?

ভদ্র। আপনি মহারাজ, আমরা আপনার আজীবন।

লীয়াৰ । তবে এখনও আশা আছে । যদি চাও, তবে দৌড়ও । সা,
সা, সা, সা ।

(সবেগে প্ৰস্থান, অমৃতৰ বৰ্গেৰ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ।)

ভদ্র । হেন দৃশ্য অতি দুঃখকর নীচ জনে, কিবা কথা সম্ভাটের !
আছে এক তনয়া তোমার,
উদ্ধারিতে যত্ন বার দারুণ দুৰ্দশা হ'তে,
করিয়াছে বাহা অল্প কতাদয়ে ।

এড্‌গা । স্বাগত, চে মহাশয় ।

ভদ্র । কুশল সকলি । কিবা অভিপ্ৰায় তব ?

এড্‌গা । বুদ্ধবাস্তা শুনেছ কি কিছু ?

ভদ্র । নিশ্চয় সকলি ; শব্দজ্ঞান আছে বার, শোনে সেই ।

এড্‌গা । অনুমান কিবা তব ? কতদূরে অপর কাহিনী ?

ভদ্র । আপ্তয়ান প্ৰায় ; পতি পলে মনে হয়
প্ৰধান বাহিনী উপনীত হবে দৃষ্টিপথে ।

এড্‌গা । ধন্তবাদ ! ইহাই ভিক্ষাসা মোর ।

ভদ্র । যদিও রাণী বিশেষ কারণ বশতঃ এখানে এসেছেন, তাঁর সৈন্ত
চালিত হতেছে ।

এড্‌গা । ধন্তবাদ মহাশয় !

(ভদ্রলোকের প্ৰস্থান)

স্টোৱ । চির করুণা-আকর হে অমরগণ ! লহ এ জীবন ;
যেন হুট বুদ্ধি মোর প্ৰলোভিত নাহি করে মোরে
জীবনীলা সমাধা করিতে পুনঃ,
ঈজিত কালের না হতে পূরণ ।

এড্‌গা । তাত ! আৰ্হনা আমাৰ ।

মষ্টার। কে তুমি ?

এড্‌গা। অতি দরিদ্র মানব, উৎপীড়িত ভাগ্যের ভাঙনে ;

তথ্যভার বহিয়ে সত্তত,

শিপিয়াছি হইবারে সদা পরতথ্যেতে কাতর।

দেহ কর, লয়ে যাব আগ্নেয়ের স্থানে।

মষ্টার। অস্তরের ধন্যবাদ মম ; দৈবের আশীর্বাদ

পুনঃপুনঃ হোক নিপতিত তব শিরে।

(অন্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

অন্‌। পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে ! অতি সুখের সংবাদ ! তোমার

ঐ চক্ষুহীন মন্তক আমার ভাগ্যোন্মত্তি বিধান করতে সচ

হয়েছিল। ওরে বৃদ্ধ, হতভাগ্য রাজদ্রোহী ! নিজ গত

জীবনের পাপ অশ্লশোচনা কর। এই স্থাখ্‌ তোমার হত্যার

অন্ত তরবারি উত্তোলিত হয়েছে।

মষ্টার। যেন তোমার উপকারী কর প্রচুর বলে বলীয়ান হন।

(এড্‌গার বাধা দিয়া)

অন্‌। ওরে নিভীক কৃষক ! কেন তুই ঘোষিত রাজবিদ্রোহীর

পক্ষ অবগমন করছিস্‌ ? যা, যেন ওর হতভাগ্য তোমার উপর

সংক্রামিত না হয়। ছাড়্‌, ওর হাত ছাড়্‌।

এড্‌গা। হু মুশই মু সহজে ছাড়ব না।

অন্‌। ছাড়, তা না হ'লে মরবি।

এড্‌গা। মুশর পথদেহেন ; মোদের ষাতি দেন। কি ডর দেহান, ডর তো

রাহিনা। বুয়ার কাছে আইসন না, খবরদার। এহনি দেখবেন

মোর লাঠি কি তোমার মাথা কোন্‌জ শক্ত। সাক্‌ কথা মুশর।

অন্‌। দূর হ গোবর গাদা !

এড্‌গা। দাঁত গুরারে দিব মুশয় ; আইসেন, লড়ায়ের ডর করছি না ।

(পরস্পর যুদ্ধ, এড্‌গার কড়ক আহত)

অম্। ক্রীতদাস আমাকে মেরেছি। পাবণ্ড, আমার টাকার খ'লনে ; যদি তোর সময় ভাল হয়, আমার দেহ কবরস্থ করিস্। আহা : অকালে প্রাণ হারালাম ! (মৃত্যু)

এড্‌গা। আমি তোকে খুব চিনি। কাজের লোক তুই পাষণ্ড ;
তোর প্রভুপত্নীর পাপের সাহায্যকারী ।

লমটার। কি, ওঁকি মরে গেছে ?

এড্‌গা। আর্ঘ্য ! বসুন, বিশ্রাম করুন ; এর জেব অমূল্যমান কারি ;
যে পত্রের কথা বল্লে, তার দ্বারা আমার উপকার হ'তে
পারে দেখি ; খোল, মোড়কের মোম খোল ; সমাজগীত,
আমায় দোষ দিও না ; আমাদের শত্রুর মনোভাব জানবার
জন্তু তাদের অন্তঃকরণ বিদারি করতেও প্রস্তুত ; তাদের
চিঠিপত্র খোলায় কোন অপরাধ নাই । (পত্রপাঠ) আমাদের
পরস্পরের শপথ যেন মনে থাকে । তুমি তাকে কেটে
ফেগ্‌তে অনেক সুবিধা পাবে । যত্বপি তোমার ইচ্ছার
অভাব না থাকে, সময় ও স্থান সুবিধাজনক হবে । যদি
সে জয়ী হয়ে ফিরে আসে, তবে কোন লাভই নাই ; তাহলে
আমি বন্দী, এবং তাহার শয্যাই আমার কারাগার । সেই
দৃণিত স্থান হতে আমার উদ্ধার কর, এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ
ঐ স্থান পুরস্কার লাভ কর ।

তোমার--স্ত্রী, বড় সাধ বলিতে--

“স্নেহের দাসী”

গনোরল ।

গোঃ, সীমান্তীন রমণীর কাম !
 বড়বয়স নাশিবারে সজ্জন পতির প্রাণ :
 পরিবর্তে তার লভিবারে সাপ ভ্রাতাবে আমার।
 এই বালুকা রাশিতে দেহ তব করিব নিহিত।
 রহ হেথা, হত্যা কারী ব্যভিচারী সাধী।
 যথাকালে এষ্ট লঙ্কাকর পত্রে
 বলসিব এল্লবেনীত আশি ;
 তব সূতা শুশ্রূষা আঁর জানা তার সমুচিত।

মন্ত্রী। উন্নত ভূপতি। নীচ ইন্দ্রিয় আমাঙ্ক
 ভিন্নভিন্ন করে নাই জ্ঞানধারা মন !
 স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমি দুখভার বহি।
 ছিল ভাল হইলে বাতুল।
 দুখ হতে চিন্তা মম করিত প্রভেদ ;
 লীন হ'ন যে সকল জ্ঞান, বিকৃত মস্তিষ্কে নোর।

এড্‌গা। দেহ কর মোরে।

(দূরে বণচক্কা ধ্বনি)

তুনি দূরে কাড়ার নিনাদ ;
 এস আস্ত অগ্রসরি, বন্ধ পাশে স্থাপিব তোমার।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।



করাসী শিবির ।

শয্যা'পরি লীয়ার—সুমধুর বাগ্ধবনি—

ভদ্রলোক ও অজ্ঞাত অমুচর আসীন ।

(কড়িলীয়া, কেণ্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ)

কড়ি । সদাশয় কেণ্ট মহোদয় !

কেমনে জীবনে মম শোধিব তোমার ক্ষণ ?

ক্ষণভায়া জীবন আমার,

না দানিবে সময় প্রচুর, সব চেষ্টা হইবে বিফল ।

কেণ্ট । উপযুক্ত পুরস্কার স্বীকারে বিধান ।

বর্ণনার অমুযায়ী কার্য্য, রঞ্জিত কৃষ্ণিত তাহে নাই ।

কড়ি । নব বস্ত্র করুন পিন্ধন ।

হেন বেশ পূর্নস্মৃতি জাগায় অন্তরে ;

প্রার্থনা আমার, পরিত্যজ হৈহা ।

কেণ্ট । ভদ্রে ! ক্ষম মোরে ; আত্ম-প্রকাশ এক্ষণে

বাধা দিবে অভিপ্রায়ে মম ।

অমুরোধ মোর প্রকাশ না কর মোরে

যদবধি নাহি হেরি উপযুক্ত কাল ।

কড়ি । হবে কার্য্য তব অতিমত মহাবান !

কেমন আছেন নরপাল ? (ডাক্তারের প্রতি)

ডা । ভদ্রে ! এখনও নিদ্রিত !

কড়ি । সদয় দেয়তাগণে, কর আয়োগ্য প্রদান ।

ক্ষিপ্ত প্রকৃতির ভগ্নে, অসঙ্গত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়চর,

তব কৃপাবলে সংঘত হউক পুনঃ,

এবে শিশুসম বুদ্ধ পিতার আমার ।

ডা। অমুমতি হলে, নিদ্রাভঙ্গ করিব রাজার ;

বহুক্ষণ নিদ্রাগত তিনি ।

কডি। নিজ-জ্ঞানে হইবে চালিত ;

কর কার্য্য নিজ আভিপ্রায় মত,

সুখ বাসে তাঁরে করেছ কি সুসজ্জিত ?

ডা। হাঁ ভগ্নে ! ঘোর নিদ্রাকালে পরায়ৈছি নব বস্ত্র ।

ডা। রহন নিকটে, যবে ওঁরে করি জাগরিত ;

জাগরণে হবে পুনঃ জ্ঞানের সঞ্চার,

নাহিক সন্দেহ ইথে ।

কডি। আচ্ছা ।

ডা। আয়ুন নিকটে ; উচ্চ কর বস্তুধ্বনি ।

কডি। পিতঃ ! পিতঃ ! মম এ জীবন,

সজীবনৌ ঔষধির সম, উজ্জীবিত করে যেন পুনঃ ।

এই চূষনে আমার হোক সম্পূরিত

গুরুতর ক্ষতি, করিয়াছে বাহ্য

ভয়ঘোর মোর, হেন মাত্র গুরুজন প্রতি ।

কেণ্ট। দয়াময়ী রাজবালা !

কডি। নাহি যদি হতে তুমি অনন্দদাতা পিতা,

তথাপি পলিত কেশ তব শিরোপরে

নিরোজিত তাহাদের সঙ্করণ আচরণে ।

এ বয়ান কভু পারে কি তিষ্ঠিতে

রণমুখী প্রতিবন্দী বায়ু প্রতিকূলে ?
 পারে কি রহিতে স্থির বিভীষণ অশনি আরাবে ?
 তিরগাত চঞ্চলার চঞ্চল আলোকে ?
 আহা, পরিত্যক্ত—শূন্ত শিরে !
 মম শত্রু সারমেয় যদি দংশিত আমার
 এহেন নিঃশবে, রাখিতাম তারে অতি সমাদরে
 মম চুল্লী পাশে দিয়ে স্থান ।
 তুমি কি আমার পিতা ! ছিলে আনন্দিত,
 শূকর সহিত গুহা অভ্যন্তরে,
 অধম ভিক্ষুক মনে, ক্ষুদ্র ভূগোপরি ?
 হায়, হায় ! আশ্চর্য্য মানিলু,
 জ্ঞানশক্তি তব জীবনের সহ হয় নাই অবসান ?
 এই যে উঠেছেন, এইবার কথা কই ।

ডা। হাঁ, এই উপযুক্ত সময়, এইবার ।

কডি। কেমন আছেন প্রভু, কিরূপ রাজন !

লীয়ার। আঃ কি কহে ? কেন আমার কবর হতে তুলে ? তুমি
 দেখছি এক সাধু আত্মা ; কিন্তু আমি যে এক আগুনের
 চাকার বাধা রয়েছি, আর গরম সিসের মত আমার চপের
 জল যে আমার পোড়ানো ।

কডি। মহারাজ ! বলুন দেখি আমি কে ?

লীয়ার। তুমি এক মুক্তাত্মা, আমি জানি । কবে মরেছিলেন বল দেখি ?

কডি। এখনও, এখনও ভ্রাম্যমান মতি ।

ডা। উনি এখনও সম্পূর্ণ আগরিত হন নাই । কিছুকণের দ্রুত
 একাকী থাকতে দিন ।

লীয়ার । আমি ছিলাম কোথায় ? এখন কোথায় আছি ? উজ্জল
দিবালোকে ? ঘোর অনিশ্চিত প্রতারণিত । অপর কাহাকে
আমার মত দেখলে বোধ হয় আমিই করুণারসে আত
হতাম । কি বলি তা ত বুঝতে পাচ্ছি না । আমি শপথ
করে বলতে পারি না যে এ ডটা আমারই হাত । আচ্ছা
দেখি, আমি তো এই ছুঁচ বৈধা টের পাচ্ছি । হায়, যদি
আমার অবস্থা নিশ্চিত জানতে পারিতাম ।

কডি । তাত ! হের মোর প্রতি, উত্তোলিত করহয়ে আশীষ আনায়ে
না, না নত জানু, একি ! নহেত উর্জিত তব ।

লীয়ার । প্রার্থনা আমার, উপহাস করিও না মোরে ।

অতি মূর্খ, হীনবুদ্ধি, বুদ্ধ আমি,
অশীতির উদ্ধ বয়ঃক্রম, এক ঘটিকাও উন বা অধিক নহে ।
বলি স্পষ্টভাবে এখনও সন্দেহ মোর, বৃষ্টি প্তরনহে মোর মতি ।
বোধ হয় জানি তোমা, আর ঐ জনে, তথাপি সংশয় মোর ।
জানি নাহি কোন স্থান এই ;
স্মৃতিপথে নাহি আসে এই পরিচ্ছদ মোর ;
নাহি জানি গত নিশি যাপিলু কোথায় ।
না কর বিদ্রূপ মোরে, জানি সুনিশ্চিত
এই নারী কডিলীয়া তনয়া আমার ।

কডি । আমি, আমি তোমারই তনয়া ।

লীয়ার । সিক্ত অশ্রুনীরে ? না, না, অমুরোধ মোর ক'রোনা রোদন ।
থাকে যদি তব পাশে ডীও হলাহল, দেহ করি পান ।
জানি ভাল মতে, তুমি নাহি ভাল বাস মোরে ;
মনে পড়ে পীড়িয়াছে ভয়গণ তব

বিসদৃশ আচরণে সমধিক মোরে ;
যুক্তিমতে পার তুমি পাঁড়তে আমারে,
আছে কারণ তোমার, তারাতী পারেনা কভু ।

কডি । নাহিক কারণ মোর, নাহিক কারণ ।

লীয়ার । আমি ক হুসে ?

কেণ্ট । না মহাশয়, আপনারই রাজ্যে ।

লীয়ার । প্রতারণিত নাহি কর মোরে ।

ডা । শাস্ত হোন ভদ্রে ! নিলাপিত নিঃসদেহে
কোপায়ী ভীষণ । এখনও নেহারি বিপদ ;
নরপাল যেন নাহি জানে উন্মাদের কালে
ঘটিল যে সব : প্রের ঠুঁরে গৃহ অভ্যন্তরে ;
যদবধি গির নহে মতি, করিও না উত্থাপ্ত তাঁহার ।

কডি । বায়ু সেবনে বাবেন কি ?

লীয়ার । তুমি যদি রহ পাশে ।

ধর মোর অগুরোধ, কর মোরে ক্ষমা
হও বিস্মৃত সকলি, গীনভাগ্য বৃদ্ধ আমি ।

(কেণ্ট ও ভদ্রলোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ভদ্র । কর্ণওয়াল কি সত্যই ঐকপে হত হয়েছেন ?

কেণ্ট । নিশ্চয় ।

ভদ্র । এখন তার সৈন্তগণের নেতা কে ?

কেণ্ট । শুন্ছি মষ্টারের জারজ পুত্র এডমণ্ড ।

ভদ্র । সকলে বলছে যে তাঁর পুত্র এডগার কেণ্টের সহিত জর্মানিতে
আছেন ।

কেণ্ট । জনপ্রতি পরিবর্তনশীল । এইবার সতর্ক হওয়া আবশ্যিক ;

রাজ্যের সৈন্যগণ এক্ষণে রণাভিমুখে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে।

ভদ্র। রক্তস্রোত প্রবাহিত হলে, তবে ইহার নিম্পত্তি হবে। বিদার
মহাশয়!

(প্রস্থান)

কেট। সময় উদ্দেশ্য মোর নির্ণীত এক্ষণে,
ভাল মন্দ হব স্রোত আজিকার রণে।

(প্রস্থান)





পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

ডোভর সম্মিহিত ব্রিটিস শিবির ।

(তুর্গাধ্বনি) (এড্‌মণ্ড, রোগান, ভদ্রলোক ও সৈন্তগণের প্রবেশ ।)

এড্‌ । জ্ঞাত হও, পূর্নভাব যদি পোষণে এল্‌বেণী,
কিহা ভিন্ন ভাবে বাতায় ঘটেছে তায় ।
অনিশ্চিত মতি গতি তাঁর, পদে পদে দেন আশ্বদোষ,
স্থির অতিপ্রায় তার আন শীঘ্র করি ।

(ভদ্র লোকের প্রস্থান)

রোগান । ভগিনীর ভ্রাতার নিশ্চয় কোন বিপদ বটেছে ।

এড্‌ । সংশয় তাহাতে, ভদ্রে !

রোগান । প্রিয়তম ! কুশল বিধানে তব আন্তরিক ইচ্ছা মোর,
আচ্ছ অবগত, বল দেখি—সত্য করি—
ভালবাস কিনা—ভগিনীকে মোর ?

এড্‌ । ভালবাসা তথা মর্যাদার অগ্ররূপ ।

রোগান । তার আলাপ কিংবা না ওভ্‌ প্রিয়তম !

প্রেমভাবে করিও না সখ্য স্থাপন ।

এড । শকা হৃদে নাহি দাও স্থান ।

সমাগত দৌছে ।

(এল্বেগী, গণেরিল ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

গণে । (স্বগত) যুদ্ধে পরাজয় বরঞ্চ সহিব, কিন্তু সহিতে নারিব ।

এই ভয়ী মোর করিবে শিখিল, প্রেমবন্ধন দৌহার ।

এল্ । প্রিয়তমা ভগিনী মোদের ! সাক্ষাৎ স্মরণে ।

মহাশয় ! শুনিহু বারতা, মহারাজ সম্মিলিত তনয়ার সনে
আর আর অগ্রজন সহ , কঠোর শাসন বলে দূরীকৃত যারা ।

না জাগে সাহস হৃদে, সত্যতার স্থান না রহিলে ।

ফ্রান্সেরে করিতে দূর উচিত মোদের,

বিপক্ষে মোদের তারা যুদ্ধে আগ্রহান ;

কিন্তু দানিয়াছে সাহায্য রাজায়,

দিয়াছে আশ্রয় যত দূরীকৃত সভাসদগণে,

ভাই ভাবি কেমনে ধরিব তাদের বিরুদ্ধে ।

এড্ । মহাশয়, মহাত্ম-বাজক বাণী তব ।

রীগান । যুক্তি তর্কে কিবা প্রয়োজন ?

গনে । কর চমু সমাবেশ অরিনাশ তরে,

গৃহ বিবাদেরে এবে নহে অবসর ।

এল্ । রণদক্ষ বীরপাশে মস্তনায় তরে চল যাই জানিতে সুবিধি ।

এড্ । পশিয়ে শিবিরে তব করিব সাক্ষাৎ ।

রীগান । ভগিনি ! যাবে কি মোদের সাথে ?

গনে । না ।

রীগান । উচিত গমন তব, প্রার্থনা আমার এস মোদের সংহতি ।

গনে । (স্বগতঃ) হঁ, বুঝিয়াছি রহস্ত ইহার । যাই আমি ।

(প্রস্থানকালে ছদ্মবেশে এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা। আমার তায় দরিদ্রের সহিত যদি কখনও আলাপ করে থাকেন, আমার একটা কথা শুনুন ।

এল্‌। আমি তোমাদের শোয়ই ধরছি । আচ্ছা বল ।

(এল্‌বেনী ও এড্‌গার ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

এড্‌গা। যুদ্ধ করিবার পূর্বে এই পত্রখানি গুলিবেন । যদি যুদ্ধে জয়ী হয়েন তা হলে যে পত্রখানি এনেছে তার অস্থানার্থে দেবী-
' নিনাদ করিবেন । যদিও আমার একরূপ হীন বেশ, তথাপি আমি একরূপ যোদ্ধা উপস্থিত করব, যে পত্রলিখিত বিষয়ের সার্থকতা সপ্রমাণে সক্ষম হইবে । যদি যুদ্ধে গতাস্থ হয়েন, আপনার পাণ্ডিবে লীলাসহ বড়যন্ত্রেরও অবসান হইবে । ভাগ্যদেবী আপনার উপর স্তম্ভপ্রসন্ন হউন ।

এল্‌। দাঁড়'ও অগ্রে পত্রখানি পাঠ করি ।

এড্‌গা। তাহাতে আমার নিবেদন আছে : সময় উপস্থিত হলে ভোরস্বর্গনি নাত্রই আমি উপস্থিত হব ।

এল্‌। আচ্ছা বিদায় । আমি তোমার পত্রপাঠ করিব ।

(এড্‌গারের প্রস্থান)

(এড্‌মণ্ডের পুনঃপ্রবেশ)

এড্‌। শত্রু সম্মুখে ; আপনার সৈন্ত সজ্জিত করুন । এই দেখুন অতি সাবধান সহকারে তাহাদের সৈন্তসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে ; কিন্তু আপনাকে বিশেষ স্তব্ধ হতে হবে ।

এল্‌। আমি সময়ের অনুগামী হব । (প্রস্থান ।)

এড্‌। দুই ভগ্নীকেই আমি ভালবাসা জানিয়েছি ; তাগা অহি নকুলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের ঈর্ষা করে । এখন

কাহাকে গ্রহণ করি ? হুজনকেই ? না, একজনকে ? না, কাহাকেও না ? উভয়েই জীবিত থাকলে কেহই ভোগে আসুবে না । যদি বিধবাকে গ্রহণ করা যায়, গণেরিল জলে গিয়ে একেবারে খেপে উঠবে ; ওর স্বামী জীবিত থাকতে আমার মতলব হাসিল হবে না । এখন বৃদ্ধের সময় তার সাহায্য নিতে হবে ; বৃদ্ধটা শেষ হলে সে নিজেই ওর মৃত্যুর শীঘ্রই বন্দোবস্ত করবে ; ওর মরণে তার বড়ই ইচ্ছা । লীয়ার ও কর্ডিলীয়ার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ক্ষমা করবার ইচ্ছা, কিন্তু বৃদ্ধ শেষ হলে তারা যদি আমার কবলে এসে পড়ে, তাহা হলে কখনই তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে না ।

আমার আপনরাজ্য, আপনি রক্ষক,
বুখা বাদ অনুবাদে কিবা আবশ্যক ।

দ্বিতীয় গর্তাক ।

শিবিরবর মধ্যস্থ প্রান্তর ।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি ; লীয়ার, কর্ডিলীয়া এবং সৈন্যগণের
রক্তমঞ্চে প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সকলের প্রস্থান)

(এড্‌গার ও মটোরের প্রবেশ ।)

এড্‌গা। আর্ঘ্য ! এই বৃদ্ধের শীতল ছায়ায় অতিথিসংকার লাভ
করুন ; প্রার্থনা করুন যেন ধর্মের অন্ন হয় । যদি আমি
পুনরায় ফিরে আসতে পারি, আপনার সুখ বিধান করব ।

মষ্টার । ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন । (এড্‌গারের প্রস্থান ।)

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি, পলায়ন এড্‌গারের পুনঃপ্রবেশ ।)

এড্‌গা । পালান, পালান ; এস্থান ত্যাগ করুন ; আপনার হাত দিন,
চলুন ; রাজা লীয়ার যুদ্ধে পরাজিত, তিনি ও তাঁহার কন্যা
ধৃত । আমার হাত ধরে শীঘ্র আসুন ।

মষ্টার । আর কোথায়ও যাবনা ; এখানেও একটা মানুষ মরে পড়ে
পচতে পারে ।

এড্‌গা । কি, পুনরায় দৃষ্টিশূন্য ? মানুষকে অংশাই ভগতে আস্‌বার
নার্য প্রস্থানের সময় পশ্চাদ্‌ অশ্রুত কল্পে হবে ; প্রস্তুত
থাকলেই হ'ল । এখন আসুন ।

মষ্টার । যথার্থই বলেছি । (প্রস্থান ।)

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

ডোভর সরিহিত ব্রিটিস শিবির ।

(রণজয়ী এড্‌মণ্ড ; লীয়ার ও কডিলায়া বন্দীভাবে ;

রণধাক্ষ ও সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

এড্‌ । কতিপয় প্রধান সৈনিক উহাদিগকে লইয়া যাও ; যতক্ষণ
পর্যন্ত যাহাদের হস্তে উহাদের বিচারের ভার তাঁহাদের
অনুমতি না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তমরূপে পাহারা
দাও ।

কডি । সাধু অভিপ্রায়ে হায়, কুফল লভিতে নহেত প্রথম মোরা ।
 তব তরে শুধু বিজীত রাজন্ হেন হান, অবনত আমি,
 নিজতরে করিতাম অবহেলা চুর্দ্দেবের দারুণ ক্রকুটী ।
 হেরিতে বাসনা মম, স্ত্রুতাগণে তব, ভগিনীগণেরে মোর ?

লীয়ার । না, না, না, না ! এস যাই কারাগারে মোরা ;
 পিঞ্জরে বিহঙ্গ সম গাহিব ছুজনে,
 আশীর্বাদ মোর কাছে মাগিবে যখন,
 জামুপাতি ক্ষমা আমি যাচিব তখন ।
 এতরূপে কাটাইব কাল প্রার্থনা করিয়ে,
 গাহি গান, বর্ণনা করিয়ে পূর্ণ গাথা,
 হাস্য করি নানা বর্ণ প্রজাপতি হেরি,
 আর শুনি রাজ্যের সংবাদ শঠ প্রতারকপাশ
 শুনিব আবার কেবা জিনে, হারে কেবা,
 কোন পক্ষ, প্রাধান্য লভেছে,
 হারায়েছে কোন পক্ষ তাহে ;
 জানিব এমতে জীবের রহস্য যত ঈশ্বরের শুশ্রূষার সম ।
 যাপিব জীবন দৌহে দুর্ভেদ্য কারার মাঝে আকার বেষ্টিত,
 উচ্চ নর শ্রেণী মাঝে, অস্থির নিয়ত যারা,
 চক্রেতেজে সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি সম ।

এড্ । লয়ে যাও উহাদের ।

লীয়ার । মা কড়িনীয়া ! হেন আশ্ববিসর্জনে দেবগণ সৌগন্ধ ছড়ান ।
 পাইলু কি তোমা ? বিভিন্ন করিবে যেই আমা দৌহে এবে,
 শরণের অমুসতি লভি ; বিবরে ঐশ্বানি
 বহি শৃগালের প্রায় তাড়াইবে দৌহে ।

মুছে ফেল ও নয়ন ; এস বাই মোরা ।

(সুরক্ষিত লীয়ার ও কডিলায়ার প্রস্থান ।)

এড্। শুন রণাধ্যক্ষ ; এই পত্র ঞানি লয়ে যাও তুমি কারা অভ্যন্তরে
(পত্র প্রদান ।)

উচ্চতর পদে আমি স্থাপিমাছি তোমা ;

আমার নিদেশ মত কর কাণ্ড যদি,

সৌভাগ্যের অঙ্কে পাবে স্থল ;

জ্ঞান ভালমতে মানব সময়ধীন ।

মমতার স্থান নাহি অসি-বারী সন্দে ;

যুক্তি গিজ্ঞাত্তের নয় তব কাণ্ড গুরুতর

হর বল 'সমাধা করিব,' নহে লও আশ্রয় অপর, লভিতে কুশল ।

রণাধ্যক্ষ । অবশ্য সাধিব প্রভু !

এড্। যাও তবে ; সাধি কাণ্ড, সুরক্ষক বারতা দানিবে,

দেখ এইক্ষণে এই কাণ্ড করবে সমাধা আমার নিদেশ মত ।

রণা । না পারি গাড়ি টানতে, না পারি শুকনা ছোলা খেতে ।

মাহুখের করবার মত কাব হলে অবশ্য ক'র্ব্ব । (প্রস্থান ।)

(এল্বেনী, গণেরিল, ব্রীগান, অপর রণাধ্যক্ষ ও

গৈন্যাগণের প্রবেশ ।)

এল্। মহোদয় ! বংশের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছ আজি,

ভাগ্যদেবী সুপ্রসঙ্গ তব প্রতি ; অদ্যকার রণে বিপক্ষ মোদের,

বন্দী আজি তব করে । উপহৃত কর তাহাদের ;

কার্য্যমত কল আমাদের নিরাপদ লক্ষ্য করি, লভিবে তাহারা ।

এড্। মহাশয়, হেরি বৃক্তিবৃক্ত রেখেছি আবদ্ধ ;

হীনভাগ্য বৃদ্ধ সম্মাটেরে, নিয়োজিয়ে রক্ষীগণে ।

গুরু বরোভারে যার, রাজ উপাধিতে বিশেষতঃ
 গুপ্তমস্ত্র আছেয়ে নিহিত, যাছে দয়াধারে পূর্ণ হবে সাধারণ সদি,
 ধরিবেক আজ্ঞাবহ সৈন্যগণে যাছে
 মোদের প্রদত্ত ভল্ল বিরুদ্ধে মোদের ।
 আছে রাণী সেই সনে, সেই সে কারণে ;
 প্রস্তুত তাহারী, হবে উপন্যাস বিচারের স্থলে
 কালি কিম্বা নির্ধারিত কালে ।
 শ্বেদসিক্ত কলেবর এবে, ঝরিছে শোণিত তাহে ;
 মিত্র হারায়েছে রণে মিত্রে ; ভুঞ্জে রক্তকেশ যারী,
 রণমন্ডে ত্রায় যুদ্ধে দেয় অভিলাষ ।
 কর্ভিপীয়া লীয়ারের ভাগ্যানিরূপণ স্থল নয় এট ।

এল্ । ক্ষম মোরে, মহাশয় !
 যুদ্ধে তুমি প্রজা সম অধীন আমার,
 সমকক্ষ নহ কদাচন ।

রীগাণ । আমাদের ইচ্ছা পরে নির্ভর তাহার,
 এতদূর বাক্যব্যয় করিবার পূর্বে, আছিল
 উচিত তব জানিবারে অভিপ্রায় মোর ।
 মম বাহিনী চালক ইনি, প্রাপ্ত প্রভুত্বের ভার,
 সমকক্ষ নহে বা কেমনে তব ?

গণে । নাহি হও উত্তেজিত হেন, উচ্চ উনি আপনার গুণে,
 রঞ্জিত পদবী বিনা, তোমার কথিত ।

রীগাণ । মম সঙ্গে সম্মুখান যবে, উচ্চতম সহ সমকক্ষ উনি ।

গণা । হত তাহা ভাল মতে হ'লে পতি তব ।

রীগাণ । রহস্যকারীরা প্রায় ত্রিকালজ হয় ।

গণা । চমৎকার, চমৎকার,

হেরেছিল বক্রভাবে কুটিল নয়নে, কহে ছিল যেই ।

রৌগাণ । ভদ্রে ! অশ্রু শরীর মোর, নহে

ভাণমতে দানিতাম যোগ্য প্রতাস্তর ।

সেনাপতি ! লহ তুমি মোর সৈন্যগণে,

বন্দীগণে, পিতৃধনে আর,

যথা ইচ্ছা তব মোর সম কর কার্যা নিব্বাহণ ;

আশ্রয় সমর্পিত । সাফ্য হও জগত ইহার,

এইক্ষণে বরিত্ব হে বীর তোমা, মোর প্রভু আর অধীশ্বর পদে ।

গণা । সাধ কি লো তোর ভুক্তিতে উচায় ?

এল্ । শুধু তব ইচ্ছামত কার্যা হবে না সাধিত ।

এড্ । নহে তব যেচ্ছামত মহাশয় ।

এল্ । হবেরে আরজ ! মোর ইচ্ছামত কার্যা ।

রৌগাণ । (এড্‌মণ্ডের প্রতি)

কাড়ার নিনাদে দ্রুত করহ প্রচার,

মম অধিকারে তব পূর্ণ অধিকার ।

এল্ । কাস্ত হও ; বৃত্তি মানি শুন বাণী মোর ।

এড্‌মণ্ড ! বন্দী তোমা করিত্ব এক্ষণে

রাজদ্রোহ অপরাধে ; আর তোমা সহ

এই সুবর্ণ সর্পিণী মনোরমা বন্দিণী আমার ।

(গণেরিলকে দেখাইয়া)

স্বন্দরী ভগিনি মোর ! তব যেচ্ছাপরে

দিই বাধা আশি, মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী তরে ;

এই অধিপতি সহ বিবাহ প্রস্তাবে

আবদ আমার জায়া বহুকাল হতে,
তাই আমি আমি তার নিই বাধা বিবাহে তোমার ।
বরিবাসে যদি সাধ তব, বর মোরে প্রেমদানে ;
পত্নী মম অপরের ।

গণা । ভিন্নদৃশ্য নেহারি এবার !

এল্ । এড্‌মণ্ড্ !

অন্ত শব্দে সুসজ্জিত তুমি ; অতঃপর, ইউক ভেরীর পবনি,
যদি কেহ নাহি আসে করিতে প্রমাণ ঘণাকর রাজদ্রোহ তব,
এই লও (হস্তাবরণ উন্মোচন) ধন্দ যুদ্ধে আহ্বানি তোমার ;
তোমার হৃদয়ে আমি করি সপ্রমাণ তবে লব অল্পজল,
বর্ণিয়াছি যাহা আমি নহ কড় উন তাহা হতে ।

রীগণ । ওঃ, আমি পীড়িত, পীড়িত !

গণা । (স্বগত) নতুবা বিশ্বাস নাহি স্থাপিব ঐবধে ।

এড্ । এই লও (উন্মোচন) প্রত্যাঙ্গান করিহু তোমার ।

নাহি হেরি হেন জন এ তব মাঝারে,
রাজদ্রোহী বলি যেই সন্দোহে আমারে,
হণিত পাপাত্মা সম মিথ্যাবাদী সেই ।
ভেরীনাগে আহ্বান তাহার ; সাহসে বাঁধিয়ে হিরে,
হবে যেই অগ্রসর, তার প্রতি, কিম্বা তব প্রতি, সকলেরি প্রতি
সপ্রমাণ করিব এখনি, দৃঢ়রূপে সসম্মানে সত্যতা আমার ।

এল্ । আহ্বান চারণে ।

এড । চারণ ! চারণ !

এল্ । একা রণে হও আগ্রহান, মোর নামে একত্রিত সৈন্যগণ তব,
আমার আদেশ ক্রমে লভেছে বিদায় ।

রোগান । আমার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

এল । অল্পস্থ নেহারি ওরে, লয়ে যাও শিবিরে আনার ।

(রোগানকে লইয়া অলুচরের প্রস্থান)

(ছটনৈক চারণের প্রবেশ)

এস চে চারণ হেথা,—কর ভেরীনাদ, উচ্চকণ্ঠে কর পাঠ ইহা ।

দগাধাক । কর ভেরীপস্নি ।

(ভেরীনিবাদ)

চারণ । (পাঠ) যদি মৈন্তনধো কোন ময়াদাদাস্পন্ন ব্যাক্ত, মস্তারাদি-
পতি এড্‌মণ্ডকে বিধম রাজদ্রোহী বলিয়া প্রমাণ কারতে
পার, তাহা হইলে তৃতীয় ভেরীনিবাদে উপস্থিত হও ।
তিনি আত্মসম্বনে প্রস্তুত ।

এড্‌ । বাজাও ।

(১ম ভেরীপান)

চারণ । আবার ।

(২য় ভেরীপান)

চারণ । আবার ।

(৩য় ভেরীপান)

(নেপথ্যে ভেরীপস্নি)

(তৃতীয় নিবাদের সশব্দে এড্‌গারের প্রবেশ)

এল । শুধাও উহায় ; কি হেতু তৃতীয় ভাদে সমাগত হেথা ।

চারণ । কে তুমি ? কি নাম তব ? কিবা পদ কর অধিকার ?
উত্তরিলে কেন বা আহ্বানে ?

এড্‌গা । শুন, হারিয়েছি নাম মম ; রাজদ্রোহী দণ্ডিত্যেতে,
আর তুষ্ট কীটের দংশনে ।

তথ্যাপণ্ড মম প্রতিবন্দীদম উচ্চপদে অবিস্তিত ।

এল । প্রতিবন্দী কেবা তব ?

এড্‌গা । মস্তারের অধিপতি, খ্যাত যেই এড্‌মণ্ড নামেতে ।

এড্ । আমি সে স্বয়ং, কি চাহ বলিতে তারে ?

এড্গো । নিবেদিত কর অনি, মম বাক্য বাঞ্ছে যদি উদার হৃদয়ে,
বাহুবলে আয়ুপক্ষ কর সমর্থন ।

এই দরিদ্রাম অঙ্গ ছের মোব করে,

মম মযাদা, শপথ আর কাগোর গরিমা ।

কার প্রতিবাদ, সামর্থ্য, বোঁদন, স্থান উচ্চপদ যদিচ তোমার
দর যদি বিজয়া রূপাণ,

দীপ্তিমান নব ভাগ্য সুপ্রসন্ন যদি তব পারি,

ধর যদি অদ্বীত সাহস হৃদে, বিগ্রাসবীতক তুমি ।

দেবগণ, পিতা, আর ভ্রাতা প্রতি তব অবিখ্যাসী তুই ।

সিপ মড়বস্ত্রে ঘোর, মহান্, উদার এই রাজত্ব বিপক্ষে ।

শিরঃশার্শ হতে নিম্নতম সীমান্ত পর্গাস্ত,

পদ লগ্ন ধূলির অবধি পরিপূর্ণ রাজদ্রোহে,

অচিন্ত্যে কৃষ্ণবিন্দু যথা । না করি স্বীকার,

প্রত্যাহারে বাক্য যদি, এই বাচ, তরবারি আর

দড় অস্তুর আমার, প্রমাণিবে তব বক্ষপরি, মিথ্যাবাদী তুই ।

এড্ । বিচারেতে নাম তব জিজ্ঞাস্ত আমার ;

কিন্তু আকার তোমার স্তম্ভম যোদ্ধার সম,

বাক্য তব সুশিক্ষা ব্যঞ্জক, নিজ নিরাপদ

তরে, রীতি অমুসারে, জানিতে মযাদা তব

বিলম্বনে তুচ্ছ গণি । দানি আমি তব শিরে অপরাধ চয়,

ভঙ্গ হ'ক হৃদি তোমার নারকীয় মিথ্যাভাষে হেন ।

এ হেন কুর্কণ্ঠে বিদ্ধ না হলে হৃদয়,

এই মম তরবারি দ্বিধা করি হৃদি দিবে স্থান সে সকলে,

লভিবারে চির আশ্রয় তথায় ।

কর ভেরীর নিনাদ, কর ভেরীর নিনাদ, আর ।

(পরস্পরের নৃত্য, এড্‌মণ্ডের পতন)

এল্ । রক্ষা কর, রক্ষা কর !

সনে । এই রীতি চির প্রচলিত,—

অজ্ঞাত বিপক্ষ সনে দৃষ্টদৃষ্টি দাখ্য নহ কভু ;

নহ পরাজিত, প্রত্যাশিত শঠের কবলে ।

এল্ । থাম, তদ্রে !

নতুণা এখনই নিরুত্তর করিব তোমায়, এই পত্রে ;

ধর পত্র ; ত্বরান্বিত অধম ! ভাষা নাই দিতে নাম তোর ।

কর পাঠ আপন ওরতে । তদ্রে, ডিড্‌উনা উঠা :

অনুমানি, জ্ঞাত আছ তঁহা । (এড্‌মণ্ডকে পত্রদান)

গণা । যদি থাকি জ্ঞাত, কিবা তব তাতে :

ব্যবস্থা আমার, নহে তব ; সাব্যসা কর

করে বন্দিনী আমার উদ্ধার কারণে ?

এল্ । পিশাচী, ওহোঃ, জ্ঞাত এই পত্র আঁতপ্রায় ?

গণা । না জিজ্ঞাস জ্ঞাত আমি বহো ।

[প্রস্থান ।

এল্ । যাও পশ্চাতে উদ্ধার, সতর্ক রক্ষা ওরে ।

এড্ । যেই অপরাধে অপরাধী করিলে আনায়ে,

মানি আঁম, তা হতে অধিক পাপে কলুষিত হৃদি যোর,

সময়ে সকলই প্রকাশ পাবে ।

গত সব এবে, আমিও বে গত প্রায় ।

জানিবারে সাধ কেবা হুঁমি,

সুপ্রসন্ন ভাগ্যদেবী যার প্রতি হেন মোর হৃতে ?

উচ্চবংশজাত যদি ক্ষমিহু তোমায় ।

এড্‌গা। এস পরস্পর করি বিবাদের অবসান ।

বহে যে শোণিত মোর প্রতি ধমনীতে,

একাংশেও নহে হীন তোমার হৃৎকোষে,

এড্‌মণ্ড ; শ্রেষ্ঠতর সে শোণিত যাহি,

তেমতি অধিকতর পেয়েছি বাতনা তোমা হৃৎকোষে ।

এড্‌গার নাম মোর, পুত্র আমি পিতার তোমার ।

তায়পর দেবগণ, সুখকর পাপরাশি মূলীভূত বাতনা প্রদানে ।

কলুষিত তমোময় স্থল সেই, যথায় জনমদান করেছেন তোমায়,

অঁখি হীন করিল তাঁহার ।

এড্‌। সত্য, সত্য তব বাণী । পূর্ণ আবর্জিত এবে,

ভাগ্যচক্র মোর, তাই আমি হেণা আজি ।

এল্‌। আকার ইঙ্গিতে তব করেছিহু অসুমান,

উচ্চবংশ সম্ভব বিকাশ । এস করি আলিঙ্গন ।

তুপে যদি হউক শতধা, ঘুর্ণানেত্রে যদি হেরে থাকি কভু,

তুমি কিম্বা পিতার তোমার ।

এড্‌গা। হে রাজন্ ! জ্ঞাত আমি তাহা ।

এল্‌। কোথা তুমি আছিলে অজ্ঞাত ?

কেমনে জানিলে তুমি হৃদশা পিতার ?

এড্‌গা। সেবিয়া তাঁহার প্রভু । স্তন মোর সংক্ষিপ্ত কাহিনী,

বর্ণনে যাহার বিদীর্ণ হইবে যদি ।

মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা যবে ধাইল পশ্চাতে মোর,

আত্মরক্ষা,—ওহোঃ জীবনের মোহ,

পলে পলে সহে জীব মৃত্যুর বাতনা, মরিতে না চাহে তবু,—
 শিখাল আমার, আবরিতে দেহ মোর বাতুলের বাসে,
 হেনরূপ করিতে ধারণ কুকুরেও ঘুণে বাহে ;
 হেন বেশে শেষে মিলিহু পিতার সনে,
 শোণিতাক্ত নয়ন-গহ্বর হেরিহু তাঁহার,
 নব তারা হারা অপহৃত মণি যথা কনক অঙ্গুরী হতে ।
 মাখী হহু তাঁর অনুসরি সদা, মাগিয়াছি ভিক্ষা তাঁর তরে,
 রক্ষিয়াছি তাঁরে নৈরাশ্র হইতে,
 কিস্ত হায় হার, করিহুবে দোস,
 আশ্র পরকাশ তাঁরে করি নাই কহু ;
 দণ্ডমাত্র পূর্বে, সুসজ্জিত দেহে, সূক্লে জ্বর না জানি নিশ্চয়,
 আশীর্বাদ মাগিহু তাঁহায় আনুপুঙ্গিক বর্ণিহু সকল ;
 ভয় যদি তাঁর সহিতে না পারি হর্ষ বিবাদের বন্দ,
 হান্তমুখে জীবলোলা করিল সমাধা ।

এড্ । বিষম বাজিল বৃকে কাহিনী তোমার, কুশল সম্ভব তাহে ;
 কহ, কি হেতু নীরব ; মনে হয় আরও কিছু আছে বলবার ।

এল্ । আরও যদি থাকে বর্ণিবার, আরও চুঃখকর,
 কাস্ত হও, মম মন প্রবিবে শুনিয়া ।

এড্‌গা । যদি যার পরিচিত নহে চুঃখ সনে,
 এইক্ষেণে করিতাম কাহিনীর শেষ তার তরে,
 অন্ত চুঃখ করিলে বর্ণন, অতিরিক্ত হবে তাহে সীমা অতিক্রমি ।
 পিতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিহু যখন,
 এল সেথা একজন, মম দুর্ভাগোর কালে,
 সৃণিত সংসর্গ মোর তেরাগিল যেই ;

অবশেষে জানিয়ে বারতা, দঢ় ভুজ্জে আলিঙ্গিল মোরে,
 হৃৎকথারে নিনাদিল হেন উচ্চৈঃশব্দে, মনে হল ভাঙ্গিল আকাশ ;
 পতিত হটল মম পিতার উপর,
 নিদারুণ লীয়ার সংবাদ জান ইল ঘোরে,
 বাহ্য কর্ণে কহু করেনি প্রবেশ ।
 উগলিল হৃৎকথারি তার বর্ণনের কালে, যেন টুটিবে জীবন তন্ত্রী ।
 অতঃপর দুর্গাধবনি শুনি দুইবার, স্কন্ধিত ত্যজিছু তারে !

এল্ ? কেবা সেই ?

এড্‌গা । কেণ্ট, নির্দাসিত কেণ্ট, মহোদয় ।

ছদ্মবেশে নিজস্ব নৃপতি সংহতি ফিরিলেক সেই,
 সেবিল তাঁতায় হেনরূপে, ক্রীতদাস নাহি করে যাহা ।
 (রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র । রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! ওঃ রক্ষা কর !

এড্‌গা । কি চাও, কি চাও ।

এল্ । বল তরা ।

এড্‌গা । এ রক্তাক্ত ছুরিকার অর্থ কি ?

ভদ্র । ঠহা এখনও উত্তপ্ত,—শোণিতের ধূম উঠছে, এখনই দ্রদর
 হতে বহিষ্কৃত—ওহো সে মৃত ।

এল্ । কে মৃত ? বল, বল ?

ভদ্র । আপনার স্ত্রী, আপনার স্ত্রী । তার ভয়্যাকে কে বিষ খাইয়ে
 মেরে ফেলেছে ; মৃত্যুকালে সব স্বীকার ক'রেছে ।

এড্ । আমার সহিত তাদের দুজনেরই পরিণয় স্থির হয়েছিল,
 মুহূর্ত্তমধ্যে তিন জনেরই একসঙ্গে পরিণয় হয়ে গেল ।

এড্‌গা । ঐ যে কেণ্ট আসছেন ।

এল্। তাগাদের দেহ আনয়ন কর, মৃতই হউক বা জীবিতই হউক, ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর বিচারে আমরা কম্পমান, কল্পনার স্পর্শও হচ্ছে না।
(ভদ্রলোকের প্রস্থান)

(কেণ্টেব প্রবেশ)

ওঃ ইনিই কি তিনি? যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন এ সমরোপযোগী নয়।

কেণ্ট। আমি আনার রাজা ও প্রভুর নিকট হতে বিদায় লভে এসেছি। তিনি কি এখানে নাই?

এল্। প্রধান কার্যেই আমাদের ভুল হয়েছে। এড্‌মণ্ড! মচারাক্স কোথায়? কডিগীয়া কোথায়? এ শুনা কি, দেখেছ কেণ্ট।

(গপেরিল ও রোগানের মৃতদেহ আনয়ন।)

কেণ্ট। হায়! কেন এমন হল?

এড্। এডমণ্ড কিম্ব উভয়েরই প্রিয় ছিল; একজন আমার জন্য অপরকে দিব পাটয়ে মারলে, শেষে আত্মহত্যা করলে।

এল্। সত্যবটে। ওদের মুখ ঢেকে দাও।

এড্। আমার খাস প্রখাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। যদিও আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে তথাপি এখন আমার সংকাগো ইচ্ছা হচ্ছে। দুর্গে শীঘ্রই লোক প্রেরণ কর; লীয়ার ও কডিগীয়ার জীবন হননের জন্ত আমি আত্মা দিরাছি। সময়ে লোক প্রেরণ কর।

এল্। বাও, কেহ বাও; দৌড়ে বাও, দৌড়ে বাও।

এড্‌গা। কার নিকট, প্রভু? কার আদেশ? ক্ষমার চিহ্ন এই সঙ্গে প্রেরণ করুন।

এড্। ঠিক বলেছ; আমার এই ভয়বান্ধি লয়ে রণাধাক্কে দাও।

এল্। শীঘ্র বাও, তোনার জীবনের দোহাই। (এড্‌গারের প্রস্থান।)

এড্‌। আপনার স্ত্রী ও আমি কডিলায়াকে কারাগারে ফাঁসি দেবার
হুকুম দিয়ে, তার নৈরাশ্যের উপর আত্মহত্যার দোষারোপ
করতে বলে দিয়েছি ।

এল্‌। দেবগণ তাহাকে রক্ষা করুন । এখনি হতে ওকে লয়ে যাও ।

(এড্‌মণ্ডকে লীয়া প্রস্থান ।)

(কডিলায়ার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া লীয়ার, এড্‌গার ও
রণাধাক্ষের প্রবেশ ।)

লীয়ার । কঁাদ, কঁাদ, কঁাদ, কঁাদ !

পাষাণে নির্মিত তোরা মানব সকল ।

হইত তোদের মত অাঁধি আর রসনা আমার,

করিতাম হেন নিয়োজন, বিদীর্ণ করিত যাহে গগনমণ্ডল ।

গেছে, চলে গেছে জনমের মত !

জানি আমি জীবন মরণ ; মৃত্তিকার সম মৃত এই ।

দেহত মুকুর মোরে ; দেখি হয় কি না খাসেতে মলিন,

তাহলে জানিব, এখনও প্রাণ বায়ু বহে দেহে ।

কেণ্ট । এই পরিণাম শেষে লেখাছিল ভালে ।

এড্‌গা । কিবা বিভীষণা প্রতিকৃতি তার ।

এল্‌ । দেব ক্রোধ পাতে ধ্বংস হ'ক সমুদয় ।

লীয়ার । এই যে নড়িছে পক্ষ ; জীবিত নিশ্চয় !

যদি তাই হয়, পাসরিব যত দুঃখ করিয়াছি ভোগ,

সব যাবে দূরে, এ হেন সম্ভবে যদি ।

কেণ্ট । (জাহ্নুপাতিয়া) সদাশয় প্রভু !

লীয়ার । মিনতি আমার পরিত্যজ মোরে ।

এড্‌গা । তব বন্ধু কেণ্ট মহোদয় ।

লীয়ার । হরে ব্যাধিগ্রস্ত কোরা, হত্যা কারী রাজদ্রোহী হবে ।

পারিতাম বাঁচাতে উহায ; এবে গেল চলে জনমের মত ।

কড়িলীয়া ! কড়িলীয়া ! রহ, রহ, রহ কখনকাল ।

হাঃ ! হাঃ ! কি বল, কি বল ?

নম্র, দীর্ঘ, ক্ষীণ শর তার রমণী ভূষণ যাচা ।

হত্যা করিয়াছি দাসে উদ্বন্ধন দিতেছিল যেই ।

রণা । সত্য কথা, উনি তাই করেছেন ।

লীয়ার । করি নাই কিরে ?

ছিল হেন দিন যবে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারে

করিতাম খণ্ড খণ্ড হবে ।

বৃদ্ধ এবে, মহাভ্রুখে ভুজ্জরিত আজি ।

কেবা তুমি ? নিশ্চল নবন মন ।

এইক্ষণে জানাব তোমায় ।

কেণ্ট । য়েহ অন্ধে ভাগাদেবী তুলিয়ে একেদে,

দুগানেব্রে নেহারি অপবে গর্জিতা আপনি যদি,

উভয়ের অগ্ন্যতমে নেহারি সম্মুখে ।

লীয়ার । জ্ঞোতিহীন আঁধি মোর ; নহ কিহে কেণ্ট তুমি ?

কেণ্ট । সেট কেণ্ট দাস তব, কোপার কিয়ন্ প্রভু তব অহুচর ?

লীয়ার । ছিল সেই অতীব সজ্জন, যথার্থ বলিতে পারি ;

এবে মৃত, গলিত কবরে ।

কেণ্ট । না প্রভু, আমিই সেই ।

লীয়ার । সে এর পর দেখুন এখন ।

কেণ্ট । বে আপনার ডরাবস্তার আরম্ভ হইতেই অহুগামী ।

লীয়ার । তুমি এখানে সাদরে অভ্যর্থিত ।

কেণ্ট । সে ভিন্ন আর কেহই নহি । সকলই নিবানন্দ, অককার, মৃতবৎ । আপনার কন্যাদয় মৃত, অপবাতে মৃত ।

লীয়ার । হাঁ, আমিও তাই ভাবছি ।

এল্ । উনি কি বলছেন, তাহা উনিও জানেন না । ওঁর নিকট আমাদের পরিচয় প্রদান বিখ্যা ।

এড্‌গার । অনর্থক । (রণাশাফের প্রবেশ ।)

রণা । প্রভু, এড্‌মণ্ড্‌ মৃত ।

এল্ । গুরুতর নহে তাহা ।

অমাত্য সম্ভ্রান্ত সবে, শুন মোর অভিশ্রাব ।

এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে অতঃপর দশা সম্ভব শাস্তি হইবে স্থাপিত ।

আমরা এক্ষণে, রাজকাণ্ড হতে এইলাম অপমৃত ;

সঁপি করে সকল ক্ষমতা, যতদিন মহারাজ রহেন জীবিত ।

(এড্‌গার ও কেণ্টের প্রতি) তোমাদের ক্ষমতা সকল,

সমগ্র ঐশ্বর্য আর পূর্বমান্য সহ,

উপযুক্ত অত্যাধিক ঘাচে, পুনর্পদে পুনরার স্থাপিত দৌহায ।

বন্ধুগণে তুষিবে যতনে, গুল অশুভায়া পুরস্কার দানে,

উপযুক্ত শাস্তি বিধানিব অরি দলে । ওঃ, দেখ, দেখ !

লীয়ার । হায়রে, বাছাকে আমার কাঁসী দিয়েছে ।

চাহিনা জীবন, চাহিনা জীবন আর !

অশ্ব, কুকুর, মুষিকেরও আছে জীবন,

আর তুমি মোর প্রাণহীন ?

কভু ফিরে আসিবে না আর,

কভু না, কভু না, না, না, না, না !

করিগো মিনতি—দেহ খুলে । ধন্যবাদ মহোদয় !

দেখছি কি, ওর দিকে একবার দেখ, দেখ, ওর ওষ্ঠ ধর
ঐ দেখ, ঐ দেখ ! (মৃত্যু।)

এড্‌গা। মজ্জিত ! মণ্ডরাজ, মহারাজ !

কেণ্ট। চূর্ণ বিচূর্ণিত হবে যদি মোর।

এড্‌গা। দেখুন, মহারাজ, চেয়ে দেখুন।

কেণ্ট। উত্থান করোনা আর প্রোতাদ্বারে ওঁর।

ওঁ বেতে দিন ওঁরে ! বাঙা বার হেরিবারে,

এই কঠোর সংসারে ভাবিত হইবে রাজা

জানিলে তাহার মহারাজে স্তম্ভ সমধিক।

এড্‌গা। সত্য, সত্যই গত।

কেণ্ট। সতি ছেন ক্লেপ রছিল কেননে প্রাণ

এত সে বিস্ময় ; যেন বলে রক্ষিণা জীবনে।

এন্। লয়ে বা ও হেথা ভতে,

উপাতিত কার্য হেরি সাধারণ শোকের প্রবাহ।

(কেণ্ট ও এড্‌গারের প্রাতি)

অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর, তোমরা উভয়ে

রাজা এবে করহ শাসন, ক্ষত রাজা তার এবে করহ বচন।

কেণ্ট। শত্রু বাহিরিব আমি আমার ভ্রমণে ;

ডাকিছেন প্রভু মোর, না, বলি কেননে

এন্। সময়ের তুঃখ তার অবশ্য বহিব ;

অমুভাবে দিব ভাস—উচিত ছাড়িব।

অশেষ সহিল বৃদ্ধ—মোরা সুবাগণে,

হেরিব না এত, লভি সুদীর্ঘ জীবনে।

(সকলের অস্থান)।

যবনিকা পতন।



•

•

{

ENGLISH WORKS

BY

R. C. DUTT, ESQ., C.I.E.

1. **The Economic History of British India :** A Record of Agriculture and Land Settlements, Trade and Manufacturing Industries, Finance and Administration. Rs. 6-8.
 2. **Famines and Land Assessments in India** Open Letters to Lord Curzon, 1900. Rs. 4-8.
 3. **Speeches and Papers. First series,** containing Mr. Dutt's Congress speech of 1899, and speeches in England, 1897-1900. Rs. 2.
 4. **Speeches and Papers. Second series,** containing speeches in England, 1901, and Mr. Dutt's Replies to Lord Curzon's Land Resolution. Rs. 2.
 5. **Great Epics of Ancient India.** The *Mahabharata* and the *Ramayana* in one magnificent Volume. With Introduction by Prof. Max Muller and 24 superb illustrations (published at £2-2.) Rs. 12-8.
 6. **Civilization in Ancient India.** (Last revised edition), complete in one volume. Rs. 5.
 7. **Literature of Bengal.** (Last revised edition) complete in one volume. Rs. 3.
 8. **The Lake of Palms.** Being the author's social Novel **Sansar**, enlarged and translated into English. Rs. 3.
 9. **Rambles in India,** Rs. 2.
 10. **Three Years in Europe, 1868 to 1871** with accounts of visits to Europe in 1886 and 1893, Rs. 3.
- R. P. MITRA, Publisher, 29, Beadon St., Calcutta.**

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রণীত বা প্রকাশিত

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ ।

১।	বঙ্গবিজ্ঞতা,	কাপড়ে বাধাই	১৥০
২।	মাধবী-কঙ্কণ,	ঐ	১৥০
৩।	রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা,	ঐ	১৥০
৪।	মহারাত্রি-জীবনপ্রভাত,	ঐ	১৥০
৫।	সংসার,	ঐ	১৥০
৬।	সমাজ,	ঐ	১৥০
৭।	হিন্দুশাস্ত্র, শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংকলিত ও অনূদিত ।		
	প্রথম ভাগ, বেদসংহিতা		১\
	দ্বিতীয় ভাগ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ		১\
	তৃতীয় ভাগ, শ্রোত, গৃহ ও ধর্ম্মসূত্র		১\
	চতুর্থ ভাগ, ধর্ম্মসংহিতা		১
	পঞ্চম ভাগ, বড়দর্শন		১\
	উপরিউক্ত পাঁচ ভাগ একত্রে কাপড়ে বাধাই		৫\
	ষষ্ঠ ভাগ, রামায়ণ		১\
	সপ্তম ভাগ, মহাভারত		১\
	অষ্টম ভাগ, ভগবদ্গীতা		১\
	নবম ভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ		২\

উপরিউক্ত চারি ভাগ একত্রে কাপড়ে বাধাই ৫\

ব্রিটিশলেন্ডনাথ সরকার, এম্ এ প্রণীত বিশেষরূপে প্রকাশিত নাটকাদি ।

১।	রমা (নূতন ধরনের নাটক)	১০
২।	সখের জলপান (হস্তরসাত্মক গীতিনাট্য)	১০/০
৩।	মধুর মিলন (মিলনাস্ত নাটক)	১০

1. 1

2.

হুঃখিনী ।

কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কোনদিন বা তিনি নানা প্রকার জীব
জন্তর কথা বলিতেন, নানা দেশের কথা বলিতেন । হুঃখিনী
ইংরাজী জানিতেন না ; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি
পুস্তক পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি উপদেশ দিতেন ।

অপরাত্র কালে গ্রামের বৃদ্ধেরা হুঃখিনীর এই পাঠশালায়
আসিতেন, তাঁহার এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাঁহার চমৎকৃত
হইতেন ।

আর ক্ষেপা সদানন্দ,—সে এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের
ইন্স্পেক্টর হইয়াছিল । যতক্ষণ ছেলেরা পড়াশুনা করিত বা
লেখা করিত, ততক্ষণ সে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিত । প্রাতঃ-
কাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে এই বিদ্যালয়ের প্রহরীর
কার্য্য করিত । কোন্ ছেলে কোথায় গেল, কে কি করিল,
সমস্ত সে দেখিত । দশটা বাজিলে ছেলেরা যখন চলিয়া যাইত,
তখন সে সমস্ত বাড়ীটা পরিষ্কার করিত ; হুঃখিনী তাহাতে বাধা
দিলে তাঁহার উপর রাগ করিত, অভিমান করিত । তাহার পর
হুঃখিনী যখন বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রামকৃষ্ণের বাড়ীতে স্বান
আহারের জন্ত বাঠতেন, তখন সদানন্দ তাঁহার অনুসরণ করিত ।
হুঃখিনী রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছিলে, সদানন্দ চীৎকার করিয়া
বলিত—“মা, ছুটাই—।” তাহার পর সে এ বাড়ী ও বাড়ী,
ভিক্ষা করিয়া বাহা পাইত তাহাই খাইত ; রামকৃষ্ণ বা হুঃখিনী
আহার করিতে বলিলে সে খাইত না, বলিত “ভিক্ষার জিনিস
হোলে আমার পেট ভরে না ।”

दुःखिनी

অপরাহ্ন কালে আবার ষষ্ঠাসময়ে সদানন্দ হাজির। সন্ধ্যা সময় চুঃখিনীকে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া সে চুঃখিনী বাড়ীতে কিরিয়া আসিত এবং তাঁহার দাবায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিত, তাহার পর নিদ্রিত হইত।

সহানন্দ একটা নূতন গান বাঁধিয়াছিল। অনেকদিন সন্ধ্যা পর সে হৃৎধিনীর ঘরের দাবায় একাকী বসিয়া গায়িত—

আমার এ পাঠশালার ছেলেগুলো পড়ে না।

কত কথা বলি—তারা শোনে না।

আমি বলি ওরে তোরা লেখা পড়া কররে,

সাধু-সঙ্গে থাক নদা, উপদেশ ধরয়ে,

জ্ঞান উপার্জন কর, আনন্দেতে কাল হর.

ধর্মপথে থাক সदा, কোন কষ্টে হতে না—হবে না।

ছ'টি'ছেলে ধাড়ি তারা নিজেরা পড়িবে না,

ভাল ছেলে এলে তাদের ঘরে যেতে দেবে না,

সদা করে গোলমাল, শাস্তি হয় না ঈশকাল,

দিবানিশি বকাবকি ছাড়া তারা বয়না, ববে না।

‘সদা’ বলে গুরুগিরি করা হোলো বড় দায়,

এই, ছেঁলে ছটার হাতে পোড়ে প্রাণটা শেষে নাহি যায় :

যে দিয়েছে গুরুগিরি,

কেঁদে তারি পারে ধরি,

বোল্‌বো ওগো এ কক্‌মারি, আমার দ্বারা হোলো না—হবার :

